পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 277 Sunday, 7 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭৭ সংখ্যা ❋ ২১ ভাদ্র ১৪৩২, রবিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পরীক্ষার্থীদের যেন কোনও সমস্যা না হয়
ডিএম-দের নিয়ে বৈঠক মুখ্যসচিবের কন্ট্রোল রুম খুলল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ৬ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যেন কোনও সমস্যা না হয়, সে ব্যাপারে জেলাশাসকদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। শনিবার বিকেল চারটে থেকে শুরু হওয়া বৈঠকে একগুচ্ছ নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে কোনও জেলা থেকে কিছু অসুবিধা হচ্ছে নাকি, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি পরিবহণের ব্যাপারে কোনও পরীক্ষার্থীর যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টার দিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, সেই মতো ইতিমধ্যেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে কমিশনের তরফে। রবিবার সকাল ৮টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সচল থাকবে এই রুম। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কমিশনের দফতর ছাড়াও পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসেও কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। বস্তুত, রবিবার নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্তত ৩ লাখ ১৯ হাজার। এই পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সতর্ক স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। পরীক্ষার্থীদের কী কী নিয়ম মানতে হবে, শনিবার তা কড়া ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, মোট ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে। তার আগে সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে প্রশ্নপত্র পৌঁছে যাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হবে সকাল ১১টা ৪৫ থেকে। তখন শুধু নিজের নামটুকুই লিখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। উত্তর লেখা শুরু করা যাবে দুপুর ১২টা থেকে। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের শেষ সময় সকাল ১১টা ৪৫। আর যে ঘরে পরীক্ষা হবে, সেখানে প্রবেশের শেষ সময় বেলা ১২টা। চেয়ারম্যান জানিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি হবে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে। যার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হলে কেউ ফোন নিয়ে যেতে পারবেন না। স্মার্ট ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরও নিয়ে যাওয়া যাবে না। জলের বোতল আনলে তা স্বচ্ছ হতে হবে। পেন-এর ক্ষেত্রেও তাই। তবে এসএসসি-ও পরীক্ষার্থীদের জন্য পেনের ব্যবস্থা রাখবে। অ্যাডমিট কার্ড বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি ফোল্ডারে নিয়ে গেলে, তা-ও স্বচ্ছ হতে হবে। কমিশনের দাবি, প্রশ্নপত্রও সুরক্ষিত। যদি কেউ বেআইনি ভাবে কিছু করার চেষ্টা করেন, আধঘণ্টার মধ্যে তিনি ধরা পড়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। তাঁর কথায়, ''৩ লক্ষ ১৯ হাজার পরীক্ষার্থী কাল পরীক্ষা দেবে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের জন্য থাকছে আলাদা আলাদা সিকিউরিটি ফিচার। অ্যাডমিট কার্ড স্ক্যান করারও ব্যবস্থা থাকবে। সব পরীক্ষাকেন্দ্রই স্পর্শকাতর আমাদের কাছে। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বেরোতে পারবেন না।'' চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই আবার আবেদন করেছেন। গত বারের চেয়ে এ বার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্তত আড়াই লক্ষ বেশি।

কোথায় যোগাযোগ করবেন?
স্কুল সার্ভিস কমিশনঃ
০৩৩-২৩২১৪৫৫০, ৯০৫১১৭৬৪০০, ৯০৫১১৭৬৫০০
পূর্বাঞ্চলঃ ৯২৩৯৬৪৬৩৬১, পশ্চিমাঞ্চলঃ ৬২৯৪১২৪০৫৯,
দক্ষিণাঞ্চলঃ ৬২৮৯১৪৩০৫৪, উত্তরাঞ্চলঃ ৯০৬৪৮০৬৮৩৩
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলঃ ৯৬৮১৬৮৩৬৬৭

দেশজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের ইঙ্গিত, কমিশন বৈঠক ডাকল বুধবার

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ বিহারের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের বিতর্কের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার ভোটের পরপরই রাজ্য ধরে ধরে শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। যার জন্য রাজ্যগুলির মতামত নেওয়ার জন্য আগামী ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটি বিশেষ বৈঠক ডেকেছে কমিশন। সূত্র জানিয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর দেশের সব মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে দিল্লিতে বৈঠকে ডাকা হয়েছে। সেখানে এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও অন্য কমিশনাররা। প্রসঙ্গত, বিহারে ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিজেপির উপর খড়্গহস্ত হয়েছে বিরোধী দলগুলি। আরজেডি, কংগ্রেস তো বটেই, বাম দলগুলি, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এর বিরোধিতা করে চলেছে। সকলেরই অভিযোগ, বেছে বেছে বিরোধীদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মূলত কেন্দ্রের শাসকদল আগামী ভোটগুলিতে বিশেষ সুবিধা নিতেই কমিশনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তুলেছে দলগুলি। উল্লেখ্য, এ বছর বিহার ছাড়াও আগামী বছর ভোট রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিতে। সূত্র জানাচ্ছে, বিহারের পর কমিশন দেশজুড়েই বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চালাবে। যাকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়া ও এনডিএ জোটের দ্বৈরথ চরমে চড়তে পারে। এর আগেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি কমিশনের বিরুদ্ধে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে ভোটচুরির অভিযোগ এনেছিলেন। তার পরপরই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিল ডিএমকে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার সরব বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সরাসরি ধমকি দিয়ে রেখেছেন যে, একটিও বৈধ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে দিল্লিতে সেই বিক্ষোভ ছড়াবে।

অপারেশন সিঁদুরের না বলা সত্যগুলি সামনে আনলেন সেনা প্রধান দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা, তার জবাবে গত ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তে সংঘাত শুরু হয়। অবশেষে ১০ মে পাকিস্তানের অনুরোধেই দুই দেশের ডিজিএমও স্তরে বৈঠক হয়। তারপরই সংঘর্ষ বিরতি হয়। অপারেশন সিঁদুরে কী কী হয়েছিল, তা নিয়েই বই প্রকাশ করলেন সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেখানেই তিনি জানালেন যে ১০ মে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত শেষ হয়নি। 'অপারেশন সিঁদুরঃ দ্য আনটোল্ড স্টোরি অব ইন্ডিয়া'জ ডিপ স্ট্রাইক ইনসাইড পাকিস্তান' শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয় দিল্লিতে। এই বইটি লিখেছেন প্রাক্তন সেনা কর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেজিএস ধিলন। এই অনুষ্ঠানে সেনা প্রধান জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, ''আপনারা হয়তো ভাবছেন যে ১০ মে যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। না, এটা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে এবং একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে হত...অবশ্যই এটা এখানে ভাগ করা সম্ভব নয়।'' ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যে এখনও নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সে কথা উল্লেখ করে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন যে নিয়ন্ত্রণ রেখায় অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব কতটা পড়েছে, তা এখনই বোঝা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ''নিয়ন্ত্রণ রেখায় অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব কী পড়েছে, তা নিয়ে এখনই মন্তব্য করা ঠিক নয়। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ কি শেষ হয়ে গিয়েছে? আমার মনে হয় না, কারণ নিয়ন্ত্রণ রেখায় এখনও অনুপ্রবেশ চলছে। আমরা জানি যে কত জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে, কতজন পালিয়ে গিয়েছে।'' অপারেশন সিঁদুরের সময় তিন সেনার মধ্যে যে মেলবন্ধন দেখা গিয়েছিল, তাও উল্লেখ করেন সেনা প্রধান। বলেন, ''সকলে এক সিঙ্কে ছিল এবং সকলে জানতেন তাদের অর্ডার কী ছিল।'' তিনি উল্লেখ করেন যে এই অভিযান শুধুমাত্র ভারতীয় সেনার সামরিক অভিযানই ছিল না, একইসঙ্গে সেনার সাহসিকতা, পেশাদারিত্বকেও তুলে ধরেছিল। জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, ''এই দিকগুলি সাধারণত না শোনা, না বলা থেকে যায়, কারণ উর্দিধারীরা এই কথাগুলি বলতে পারেন না। নিয়ন্ত্রণ রেখায় এই ধরনের সংঘাতে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু আমরা বুঝি না যে এর অনুভূতি, ক্ষতি, লাভ ও কী কী প্রতিবন্ধকতা থাকে। অপারেশন সিঁদুরও না বলা কাহিনি ছিল।''

তৃণমূল জিএসটি সংস্কারের বিরোধীতা করেছিল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ জিএসটি সংস্কারে বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল। দাবি বিজেপির। ভোটাভুটির পথে হাঁটতে পরামর্শ দিয়েছিলেন অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তারপরেই পিছু হটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কারণ ভোটাভুটিতে প্রয়োজন ছিল ১১টি রাজ্যকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে দাঁড়ায়নি কেউ। বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি ছিল জিএসটি সংস্কারের ফলে রাজস্ব ক্ষতি হবে। তাই তা না করা। রাজ্যের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। তারপরে সংস্কার করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্র জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে স্পষ্ট জানান হয় নতুন জিএসটি কাঠামোর কথা। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ সরকার এখন সুর চড়িয়ে বলেছেন, ''জিএসটি সংস্কার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বিচারিতা এবার আমাদের সামনে আনার সময় হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, বিমায় শূন্য জিএসটি হওয়ার পরে তৃণমূল দাবি করেছিল তারাই সবার আগে এই দাবি করেছিল। কিন্তু বিজেপির দাবি যে তৃণমূল বাইরে কৃতিত্ব দাবি করছে আর কাউন্সিলের বৈঠকে কর কমানোর বিরোধিতা করেছিল। বিজেপির এই দাবি ঘিরেই চাপানউতোর তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক আঙিনায়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আত্মসমর্পণ করলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে একাধিকবার তলব করেছে ইডি। তবে তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। গতমাসে আচমকা ইডি দফতরে গেলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি না জানা যায়নি। অবশেষে শনিবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। আর আত্মসমর্পণের পর ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তিনি জামিনও পান। জামিন দিলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানির আগে কলকাতা ও বোলপুরের বাইরে যেতে পারবেন না রাজ্যের কারামন্ত্রী। ইডি সূত্রে খবর, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা উদ্ধার হয়। ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, ইডির জেরায় কুন্তল দাবি করেন, ওই তালিকা পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। রাজ্যের কারামন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও জমা পড়েছে। এই আবহে এদিন ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন চন্দ্রনাথ। ইডি হেফাজতে চেয়ে আবেদন করলেও শর্তসাপেক্ষে জামিন পান রাজ্যের কারামন্ত্রী। ইডির আইনজীবী ধীরাজ দ্বিবেদী বলেন, ''আমরা হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছি। ৭ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর শুনানি হবে। তার আগে কলকাতা এবং নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বোলপুরের বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না তিনি।'' চন্দ্রনাথের জামিন নিয়ে বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ''উনি জামিন পেয়েছেন, এটা তো ভাল জিনিস। ইডি আদালতে দাবি করেছে, চন্দ্রনাথ সাক্ষীদের প্রভাবিত করছেন। এই নিয়ে অনুব্রত বলেন, ''ইডি কী বলছে, সেটা তাদের ব্যাপার। সেটা ইডিকে জিজ্ঞাসা করুন।'' এই নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''রাজ্যের তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী। ঘটনাচক্রে কারামন্ত্রী। কারামন্ত্রীকে যদি অভিযুক্ত হিসেবে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়, সেটা তো বাংলা ও বাঙালির জন্য সুখের বিষয় নয়। অস্মিতার বিষয় নয়। এটা লজ্জার। পশ্চিমবঙ্গে যে চাকরির দোকান কলকাতা ও বেহালার বাইরে জেলায় জেলায় খোলা হয়েছিল, ইডির চার্জশিটে তা প্রমাণিত। ইডি যে অভিযোগ এনেছে, তাতে এটাই প্রমাণিত হল, চাকরির দোকান সারা পশ্চিমবঙ্গেই ছড়িয়েছে।'' চন্দ্রনাথের জামিন নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। তিনি বলেন, ''তৃণমূলে এখন তিন ধরনের নেতা রয়েছেন। এক ধরনের নেতা জেলে রয়েছেন। আর এক ধরনের নেতা বেলে (জামিন) রয়েছেন। আর এক ধরনের নেতা জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন।''

রোপওয়ে চাপা পড়ে গুজরাটে নিহত ৬

আহমেদাবাদ, ৬ সেপ্টেম্বরঃ নিমিষে চলে গেল ছয়টা প্রাণ। গুজরাটের পঞ্চমহল জেলায় বড় দুর্ঘটনা। আচমকাই মাঝ আকাশ থেকে ভেঙে পড়ল মালবোঝাইকারী একটি রোপওয়ে। শনিবার ওই জেলার অন্তর্গত পাভাগড় মন্দিরে ওঠার রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর্ণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ওই এলাকায় রোপওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। আর সেই কাজের মাঝেই ঘটে গেল বড় বিপত্তি। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে গিয়েই দড়ি থেকে ছিঁড়ে পড়ল মালবোঝাইকারী রোপওয়েটি। নিমিষে প্রাণ হারালেন ছয় জন। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে পঞ্চমহলের ডিএসপি হর্ষ দুধ্যাত জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। যাদের মধ্যে চার জনই ওই নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর দু'জনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন উদ্ধারকারীরা। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেও থামেনি উদ্ধারকাজ। কিন্তু কীভাবেই বা ছিঁড়ে পড়ল রোপওয়েটি? সেই নিয়ে এখনও অনেকটাই ধোঁয়াশা রয়েছে বলেই খবর। পাভাগড় মন্দিরটি একেবারে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত হওয়ার কারণে বহু পুণ্যার্থীদেরই মন্দিরে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। সমতল থেকে এই মন্দির ৮০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তাই সেই কথাটা মাথায় রেখেই মন্দির দর্শনের সুবিধার্থে শুরু হয়েছিল রোপওয়ে নির্মাণের কাজ।

ট্রাম্প 'বন্ধু' বলতেই 'ইতিবাচক প্রতিদানে'র বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদিরও, সম্পর্ক আবার জুড়বে?

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ মোদিকে ভাল বন্ধু বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদিকে চিনের কাছে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলার আক্ষেপ, অন্যদিকে মোদির সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ, ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বার্তায় প্রত্যুত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বললেন, ট্রাম্পের অনুভূতির প্রশংসা করছেন অন্ধকারতম চিনের কাছে হারিয়ে ফেললাম।' শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ''নরেন্দ্র মোদি আমার বিশেষ বন্ধু। সবসময় বিশেষ থাকবেন। আমি তাঁকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি যা করছেন, সেটা ঠিক নয়। ভারত ও

এবং তার সম্পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। বিগত কয়েক মাস ধরেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে অবনতি হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানো নিয়ে ট্রাম্পের দাবি, রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে। সম্প্রতিই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সামিটে যোগ দিতে চিনের তিয়ানজিনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শিং জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি দেখার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মনে হচ্ছে ভারত ও রাশিয়াকে

আমেরিকার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।'' ট্রাম্পের কাছ থেকে এই বার্তা পেয়ে জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদিও। তিনি ট্রাম্পের পোস্ট রি-পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ওঁর ইতিবাচক বক্তব্যের প্রশংসা করছি। ভারত ও আমেরিকার ইতিবাচক ও বৈশ্বিক কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এর সম্পূর্ণ প্রতিদান দেব।' দুই রাষ্ট্রনেতার এই ইতিবাচক কথায় এই ইঙ্গিতই মিলছে যে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এবং সম্পর্ক ঠিক করার পথ এখনও খোলা। এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের চড়া শুল্ক নিয়ে ভারত কোনও জবাব দেয়নি।

কাউন্সেলিং এড়ালেন ১৭ জন, ভুয়ো সার্টিফিকেটে মেডিক্যালে জায়গা ৩০ পড়ুয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ভুয়ো তফশিলি উপজাতি শংসাপত্রের জোরে মেডিক্যালে ভর্তির অভিযোগে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্য স্বাস্থ্যশিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন ৪৭ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৭ জন প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ে অংশই নেননি। কিন্তু বাকি ৩০ জন সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে ভুয়ো সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ভর্তি হয়েছেন ৩ জন, কল্যাণীর জেএনএম-এও ৩ জন। এনআরএস ও আর জি কর মেডিক্যালে ২ জন করে পড়ুয়া সুযোগ পেয়েছেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে জায়গা করে নিয়েছেন আরও ৩ জন। এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ এবং আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজেও ভুয়ো সার্টিফিকেটধারী পড়ুয়ার ভর্তি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে বলেই আশঙ্কা করছে সংশ্লিষ্ট মহল। রাজ্য এসটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিতানচন্দ্র টুডুর দাবি, যাঁরা কাউন্সেলিংয়ে যোগ দেননি, তাঁদের সার্টিফিকেটও ভুয়ো। এগুলো তাঁরা কোথা থেকে পেলেন, তদন্ত হোক। আমরা মনে করি, ১৭ জনের শংসাপত্রও মিথ্যা। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্য আদিবাসী উন্নয়ন দফতর স্বাস্থ্যভবনকে জানায়, ভুয়ো সার্টিফিকেট জমা দিয়ে অন্তত ৪৫ জন পড়ুয়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। পরে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭। এর পরেই স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের ইমেল পাঠিয়ে নির্দেশ দেন, সার্টিফিকেটধারীদের নাম দ্রুত পাঠাতে। কলেজগুলির তরফে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই তালিকা জমা পড়ে। এদিকে, ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিন পড়ুয়া। তাঁদের অভিযোগ, ভুয়ো শংসাপত্রের কারণে তাঁরা আসল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মেডিক্যালে সুযোগ পাননি। আদালতে তাঁদের বক্তব্য-যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে মিথ্যা শংসাপত্রধারীদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এখন প্রশ্ন একটাই-ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে ভর্তি হওয়া ওই ৩০ জনের ভবিষ্যৎ কী? তাঁদের কি চিহ্নিত করে বাতিল করা হবে ভর্তি? নাকি আরও দেরি হবে তদন্তে? শিক্ষামহল বলছে, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা তলানিতে পৌঁছবে।

জনতার মন বুঝতে সাংগঠনিক পরিকাঠামো বদলের পথে বঙ্গ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে গেরুয়া শিবিরে এখন জোর চলছে সাংগঠনিক সংস্কারে। একুশের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পর থেকে বিজেপি বারবার বুঝতে পেরেছে, সংগঠনের ভিত মজবুত না হলে ভোটের ময়দানে লড়াই সম্ভব নয়। এবার তাই মণ্ডল পর্যায়ের সীমারেখা পেরিয়ে আরো নিচুস্তরে, অর্থাৎ ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে গোটা রাজ্যজুড়ে বুথ সংগঠনকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ শতাংশ বুথে বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী এজেন্ট নেই। কিছু ক্ষেত্রে ১৫-২০ জন কর্মীও জোগাড় করা যাচ্ছে না। ফলে নির্বাচনের দিন ভোটারদের সক্রিয় করার পাশাপাশি বুথ পাহারা দেওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠছে। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে এর প্রভাব আরও বেশি। তাই এবার থেকেই বুথ ধরে ধরে সক্রিয় এজেন্ট গড়ে তোলার দিকে জোর দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। এখন পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো মণ্ডল কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্দেশে এবার মণ্ডলের নিচে ওয়ার্ড স্তরেও কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-যত ছোট ইউনিটে সংগঠন ভাগ হবে, ততই জনসংযোগ বাড়বে। এই ওয়ার্ড কমিটিগুলো বুথের কাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় এজেন্ট ও কর্মী সরবরাহ করবে। ওয়ার্ড স্তরের পাশাপাশি জেলা স্তরেও ব্যাপক পুনর্গঠন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৯টি জেলায় নতুন সভাপতি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী দিনে প্রতিটি জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হবে, যেখানে মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, এসসি-এসটি-ওবিসি মোর্চা সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে নতুন করে সাজানো হবে। তবে এই পরিবর্তন ঘিরে কিছু অসন্তোষও তৈরি হয়েছে। বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় নতুন নেতৃত্ব নিয়োগকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জুলাই মাসেই সাংগঠনিক রদবদলের অংশ হিসেবে প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে সুকান্ত মজুমদারকে সরিয়ে বিজেপি নেতৃত্বে আনেন অভিজ্ঞ মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যকে। তাঁকে ঘিরে দলের অন্দরে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘদিন রাজ্য রাজনীতিতে মুখপাত্র হিসেবে কাজ করায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও যথেষ্ট দৃঢ়-এমনটাই মনে করছে গেরুয়া শিবির। সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মীবাহিনীর বাস্তব সংখ্যা জানতেও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে বিজেপি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে চলছে এক ধরনের 'অডিট। এর মাধ্যমে অকার্যকর বা কাগুজে কর্মীদের বাদ দিয়ে আসল ও সক্রিয় ক্যাডারদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। নেতৃত্বের দাবি, এতে নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও বাস্তবসম্মত হবে এবং কার্যকরভাবে বুথে মোতায়েন করা যাবে। সাংগঠনিক পরিবর্তনের পাশাপাশি বিজেপির আরেকটি বড় প্রচেষ্টা হলো ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় ভুয়ো ভোটার রয়েছে। মৃত ব্যক্তির নামে ভোট, দ্বৈত নাম, এমনকি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নামও ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়েছে-এমন অভিযোগ দলের তরফে জোরদারভাবে তুলছে বিজেপি। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দলের সামগ্রিক বিশ্লেষণ হল-১) ভিত শক্ত করার প্রচেষ্টাঃ ওয়ার্ড কমিটি তৈরি করে প্রতিটি বুথে এজেন্ট নিশ্চিত করার উদ্যোগ কার্যত নিচুতলা থেকে সংগঠনকে শক্ত করার কৌশল। ২) নেতৃত্বে নবজোয়ারঃ শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে, যা কর্মীদের উজ্জীবিত করছে। ডিজিটাল স্বচ্ছতাঃ কর্মী যাচাই ও অকার্যকর সদস্য বাদ দেওয়ার উদ্যোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগঠনকে আরও কার্যকর করছে। ভোটার তালিকা সংস্কারঃ অবৈধ ভোটার সরানোর উদ্যোগে দলের রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট-স্বচ্ছ ভোট চাই। বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক পরিবর্তন কেবল আসন্ন ২০২৬ নির্বাচনের প্রস্তুতি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যে দলীয় ভিত্তি মজবুত করার কৌশল। ওয়ার্ড কমিটি থেকে শুরু করে জেলা স্তরের নতুন নেতৃত্ব, ডিজিটাল অডিট এবং ভোটার তালিকা পরিস্কার-সব মিলিয়ে জনতার মন বুঝে রাজনীতিতে নতুন জায়গা তৈরি করার চেষ্টায় ব্যস্ত গেরুয়া শিবির। এখন দেখার, এই পরিবর্তন কতটা কার্যকরভাবে ভোটের ময়দানে প্রতিফলিত হয়।

মোদীর প্রতি ট্রাম্পের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রধানমন্ত্রীঃ ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী বার্তা

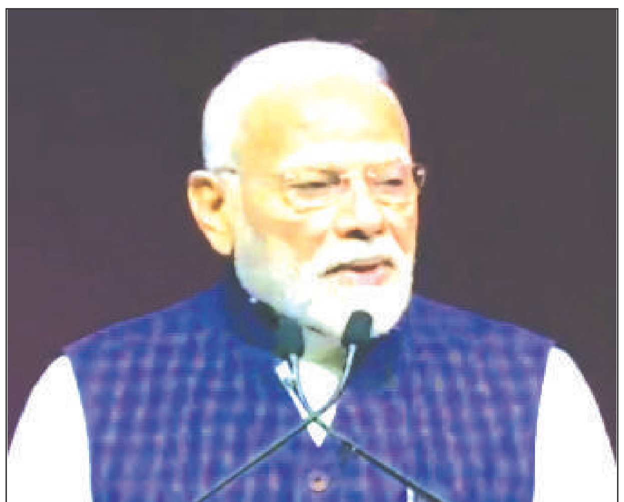

নয়াদিল্লি,৬সেপ্টেম্বরঃআন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিসরে আবারও উঠে এল ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের দৃঢ় বার্তা। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে প্রশংসা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তিনি জানালেন, মোদী কেবলমাত্র ভারতের একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা নন, বরং তাঁর কাছে মোদী একজন সত্যিকারের বন্ধু। ট্রাম্পের এই উষ্ণ বার্তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীও জানালেন কৃতজ্ঞতা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আজ শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং তা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। ট্রাম্প সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি সবসময় মোদীর বন্ধু থাকব। তিনি একজন অসাধারণ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে ভারত আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে সবসময়ই আনন্দ পেয়েছি। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সা।। ফেলেছে। কারণ, ওয়াশিংটন আর নয়াদিল্লির সম্পর্ক গত এক দশকে নানা চা।ই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেলেও, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুই দেশের সহযোগিতা ক্রমশ বো।ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অবশ্য এই বার্তা উপেক্ষা করেননি। বরং নিজের সরকারি এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেল থেকে তিনি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি ও আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক মূল্যায়নের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক, ভবিষ্যতমুখী এবং বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিদ্যমান। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক আজকের দিনে কেবলমাত্র কূটনৈতিক সৌজন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি থেকে জ্বালানি নিরাপত্তা-প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুই দেশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ অংশীদার। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশকে ভারত যেমন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রও ভারতের বাজার ও জনশক্তিকে বৈশ্বিক ভারসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় থেকেই ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক এক নতুন মাত্রা পায়। যদিও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, বিশেষত শুল্কনীতি ও বাজার খোলার প্রশ্নে, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বেড়েছে বহুগুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত আজ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আমদানি করছে। একইসঙ্গে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুই দেশের নৌসেনার যৌথ মহা।ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্ব পেয়েছে। ট্রাম্প-মোদী সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকেও মোদী ও ট্রাম্পের বোঝাপড়া যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। ২০১৯ সালে হিউস্টনে আয়োজিত 'মোদী' অনুষ্ঠানে দুই নেতা মঞ্চ ভাগ করে নিয়েছিলেন। সেদিন প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয়-আমেরিকান নাগরিকের সামনে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকার আসল বন্ধু হল ভারত। অন্যদিকে মোদীও প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। যদিও রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতায় কোনও আঁচ আসেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের বার্তা বর্তমানে আমেরিকার রাজনীতিতে ট্রাম্প আবারও সক্রিয়। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের টানতে চাইছেন বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ফলে মোদীর প্রতি তাঁর প্রশংসা কেবল ব্যক্তিগত সৌজন্য নয়, বরং রাজনৈতিক কৌশলও হতে পারে। ভারতীয়-আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাঙ্ক। তাঁদের আস্থা অর্জন করা ট্রাম্পের নির্বাচনী কৌশলের অন্যতম অঙ্গ। তবে কেবল নির্বাচনী স্বার্থেই নয়, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিও ট্রাম্পের বক্তব্যের পেছনে ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আমেরিকার কাছে ব। উদ্বেগ। সেই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগতভাবে অপরিহার্য। মোদীর প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্য বার্তা মোদীর প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতই কেবল ধন্যবাদ জ্ঞাপন নয়। তিনি ভবিষ্যতের এক ইতিবাচক দিক নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, ভারত এখন কেবল আমেরিকার সহযোগী নয়, বরং বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এই বৈশ্বিক ভূরাজনীতিকে নতুন দিশা দেবে। ভারতের তরফে ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স, জ্বালানি সহযোগিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোয়াড জোটে ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া একত্র হয়ে যে সমীকরণ তৈরি করেছে, তা মূলত চীনের প্রভাব রুখতেই। মোদীর প্রতিক্রিয়ায় তাই বোঝা গেল, তিনি শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইতিবাচক দিক তুলে ধরেননি, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতির বৃহত্তর ছবিও সামনে এনেছেন। ভারতীয় রাজনীতির প্রতিক্রিয়া ভারতের রাজনৈতিক মহলেও এই বার্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপি শিবিরে যেখানে মোদীর কূটনৈতিক দক্ষতার প্রশংসা হচ্ছে, সেখানে বিরোধীরা বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছে। তাঁদের মতে, ট্রাম্পের এই প্রশংসা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী রাজনীতিতে ভারতকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সাধারণভাবে একটা বিষয় স্পষ্ট, ভারতের আন্তর্জাতিক প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভারত ও আমেরিকার এই সম্পর্ক কেবল দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এর প্রভাব পাবে নিশ্চিতভাবেই। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যেমন এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বাড়াবে, তেমনই অর্থনৈতিক সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনবে। প্রযুক্তি, গবেষণা, শিক্ষা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহযোগিতার নতুন দ্বার খুলছে। অতএব, ট্রাম্পের এই মন্তব্য ও মোদীর প্রতিক্রিয়া কোনও সাধারণ সৌজন্য বিনিময় নয়। বরং এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আগামী দিনের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত। একদিকে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অন্যদিকে ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা-দুটোই মিলে যে ছবি তৈরি করছে, তা আগামী দিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, ট্রাম্প ও মোদীর এই পারস্পরিক সৌজন্যের বিনিময় ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে নতুনভাবে আলোচনায় এনেছে। আগামী দিনে এই সম্পর্ক কোন পথে এগোয়, তা অবশ্যই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নজর কা।বে। তবে আপাতত দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্য যে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রগতির জন্য নিরন্তর কাজ করছে এনডিএ সরকারঃ শিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রগতির জন্য নিরন্তর কাজ করছে এনডিএ সরকার, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল কৃষিতে উৎপাদন খরচ কমানো।শনিবার ভোপালে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লাল কেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশকে বলেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারগুলি জিএসটি-তে আনা হবে এবং সেই সংস্কারগুলি জনগণের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে। আমাদের লক্ষ্য হল কৃষিতে উৎপাদন খরচ কমানো এবং জিএসটি থেকে বড় কৃষকরা লাভবান হবে। দেশের কৃষকরা আবারও লাভবান হবে। আত্মনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বড় পরিসরে কাজ করছে। হস্তশিল্প, হস্তনির্মিত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, দুধ এবং দুধের পণ্য, যা অনেক বোনকে লাখপতি দিদি বানিয়েছে। তাদের জীবনও উন্নত হবে।

আগামী নির্বাচনের পর মমতার দল শেষ হয়ে যাবেঃদিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল শেষ হয়ে যাবে। এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আগামী নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল শেষ হয়ে যাবে। সিপিএম এবং কংগ্রেসের অবস্থা দেখুন। তাঁরা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত যে সরকারি অফিসগুলিতে বিশৃঙ্খলা রয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা ঠিক নেই। ফলস্বরূপ, এখানকার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। মানুষ যেমন সিপিএম এবং কংগ্রেসকে শিক্ষা দিয়েছে, তাদেরও একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমাটি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, এই মুহূর্তে, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সারা দেশে দেখা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এটি অনলাইনেও দেখবে। আপনি যত বেশি লোককে দেখা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন, তত বেশি তারা এটি দেখতে চাইবে। সত্য গোপন রাখা যাবে না।

উদ্ধার হতেই উত্তাল তেহট্ট

নদীয়া, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার তেহট্টে ঘটে গেল বাকরুদ্ধকর ঘটনা। নিখোঁজ বালকের দেহ উদ্ধার ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর এলাকা। বালকের দেহ উদ্ধার হতেই অভিযুক্ত সন্দেহে দু'জনকে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের বিরুদ্ধেই। সেই গণপিটুনিতে দু'জনের মৃত্যুও হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুর থেকেই নিখোঁজ ছিল

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকার অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেনঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের ওপর শুল্ক চাপানোর আবহে ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বন্ধু আখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিবাচক এই মূল্যায়নের জন্য ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মোদী। এমতাবস্থায় বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকার অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন।শনিবার জয়শঙ্কর বলেছেন, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। যতদূর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিষয়, তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) সবসময়ই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে খুব ভালো ব্যক্তিগত সমীকরণ করেছেন। তবে মূল বিষয় হল, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছি এবং এইসময়ে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমি সত্যি এটাই বলব।

জিএসটি সংস্কার ভারতের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে ঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ জিএসটি সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করবে, এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অশ্বিনী বৈষ্ণব। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, জিএসটি সংস্কার ভারতের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। আমাদের দেশের জিডিপি প্রায় ৩৩০ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রায় ২০২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ থেকে আসে। জিএসটি সুরাহার পরে, ব্যবহার মাত্র ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, এটি দেশের জিডিপিতে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা যোগ করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি বড় জিএসটি সংস্কার চালু করেছেন, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে একটি বড় সুরাহা ও মূল্যবান উপহার দিয়েছেন। জিএসটি-তে এই সংস্কারের ফলে দেশের ১৪০ কোটি নাগরিক উপকৃত হবেন। ২০১৪ সালের আগে, সাধারণ মানুষ জটিল করের জালে আটকে পড়েছিল।

বর্ণবাদ রুখতে তারকাখচিত ' খেলোয়াড়দের ভয়েস প্যানেল' গড়ল ফিফা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বজুড়ে ফুটবল এখন শুধু খেলা নয়, এক বিস্তৃত সামাজিক আন্দোলনেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। মাঠে প্রতিটি গোলের উল্লাস, প্রতিটি ব্যর্থতার কান্না ছাপিয়ে যে সমস্যা আজও অন্ধকারের মতো ছায়া ফেলছে তা হল বর্ণবাদ। সমর্থক গ্যালারি থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ার মঞ্চে, এমনকি মাঝে মধ্যেই ফুটবলারের ক্যারিয়ারের ভিতরেও, কালো-সাদা বিভাজনের বিষাক্ত দংশন একুশ শতকেও থামেনি। সেই প্রবল বাস্তবতাকে সামনে রেখে শুক্রবার ফিফা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল। সংস্থাটি বর্ণবাদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে উন্মোচন করল তারকাখচিত ১৬ সদস্যের একটি বিশেষ ' খেলোয়াড়দের ভয়েস প্যানেল'। এই বিশেষ প্যানেলে রয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা-কেউ কিংবদন্তি, কেউ বর্তমান প্রজন্মের আইকন, কেউ বা মহিলা ফুটবলের অনন্য প্রতিনিধি। নামের তালিকাই বলে দেয়, ফিফা কতটা গুরুত্ব সহকারে এই প্যানেলকে সাজিয়েছে। প্রাক্তন ব্যালন ডি'অর বিজয়ী লাইবেরিয়ার জর্জ উইয়া, আইভরি কোস্টের দিদিয়ের দ্রগবা, টোগোর ইমানুয়েল আদেবায়র, কলম্বিয়ার ইভান কর্ডোবা, সেনেগালের খালিলু ফাদিগা, ব্রাজিলিয়ান অলিম্পিক কিংবদন্তি ফর্মিগা, সুইডেনের লোটা শেলিন কিংবা আমেরিকার গোলকিপিং তারকা ব্রায়ানা স্কারির মতো ফুটবল ব্যক্তিত্বরা একসঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই মঞ্চে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো জানিয়েছেন, এই প্যানেলের মূল কাজ হবে বর্ণবাদ বিরোধী কৌশল নির্ধারণে সরাসরি মতামত প্রদান, মাঠে এবং মাঠের বাইরে শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা এবং ফুটবল সংস্কৃতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার পথে অবদান রাখা। ইনফ্যান্টিনো তাঁর বিবৃতিতে বলেন, এই ১৬ জন প্যানেল সদস্য খেলার সকল স্তরে শিক্ষাকে সমর্থন করবেন এবং স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য নতুন ধারণা প্রচার করবেন। ফুটবল মানুষের, ফুটবল সমতার, তাই খেলায় বর্ণবাদের কোনও স্থান নেই। বৈচিত্র্যের প্রতীক প্যানেল প্যানেলের গঠন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ফিফা সচেতনভাবে বিভিন্ন মহাদেশ ও সংস্কৃতি থেকে প্রতিনিধি বেছে নিয়েছে। আফ্রিকার লাইবেরিয়া, টোগো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা, ইউরোপের ফ্রান্স ও সুইডেন, এশিয়ার জাপান ও চীন, ওশেনিয়ার নিউজিল্যান্ড-প্রায় সব ভূখণ্ডের প্রতিনিধিই এখানে আছেন। নারী ফুটবল এবং পুরুষ ফুটবলের তারকারা সমানভাবে এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। এটি এক অর্থে বৈশ্বিক ঐক্যের প্রতীক, যা দেখায় বর্ণবাদকে রুখতে কেবল এক মহাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের খেলোয়াড় সমাজ এক কণ্ঠে লড়াইয়ে নামছে। কিংবদন্তিদের উপস্থিতি এই প্যানেলের নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটবল দুনিয়ায় আলোড়ন শুরু হয়েছে। লাইবেরিয়ার জর্জ উইয়া শুধু ফুটবলার নন, তিনি আজ তাঁর দেশের রাষ্ট্রপতি। এক সময় মাঠে তাঁর দৌড়, গোল আর টেকনিক আফ্রিকার গর্ব ছিল, আর এখন তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস লিখছেন। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্যানেলের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। একইভাবে দ্রগবা, যিনি আফ্রিকার শান্তি প্রক্রিয়াতেও ভূমিকা রেখেছিলেন, এবার সরাসরি ফিফার মঞ্চে বর্ণবাদ বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। ফর্মিগার নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলা ফুটবলের এক অনন্য অধ্যায় তাঁর ক্যারিয়ার। ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার ছয়টি অলিম্পিক আসরে খেলেছেন, যা নিজেই বিশ্বরেকর্ড। এত বছর ধরে মাঠে তাঁর উপস্থিতি মহিলা ফুটবলারদের জন্য অনুপ্রেরণা। এবার তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবেন নতুন প্রজন্মকে সচেতন করার জন্য। শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন ফিফা বুঝতে পেরেছে, কেবল কঠোর শাস্তি বা নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে বর্ণবাদ মুছে ফেলা যাবে না। পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। গ্যালারিতে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা কটূক্তি করেন, তাঁদের অনেকেই অজ্ঞতার কারণে এমন আচরণ করে থাকেন। সেই অজ্ঞতা দূর করতে হবে। আর তাই প্যানেলের সদস্যরা সরাসরি স্কুল, একাডেমি, ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ক্লাব পর্যায়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তাঁরা নিজের অভিজ্ঞতার গল্প শোনাবেন, তরুণ ফুটবলারদের জানাবেন কিভাবে বর্ণবাদ কারও ক্যারিয়ার ভেঙে দিতে পারে, আবার কিভাবে ঐক্য খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্থায়ী সংস্কার ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই প্যানেল কেবল অনুষ্ঠানমুখী নয়, দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের পথে দিশা দেখাবে। যেমন ক্লাব পর্যায়ে বৈচিত্র্য রক্ষার নীতি, প্রশিক্ষকদের জন্য বিশেষ কর্মশালা, সমর্থকদের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার-এসবই থাকবে তাঁদের প্রস্তাবের মধ্যে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বর্ণবাদ বিরোধী প্রচারণা আরও জোরদার হবে। ম্যাচ শুরুর আগে খেলোয়াড়রা যেমন হাঁটু গেড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তেমনই নতুন প্রতীকী উদ্যোগও নেওয়া হতে পারে। একতার বার্তা এই প্যানেলের ঘোষণায় ফুটবলার মহলে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এবার হয়তো সত্যিই বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন কার্যকরী রূপ নেবে। কারণ, যাঁরা মাঠে বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, তাঁরাই এবার সরাসরি লড়াইয়ের নেতৃত্বে। তাঁদের অভিজ্ঞতার সামনে চোখ বন্ধ করে থাকা কঠিন হবে। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি সমর্থক ফুটবলকে শুধু খেলা নয়, আবেগের আশ্রয় মনে করেন। সেই খেলার মঞ্চ যদি আবারও বিভাজনের বিষে কলুষিত হয়, তবে ফুটবলের মূল আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ফিফার এই উদ্যোগ এক অর্থে খেলার আত্মাকে রক্ষারই লড়াই। শেষমেশ বলা যায়, ফিফার এই তারকাখচিত ভয়েস প্যানেল বিশ্ব ফুটবলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এই দল কেবল বর্ণবাদ রুখবে না, বরং আগামী প্রজন্মকে শেখাবে মানবতার সবচেয়ে বড় পাঠ-আমরা সবাই সমান, মাঠে-গ্যালারিতে কিংবা জীবনের যেকোনও ক্ষেত্রে। যদি এই লড়াই সফল হয়, তবে একদিন হয়তো ফুটবল সত্যিই হয়ে উঠবে সেই সর্বজনীন ভাষা, যা শুধু গোল বা ট্রফি জেতার জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতিকে একত্রে বাঁধার জন্য খেলা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীর, ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর

অনন্তনাগ, ৬ সেপ্টেম্বরঃঅবিরাম বর্ষণ ও পাহাড়ি ঝরনার প্রবল স্রোতে জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় চলে গেছে, ভেসে গেছে ঘরবাড়ি, ফসল, রাস্তাঘাট। হঠাৎ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও প্রাণহানি তুলনামূলক কম হওয়ায় কিছুটা স্বস্তির কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। শনিবার অনন্তনাগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানালেন, এখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে প্রশাসন, পুলিশ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা সময়মতো পদক্ষেপ নিয়েছি। নিচু এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে এনে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর ফলেই প্রাণহানি এ।ানো সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির রুদ্ররূপে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও প্রশাসনের তৎপরতায় বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়েছে। ওমর আব্দুল্লাহ জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেসব পরিবার ঘরবাড়ি হারিয়েছে, যাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ টিম পাঠাচ্ছে। তারা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত সমীক্ষা করবে এবং রাজ্যের জন্য জরুরি ত্রাণ বরাদ্দ করবে। এই মুহূর্তে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। দুর্গত মানুষদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, সরবরাহ করা হচ্ছে খাদ্য, ওষুধ, কাপ।-চোপ। ও জরুরি সামগ্রী। তবে দুর্গম গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রশাসনের কাজ কঠিন হয়ে উঠেছে। সেনা ও আধাসেনার বিশেষ দল ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজে নেমেছে। নৌকা ব্যবহার করে দুর্গত এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এই বিপর্যয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগবে। কৃষিক্ষেত্র, পর্যটন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর এর প্রভাব পড়বে সরাসরি। অনেক এলাকায় ফসল জলে তলিয়ে গেছে, গবাদি পশু ভেসে গেছে, ভেঙে পড়েছে সেতু ও সড়ক। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওমর আব্দুল্লাহ আশ্বাস দিয়েছেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সহযোগিতায় দ্রুত পুনর্গঠন শুরু করবে। তিনি বলেন, এই দুর্যোগ আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে, তবে আমরা হাল ছাড়ব না। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে আবারও জম্মু ও কাশ্মীরকে ঘুরে দাঁড় করাব। অতএব, জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যা পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ভয়াবহ। প্রশাসন ও সেনার তৎপরতায় প্রাণহানি কম হওয়াটা স্বস্তির হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব মোকাবিলা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পঞ্জাবের বন্যাপীড়িতদের ভরসার জায়গা হরিয়ানার জিন্দ, দুর্যোগে পথে বসা মানুষ খুঁজছেন অস্থায়ী আশ্রয়

জিন্দ, ৬ সেপ্টেম্বরঃপঞ্জাবের একাধিক জেলা এখনো ভয়াবহ বন্যার দাপটে বিপর্যস্ত। গুরুদাসপুর-সহ নানা অঞ্চলে নদীর জল উপচে পড়ায় ঘরবাড়ি, ফসল ও জীবিকার সবকিছু ভেসে গেছে। এই দুর্যোগে অসহায় মানুষজন নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বহু পরিবার এখন গবাদি পশু ও ন্যূনতম সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে হরিয়ানার জিন্দ জেলায় আশ্রয় নিচ্ছেন। শনিবার দিল্লি-কাত্রা এক্সপ্রেসওয়ে ও ১৫২-ডি ফ্লাইওভারের নিচে চোখে প।ছে অস্থায়ী বসতি। বন্যা-পী।তিরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁরা আবার গ্রামে ফিরে যাবেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুরুদাসপুরসহ একাধিক এলাকায় এখনো জল জমে রয়েছে। অনেক গ্রামে চাষের জমি সম্পূর্ণ জলে তলিয়ে গেছে। গবাদি পশুর মৃত্যু রুখতে কৃষক ও দুগ্ধ খামারিরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। অনেকেই ভিটেমাটি ছা।তে বাধ্য হয়ে পশুদের সঙ্গে নিয়ে জিন্দ এবং আশপাশের জেলায় চলে গিয়েছেন। ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে গৃহস্থালির সামগ্রী তুলে তাঁরা হাইওয়ের নিচে অস্থায়ী আশ্রয় গড়ে তুলেছেন। গুরুদাসপুরের এক বাসিন্দা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে জানিয়েছেন, চার-পাঁচ দিন আগে গবাদি পশুগুলোকে কোনোমতে বাঁচিয়ে এনেছি। বাকি কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঘরবাড়ি, খামার, জমি সব শেষ হয়ে গেছে। এই গবাদি পশুগুলিই এখন আমাদের শেষ সম্বল। তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল অসহায়তার পাশাপাশি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরও-যতক্ষণ না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা আশ্রয়স্থলেই থেকে যাবেন। এদিকে, হরিয়ানার জিন্দ জেলার অবস্থাও খুব একটা সুখকর নয়। এখানেও প্রায় ২০টির বেশি গ্রাম জলে তলিয়ে গেছে। প্রচুর কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে, ফসলের ক্ষতি ভয়াবহ। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যে দুর্গতদের জন্য ত্রাণশিবির খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একসঙ্গে এত মানুষের ভিড়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে আশ্রয়, খাদ্য ও পশুখাদ্যের যোগানে। বন্যার এই পরিস্থিতি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কৃষিনির্ভর পঞ্জাব-হরিয়ানার মানুষ কতখানি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। একদিকে পঞ্জাবের মানুষ গবাদি পশু ও পরিবার নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, অন্যদিকে হরিয়ানার জিন্দে তাদের জন্য সাধ্যমতো সাহায্যের চেষ্টা চলছে। তবুও বাস্তবতা হলো, গ্রামে ঘরবাড়ি, চাষের জমি, খামার জলে ডুবে থাকায় তাদের ভবিষ্য এখন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই মুহূর্তে সরকার ও প্রশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, বন্যাপী।তিদের জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয়, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি জলে ডোবা অঞ্চলে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে টেকসই পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি, না হলে প্রতিবছরই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে মানুষকে। অতএব, পঞ্জাবের বন্যাপীড়িত মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি নিছক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গল্প নয়, বরং বেঁচে থাকার ল।াইয়ের কাহিনি। একদিকে ভিটেমাটি হারানো মানুষের চোখে জল, অন্যদিকে প্রাণপ্রিয় গবাদি পশুগুলির দিকে তাকিয়ে আবারও বেঁচে থাকার নতুন আশ্বাস-এই বৈপরীত্যই ফুটে উঠেছে হরিয়ানার জিন্দের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার মানসিক চাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজ মসৃণ গতিতে করতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। ব্যবস্থাপনার কোনও কাজ হবে।

বৃষঃ পুলিশি ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। বিবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইনি সমস্যায় জ।িয়ে প।তে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোনও ব। সুযোগ আসবে।।

মিথুনঃ আজ সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে ভুলবেন না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয় ও সংগ্রহের ওপর জোর দিতে হবে।

কর্কট রাশি ঃযেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পরিবারের সকলের মতামত নিন। সন্তানের জন্য উদ্বেগ বা।বে। দিনের মধ্য ভাগের পর কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে

সিংহঃ মুক্তির স্বাদ নিন। পুরনো আইনি সমস্যা থেকে আজ অব্যাহতি পাবেন। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি চমকার। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের জন্য উদ্বেগ হবে

কন্যা ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা বজায় রাখবেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে প্রচেষ্টা করা হবে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আজ।

মীনঃ আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। গাড়ি কেনা-বেচার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভের মুখ দেখবেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে। শরীরের দিকে নজর দিন। সন্তানের জন্য উদ্বেগ।

লাভের অবস্থান আরও ভাল কর্মক্ষমতা বজায় রাখবে। কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। পেশাগত কর্মকান্ড বৃদ্ধি

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে বৃহঃবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৭টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

দুর্গাপুর সেন্ট্রাল রোটারি ক্লাবের শিক্ষক দিবস উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর,৬ই সেপ্টেম্বর, ২৫ ঃ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল রোটারি ক্লাব গর্বের সাথে দশজন বিশিষ্ট শিক্ষককে জাতি গঠন পুরস্কার (এনবিএ) প্রদান করেছে, যারা তরুণ মনের এবং সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নে তাদের অমূল্য অবদানকে উদযাপন করেছেন, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় পিয়ারলেস ইন, দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে। পুরস্কারগুলি প্রদান করেন বিশেষ অতিথি, অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর, রোটারিয়ান সুদীপ্ত আচার্য যিনি বোলপুর থেকে এসেছিলেন। উপরোক্ত প্রাপক ছাড়াও, পাঁচজন নিবেদিত শিক্ষক যারা সেতু (অবহেলিতদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমিতি) থেকে কাজ করছেন, যারা প্রান্তিক অংশের শিশুদের মৌলিক শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদানে কাজ করছেন। এছাড়াও, সেন্ট মাইকেলস স্কুলের শিক্ষক-ইন-চার্জকে ইন্টারঅ্যাক্ট ক্লাবের কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য তার অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য সম্মানিত করা হয়, যা ছাত্রদের সেবা ও নেতৃত্বের মনোভাব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। ক্লাবটি তাদের কিছু সদস্যকেও স্বীকৃতি দেয় যারা শিক্ষক হিসেবে কাজ করে চলেছেন, সেইসাথে অতীতে মহান পেশায় নিজেদের উৎসর্গকারী সদস্যদেরও। রোটারিয়ান মান্তার সিং, সভাপতি; রোটারিয়ান ছগন প্যাটেল, কোষাধ্যক্ষ এবং রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি রোটারির সেবা আত্মত্যাগের নীতিকে প্রতিফলিত করে এবং জাতি গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে। তাদের নিবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে, দুর্গাপুর সেন্ট্রাল রোটারি ক্লাব শিক্ষা প্রচার, সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মূল্যবোধ, জ্ঞান এবং সহানুভূতির সাথে লালন করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আদালতে আত্মসমর্পণ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে শাসক দলের বহু নেতা কর্মী মন্ত্রী থেকে থেকে শুরু করে বিধায়ক সাংসদরা যুক্ত হয়ে পড়ছে। সেই কারণেই বিরোধী থেকে সুরু করে আম জনতা বলছে - এই নিয়োগ দুর্নীতি একটা প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। পার্থ চ্যাটার্জির পরে এবার অপর মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। শনিবার ইডির বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করে আগাম জামিনের আবেদন করেন তিনি। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয় কারা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রীকে। প্রাথমিক মামলায় চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল ইডি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এই প্রথম আবার রাজ্যের কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হল। এর আগে ইডি চন্দ্রনাথের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। সেখান থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। পরে দু'বার ইডির দফতরে হাজিরা এড়ান চন্দ্রনাথ। গত মাসে হঠাৎই তিনি আবার ইডির দফতরে হাজিরা দেন। তবে তখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। তার আগেই ইডি চার্জশিট দিয়ে দিয়েছিল। শনিবার আত্মসমর্পণ করে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনের আবেদন জানান চন্দ্রনাথ। ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত ১০ হাজার টাকার বন্ডে চন্দ্রনাথের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

৭ ও ১৪ তারিখ ৩৫ হাজারের বেশি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অবশেষে নানা টালবাহানার পর স্কুল সার্ভিসে প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারিতে শিক্ষক নিয়োগ পদে পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করল কমিশন। শুক্রবার রাতেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মোট ৩৫,৭২৬টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। স্তরভিত্তিক শূন্যপদ ঃ ৯ম-১০ম ২৩,২১২টি। একাদশ-দ্বাদশ ১২,৫১৪টি পদ ফাঁকা রয়েছে। কবে হবে পরীক্ষা? স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের এসএলএসটি পরীক্ষা নেওয়া হবে যথাক্রমে ঃ ৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) নবম-দশমের পরীক্ষা হবে। এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হবে। যারফলে আগামী দুই রবিবার চলবে এই পরীক্ষা। শূন্যপদের সংখ্যা কত? জানা গিয়েছে, সংরক্ষণ তালিকায় ১৭ OBC তালিকা ধরে শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদ হল- (নবম-দশম) সবচেয়ে কম শূন্যপদ ভূগোলে। সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ ভৌতবিজ্ঞানে। জট কাটল উচ্চ প্রাথমিকেও। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জট কাটল ২০১৫ সালের উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগে। সূত্রের খবর, অবশেষে উচ্চ প্রাথমিকে জট কাটল। উচ্চ প্রাথমিকে ১২৪১ জন চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ।

ফের সন্দেশখালিতে সিবিআই'র অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি উপজেলায় আবারও সিবিআই'র অভিযান চলছে। বুধবার সকালে ঙ্খক্ষ্জ কর্মীরা স্থানীয় সময় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালান। অভিযোগ, রাজ্যের সরকারি তহবিল সংক্রান্ত অনিয়ম ও অর্থ লেনদেন নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক ঘণ্টা আগে সিবিআই কর্মীরা বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ বাড়ি ঘিরে তল্লাশি শুরু করেন। বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ ও আলমারিতে থাকা নথি, দলিলপত্র এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযানের সময় শেখ শাহজাহান বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। এই ঘটনায় সন্দেশখালি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সিবিআই অভিযানকে কেন্দ্র করে এলাকায় কয়েক ঘণ্টা ধরে চুপচাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কিছু মানুষ জানান, এটি আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান তদন্তের ফলস্বরূপ এই অভিযান হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে মন্তব্য বিনিময় লক্ষ্য করা গেছে। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, অথাযথ তদন্তের আওতায় যদি কেউ অভিযোগে যুক্ত থাকে, তাহলে আইনের আওতায় তাকে হাজির করা হবে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে অভিযানের প্রভাব তৈরি করা হচ্ছে, সেটি দুঃখজনক।দ অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি এই অভিযানকে রাজনৈতিক চাপের অংশ হিসেবে দেখছে। তাদের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্যকর তদন্ত করা হয়নি। এবার রাজনৈতিক চাপের মধ্যে দিয়ে কিছুটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন ঙ্খক্ষ্জ-এর কর্মীরা বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করেন। এছাড়াও, প্রতিবেশীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং নথি যাচাই করা হচ্ছে। অনেক স্থানীয় জানিয়েছেন, অভিযান শুরু হওয়ার পরই এলাকার প্রধান রাস্তা ও সংলগ্ন এলাকা কিছুটা বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্দেশখালির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনও তৎপর হয়েছে। জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা সিবিআই-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন। শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ধরনের তল্লাশি শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বার্তা হিসাবেও কাজ করছে। শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের অভিযান হওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যত, স্থানীয় জনমত এবং দলের অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি নিয়ে নতুনভাবে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

আমি-মোদী সবসময় বন্ধুই থাকব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আমেরিকা ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিন, ভারত ও পাকিস্তানের বৈঠক ট্রাম্পকে ভাবিয়েছে। ট্রাম্প কিছুটা শঙ্কিত হয়েছেন। 'চিনের কাছে ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়ে ফেললাম,' হাপিত্যেশ করছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার কয়েক ঘণ্টা বাদেই আবার অন্য কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে। বললেন, 'আমি আর প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় বন্ধুই থাকব।' মতবিরোধ থাকলেও তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট বলে দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চিনের কাছে কি ভারতকে হারিয়ে ফেলল আমেরিকা? শুক্রবার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, 'সেরকম ঠিক না... তবে ভারতের রাশিয়া থেকে এত তেল কেনার ব্যাপারটায় আমি খুবই হতাশ। আমি সেই বিষয়টি খোলাখুলি জানিয়েও দিয়েছি। আমরা ভারতের উপর মোটা অঙ্কের শুল্ক চাপিয়েছি।' ভারতকে রাশিয়ার সঙ্গে এক দলে ফেললেও, মোদীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ট্রাম্প। বললেন, 'ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের ব্যাপারটাই আলাদা। মাঝে মধ্যে মতবিরোধ হলেও আমি আর মোদী সবসময় বন্ধু থাকব।' এরপরেই এক সাংবাদিক জানতে চান যে, তিনি কি ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তুলতে চান? এর জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'অবশ্যই। আমি নিজে তো মোদীর সঙ্গে সবসময় বন্ধুত্ব রাখব। উনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দারুণ। তবে সত্যি বলতে এই মুহূর্তে উনি যেটা করছেন, সেটা আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক স্পেশাল। এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।'

বন্ধ ফ্ল্যাট যুবতীর পচাগলা দেহ

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি ঃ বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল যুবতীর পচাগলা মৃতদেহ। মৃতের নাম দীপশিখা গোস্বামী (২৯)। ঘটনাটি হুগলির বৈদ্যবাটি পৌরসভার। কয়েকদিন ধরে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোননি। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত ফ্ল্যাট থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দিলেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপশিখা একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। এক দিদি রয়েছেন। উত্তরপাড়ায় বিয়ে হয়েছে তাঁর। গত কয়েকদিন ধরে ওই যুবতীকে দেখা যাচ্ছিল না। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই যুবতীর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, ময়নাতদন্তের পর তা জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। ঘটনার খবর পেয়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পৌষালী ভট্টাচার্য উপস্থিত হন। তিনি জানান, যুবতী একাই থাকতেন। গত মঙ্গলবার পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গি সংক্রান্ত খোঁজ নিতে ওই আবাসনে গিয়েছিলেন। তখন দরজায় নক করেও দীপশিখার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এখন আবাসনের অন্য বাসিন্দারা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। যুবতীর দিদিকেও ডাকা হয়। তাঁর সামনেই দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। যুবতী বাথরুমের মধ্যে পড়েছিলেন। ওই আবাসনের এক বাসিন্দা বলেন, ফ্ল্যাটটি ওই যুবতীর। একাই থাকতেন। আমরা পচা গন্ধ পাওয়ার পর সবাই মিলে গিয়ে ফ্ল্যাটে বেল বাজানো হয়। কিন্তু, কেউ দরজা খোলেননি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ওই যুবতীর সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছিলেন কি না, তা অবশ্য বলতে পারছেন না প্রতিবেশীরা।

৬ ও ১৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী কাল ও ১৪ সেপ্টেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই পরীক্ষা নিয়ে যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে সেদিকে কড়া নজর রাখছে রাজ্য সরকার । পাশাপাশি পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনওরকম অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য যান চলাচল সহ সমস্ত ব্যবস্থা মসৃণ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছএ। পরীক্ষার একদিন আগে আজ প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। সেখানে এব্যপারে জেলাশাসকদের তিনি যাবতীয় নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মুখ্যসচিব প্রতিটি জেলা থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন; কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব জেলার প্রশাসনকে পরীক্ষা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে বলেছেন। প্রতিটি জেলায় কমিশনের গাইডলাইন মেনে পরীক্ষা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার দিন রাস্তায় থেকে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে বলেও নির্দেশ জারি হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

শনিবার ও সোমবার বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

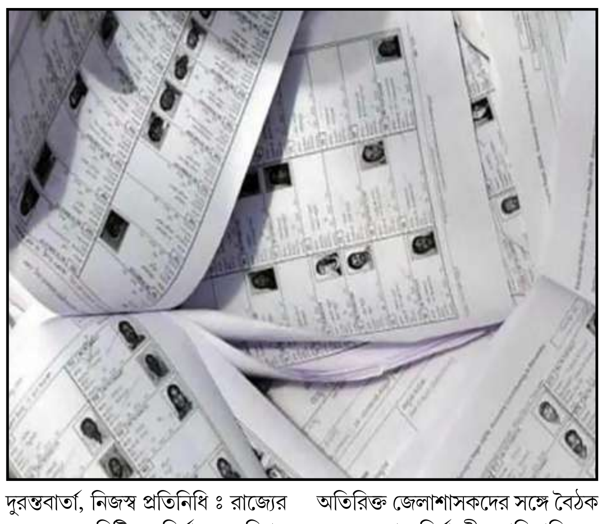

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নির্বাচন কমিশন এবার রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। বিশেষ করে আলোচনা হবে 'SIR' নিয়ে। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার প্রত্যেকটি জেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে। প্রত্যেকটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সোমবার হবে এই বৈঠক। তার আগে শনিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের আধিকারিকরাই করবেন অভ্যন্তরীণ বৈঠক। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে সিইও দপ্তর কতটা প্রস্তুত তা আলোচনা করতেই এই জোড়া বৈঠক। বৈঠকের পরেই ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকা বৈঠকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবে রাজ্যের সিইও। বিহার থেকেই শিখতে চায় গোটা দেশ। তাই বিহারের সিইও SIR নিয়ে যাবতীয় তথ্য দেবেন দেশের সব সিইওদের। রাজ্যের যাবতীয় প্রস্তুতি জানাবেন সিইও মনোজ আগারওয়াল। শেষ (জ্জট্ট এ কত ভোটার জানাবেন সিইও। দিল্লিতে বৈঠকের আগে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে জোড়া বৈঠক। বিহারকে দিয়ে শুরু হয়েছে এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন। বাদ পড়েছে ৬৪ লক্ষ নাম। বিতর্ক জারি রয়েছে এখনও। সুপ্রিম নির্দেশে আপাতত খসড়া তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। আর বিহারের পরই কি এসআইআর হবে বাংলায়? জল্পনা যেন বাস্তবায়নের পথে।

বিহারে রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ বঙ্গের বিজেপি কর্মীদের, মতুয়া ঘিরে সক্রিয় অধীর চৌধুরী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন চর্চার জন্ম দিয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গের একাংশ বিজেপি কর্মীদের সাক্ষাৎ। জানা গিয়েছে, বিহার সফরে গিয়ে রাহুলের সঙ্গে দেখা করেন বনগাঁর কয়েকজন নিচুতলার বিজেপি কর্মী। তাঁদের মধ্যে অনেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে বাংলার রাজনীতিতে। বিশেষত মতুয়া রাজনীতির বিষয়টি সামনে আসায় কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর ভূমিকা নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, বনগাঁর কয়েকজন বিজেপি কর্মী সম্প্রতি বিহারে যান। সেখানেই কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা নিজেদের সমস্যা, মতুয়া সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন রাহুলের সামনে তোলেন। রাহুলও তাঁদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং ভবিষ্যতে সমস্যা সমাধানে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এই সাক্ষাৎ একেবারেই হঠাৎ নয়, বরং তা পরিকল্পিত বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। কারণ, বাংলার রাজনীতিতে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ককে ঘিরে সব রাজনৈতিক দলই এখন অত্যন্ত সচেতন। গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি এই ভোটব্যাঙ্কের উপর ভর করেই উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি আসনে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। কিন্তু এখন সেখানে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। এখানেই সামনে আসছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি হিসেবে তিনি নিজে এই সাক্ষাতের মঞ্চ তৈরি করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর উদ্যোগেই বনগাঁর বিজেপি কর্মীদের রাহুল গান্ধীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অধীর বোঝাতে চাইছেন যে কংগ্রেস এখনও মতুয়া রাজনীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এই সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চায়। রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, বিজেপির ভিত থেকে যদি মতুয়া কর্মীদের একাংশ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে, তাহলে তা বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে। বিশেষত বনগাঁ ও আশপাশের এলাকায় যেখানে মতুয়া ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়, সেখানে এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলও অবশ্য বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। কারণ, গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। কংগ্রেস সেখানে সরাসরি তেমন ভূমিকা নিতে না পারলেও, এবার অধীরের এই উদ্যোগে সমীকরণ পাল্টাতে পারে। এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, 'অধীর দীর্ঘদিন ধরেই মতুয়া ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এখন তিনি সেই তৎপরতাকে কাজে লাগিয়ে রাহুলের সঙ্গে এই কর্মীদের সাক্ষাৎ করিয়ে কংগ্রেসকে নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক করতে চাইছেন।' বিজেপির তরফে অবশ্য এই সাক্ষাতকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, কিছু কর্মী যদি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে থাকেন, তাতেই বিজেপির শক্তি কমবে না। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মতুয়া সম্প্রদায় এখনও তাঁদের সঙ্গেই রয়েছে এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে। তবে বিরোধী শিবির মনে করছে, এই সাক্ষাত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। বনগাঁ থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনায় মতুয়া ভোটকে টানতে এবার কংগ্রেস সক্রিয় হতে চলেছ। আর তার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিহারে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বনগাঁর বিজেপি কর্মীদের সাক্ষাৎ। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে বাংলার রাজনীতিতে মতুয়া অধ্যায় এখনও তুমুল প্রাসঙ্গিক। আর সেই জায়গা থেকেই অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সক্রিয়তা কংগ্রেসকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

দার্জিলিং মলে বানরকে খাবার দেওয়া নিষেধ— পৌরসভার নির্দেশিকা জারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দার্জিলিং মল ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও সড়ক নিরাপত্তার স্বার্থে বানরদের খাবার দেওয়া নিষোধ করেছে স্থানীয় পৌরসভা। কয়েক মাস ধরে মলে পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে বানরের সন্ত্রাস ও ময়লার সমস্যা বাড়ায় সন্দেহজনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় শুক্রবার এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছে, মল চত্বরে এবং মালিকানাধীন সাধারণ জায়গায় জনসমক্ষে প্রাণীর উদ্দেশ্যে খাবার ছুঁড়ে দেওয়া, রেখে যাওয়া বা উৎসাহিত করা চরমভাবে ক্ষতিকর। বানরদের অভ্যস্থ করে দেওয়ায় মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ, খাদ্যদূষণ এবং পরিবেশগত অস্বাস্থ্য সৃষ্টি হচ্ছে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পৌরকর্মীরা আগামি দিনগুলোতে মলে বিশেষ নজরদারি, সাইনবোর্ড স্থাপন ও সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম চালাবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও স্টলের মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বলা হয়েছে, তারা যেন মলের আশেপাশে ময়লা না ফেলেন এবং খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন। মলের ব্যবস্থাপকরা জানিয়েছেন, দোকানচালকদের উদ্দেশে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা উন্মুক্তভাবে খাবার ছেড়ে না রাখেন এবং যদি অনিচ্ছিতভাবেই বানর আসতে দেখে, প্রশাসনকে জানানো হবে। স্থানীয়রা মিলিতভাবে বলছেন, শহরের অন্যতম প্রধান পর্যটনবিন্দু হওয়ায় মল এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। গত কয়েক মাসে বানরদের আচরণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ওঠায় বহু পর্যটক অনাকৃষিত হচ্ছেন এবং দোকানকেও ক্ষতি হয়েছে। এক পর্যটক মন্তব্য করলেন, 'বানররা কাছে আসলে ভয় লাগে। বেশ কয়েকবার খাবার কেড়ে নিয়ে লড়াইও হয়েছে; এভাবে পর্যটন খাতে প্রভাব পড়ছে।' অন্যদিকে কিছু এলাকাবাসী মনে করেন, প্রাণীদের ঠেকাতে কেবল নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট নয়, প্রশিক্ষিত জনবল ও দীর্ঘমেয়াদি উপায় প্রয়োজন। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, বনবিভাগ ও সিভিল প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে বানর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট কমানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এতে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা ও সম্ভাব্য প্রজনন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। বানরদের নির্দিষ্ট দূরত্বে খাবার দেওয়ার জন্য অনুমোদিত কেন্দ্র বা পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা চলছে, যাতে জনসাধারণের ও প্রাণীর উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে অনেকে প্রশংসা করলেও কিছু নাগরিক প্রশ্ন তুলেছেন; বানরদের অভাবনীয় আচরণ রোধ করতে কেবল নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট হবে কি না। পরিবেশবিদ ও পশু সংরক্ষণকারীরা বলছেন, মানব-প্রাণী দ্বন্দ্ব সামলাতে নীতিগত এবং কার্যকরী উপায় গ্রহণ করা অপরিহার্য। পৌরসভা আশা জ্ঞাপন করেছে যে, চলতি মাস থেকেই সচেতনতামূলক প্রচারণা ও তদারকির মাধ্যমে মল এলাকা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে এবং পর্যটক ও স্থানীয়রা নিরাপদে এলাকায় চলাচল করতে পারবেন।

বামনগাছি স্টেশনে শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি লোকালের স্টপেজের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বামনগাছি স্টেশন ঘিরে নতুন আন্দোলনের আবহ তৈরি হয়েছে। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার দৈনিক যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছেন, বামনগাছি স্টেশনে যেন শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি লোকাল ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই দাবি এখনও পূরণ না হওয়ায় যাত্রীরা এবার সরাসরি পদক্ষেপ নিয়েছেন। শনিবার সকাল থেকে স্টেশন প্রাঙ্গণে যাত্রীদের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। যাত্রী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই স্টেশন থেকে যাতায়াত করেন। সকালবেলা থেকে রাত পর্যন্ত নিত্যযাত্রীদের ভিড়ে বামনগাছি স্টেশন প্রায় সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। অথচ যাত্রীদের সুবিধার্থে এখানে কোনও এসি লোকালের স্টপেজ নেই। ফলে এলাকার মানুষকে বাধ্য হয়ে সোদপুর বা ডোমজুরের মতো স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠতে হচ্ছে। এতে শুধু সময়ই নষ্ট হচ্ছে না, যাতায়াতের খরচও বাড়ছে। তাই দীর্ঘদিন ধরেই যাত্রীরা এই স্টপেজের দাবি জানিয়ে আসছেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নিত্যযাত্রী জানান, তআমরা প্রতিদিন অফিস বা ব্যবসার কাজে শিয়ালদহ যাই। এখানে এতো যাত্রী ওঠানামা করেন, তবুও এসি লোকালের স্টপেজ নেই। এটা একেবারেই অবিচার। আমরা বহুবার লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তাই এখন আমরা নিজেরাই স্বাক্ষর সংগ্রহ করছি। এরপর সেই কাগজ রেল কর্তৃপক্ষকে জমা দেওয়া হবে।দ অভিযানের প্রথম দিনেই দেখা যায়, স্টেশনে ভিড় জমিয়ে যাত্রীরা নাম লিখে যাচ্ছেন। যাত্রী কমিটি জানিয়েছে, তারা অন্তত কয়েক হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্য স্থির করেছেন। এই দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রেলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। যাত্রীদের মতে, বামনগাছি স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এখানে সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী বলেন, তযে সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন, তাতে একাধিক এসি লোকাল দাঁড়ানো উচিত। অথচ এতদিনেও সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অবহেলার কারণ আমরা বুঝতে পারছি না।দ অন্যদিকে, যাত্রীদের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়টি নিয়ে লিখছেন। এদিকে, যাত্রীদের আন্দোলন যাতে বৃহত্তর আকার না নেয়, সেই কারণেই রেলের তরফে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি উঠছে। রেল সূত্রে অবশ্য এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আবার পিটিয়ে খুন করা হলো দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকেল থেকেই। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার বিকেলে খেলতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি তৃতীয় শ্রেণির স্বর্ণাভ বিশ্বাস। বাড়ির লোক চারদিকে খোঁজ করেন। কিন্তু, কোথাও পাওয়া যায়নি। এদিন শনিবার সকালে বাড়ির কাছেই পুকুরে ওই নাবালকের ত্রিপলে মোড়া দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশী উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরই ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তম ও আরও একজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। মারধরে গুরুতর জখম অবস্থায় ২ জনকে তেহট্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এলাকায় প্রচন্ড উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তম মন্ডলে বিরুদ্ধে আগেও শিশু পাচারের অভিযোগ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা এবার তারা ওই শিশুকে পাচারের চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্বর্ণাভের মাথায় কাটার দাগ রয়েছে। নাক ও চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, এর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকজন স্কুলছাত্রকে পাচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের নিয়ে পলাশী চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ধরা পড়েন। এবার স্বর্ণাভকে পাচারের ছক ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালকের দেহ উদ্ধারের পরই উন্মত্ত জনতা অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন। তাতেই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মুম্বাইয়ে আরডিএক্স রাখা আছে, আতঙ্ক ছাড়ানোর কারণে গ্রেফতার ১

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গনেশপুজোর বিসর্জনের দিন ৩৪ জায়গা ৪০০ কেজি আরডিএক্স দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ফেক খবরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। লস্কর-ই-জেহাদি' নামক সংগঠনের নামে মিলেছিল হুমকি। তদন্তে নেমে এক বিহারী প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুম্বই পুলিশ সূত্রের দাবি, উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় বসে মুম্বই পুলিশকে ওই হুমকি দেয় অশ্বিন কুমার সুপ্রা নামের বছর পঞ্চাশের প্রৌঢ়। নয়ডা থেকে কেনা একটি মোবাইল ফোন এবং সিমকার্ড ব্যবহার করেই মুম্বই পুলিশের কাছে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়। তদন্তে নেমে শনিবার ভোরে সুপ্রাকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। তাঁকে মুম্বই নিয়ে গিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে হুমকি এসেছিল। অতীতে অনেক ভুয়ো হুমকি এভাবেই এসেছে। তবে পুলিশ সতর্ক। মুম্বই পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখাও কাজ করছে একই সঙ্গে। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে বোমা রাখার হুমকি আসে। সেখানে সাফ জানানো হয়, গোটা মুম্বইজুড়ে অন্তত ৩৪টি গাড়ির মধ্যে ৩৪টি মানববোমা মোতায়েন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪০০ কেজি আরডিএক্স রয়েছে ওই বোমায়। অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস মুম্বাই পুলিশের মুখে।

বেকার শিক্ষকদের ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশে সিপিএমের চাপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবারও উত্তেজনার সূচনা করেছে বেকার শিক্ষকদের ধর্ষণকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সিপিএমের পদক্ষেপ। সম্প্রতি সিপিএম রাজ্য কমিটি জানিয়েছে, যারা বেকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে বা তাদের নিরাপত্তাহানি করেছে, তাদের চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের সামনে আসার আহ্বান জানানো হবে। রাজ্য সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে দল এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সিপিএমের মুখপাত্ররা বলছেন, তবেকার শিক্ষকদের উপর যে ধরনের লাঞ্ছনা বা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, তা একেবারেই সহনীয় নয়। যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের নাম প্রকাশ করা এবং দায়িত্বশীলদের সঠিক বিচার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষকদের ভবিষ্যত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের সব ধরণের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ব্যবহার করব। দল সূত্রে জানা যায়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অমানবিক হুমকি, হয়রানি এবং শারীরিক নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার তদন্তে যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় সিপিএম কর্মীরা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে প্রস্তুত। দলের নেতারা দাবি করেছেন, শিক্ষার্থীদের নাম গোপন রেখে তারা প্রকাশ্যে আসলে প্রশাসনকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হবে। রাজ্য সিপিএমের নেতারা আশ্বাস দিয়েছেন, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস বাড়ানো সম্ভব হবে। তারা বলছেন, যারা শৃঙ্খলা ভাঙছে এবং নির্দোষ মানুষদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। বেকার শিক্ষকরা নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে চুপ থাকতে পারবে না, তাদের পাশে আমরা আছি। রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্যই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেবে যে, অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। সিপিএমের এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন এবং শিক্ষক সংগঠন সমর্থন প্রকাশ করেছে। তারা মনে করছে, জনমতের চাপ তৈরি হওয়া প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে। অন্যদিকে, কিছু সমালোচক প্রশ্ন তুলছেন, শিক্ষকদের নাম প্রকাশে চাপ দেওয়া কতটা কার্যকর হবে এবং এতে কি সত্যিকার অর্থে অপরাধীদের সঠিক বিচার নিশ্চিত হবে। তবে সিপিএমের নেতারা মনে করছেন, শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছতা ও সাহসী পদক্ষেপ ছাড়া এই ধরনের কাণ্ডে দোষীদের চিহ্নিত করা কঠিন। দল ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সভা, আলোচনা ও প্রচারণা চালাতে শুরু করেছে। রাজ্য রাজনীতিতে এই ইস্যু ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্থানে চলে এসেছে। বেকার শিক্ষকদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি যে রাজনৈতিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে যাচ্ছে, তা অনেকে অনুমান করছেন। সিপিএমের দাবি, এই অভিযান শুধু একটি রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং সমাজের জন্য ন্যায় বিচারের একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রশাসনও নজর রাখছে। ভবিষ্যতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া অবৈধ কর্মকাণ্ডের তদন্ত, অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ এবং দায়িত্বশীলদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নজরকাড়া বিষয় হয়ে উঠেছে।

চাঁচলে রাতভর থানা ঘেরাও, ধর্নায় বসে বিজেপি সাংসদ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মালদহের চাঁচলে শুক্রবার রাতটা রীতিমতো অশান্তির আবহ তৈরি করল। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু রাতভর চাঁচল থানার সামনে ধর্নায় বসেন। তাঁর অভিযোগ, এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর একের পর এক হামলা হলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আক্রমণকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এই অভিযোগে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সাংসদ থানার সামনে বসে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। খগেন মুর্মুর দাবি, চাঁচল ও আশেপাশের এলাকায় বিজেপি সংগঠনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, হুমকি এবং শারীরিক আক্রমণের মতো ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। অথচ পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সাংসদের কথায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিশের কাজ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের হয়ে তারা কাজ করছে। আমাদের সাধারণ কর্মীদের রাস্তায় মারধর করা হচ্ছে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। এই ক্ষোভ থেকেই শুক্রবার গভীর রাতে তিনি চাঁচল থানায় উপস্থিত হন এবং পুলিশের ভূমিকার বিরোধিতা করে ধর্নায় বসে পড়েন। রাত বাড়তে থাকলেও সাংসদের প্রতিবাদ শেষ হয়নি। ফলে থানার সামনে উৎসুক ভিড় জমতে থাকে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও সাংসদের পাশে দাঁড়াতে থানার সামনে পৌঁছে যান। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিরোধী দলের মানুষ নিজের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে রাতভর সাংসদের ধর্নার কারণে পুলিশের মধ্যে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থানা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা চেষ্টা করেন সাংসদকে বোঝানোর। কিন্তু খগেন মুর্মু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৭ সংখ্যা, রবিবার, ২১ ভাদ্র, ১৪৩২

শরৎচন্দ্র বোস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেতাজী সংক্রান্ত ৬৪ টি ফাইল প্রকাশ করে। এই ফাইলগুলি থেকে পাওয়া যায় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই ফাইলগুলির মধ্যে আটটি ফাইল ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর উপর। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের পর আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। আর সেই আড়াই বছর তাঁর পিছনে ২৪ ঘন্টা গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিল নেহেরু। সেই গোয়েন্দারাই ওই আড়াই বছরে ১৮২৪ পাতার (মোট আটটি ফাইল) গোয়েন্দা রিপোর্ট বানিয়েছিল শরৎচন্দ্র বসুকে নিয়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যদি জানতে হয় তাহলে আগে জানতে হবে তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মকান্ডের পিছনে সবচেয়ে বেশী হাত ছিল শরৎচন্দ্র বসুর। তিনি নেতাজীকে সবসময় আগলিয়ে রাখতেন। একবার মহাজাতি সদনে নেতাজীকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দাদা হয়েও মাটিতে বসেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। বাংলায় বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স গঠনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শরৎচন্দ্র বসুর। শরৎচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৮৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কটকে। পড়াশোনায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র সাড়ে ১২ বছর বয়সে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হন তিনি। এরপর আইন নিয়ে পাস করে ১৯১৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সহকারী ব্যারিস্টারি শুরু করেন শরৎচন্দ্র বসু। ১৯১৮ সালে যোগদান করেন কংগ্রেসে উ ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে Forward Publishing House Ltd. Director নিযুক্ত করেন। বাংলার বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শরৎচন্দ্র বসুর। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায় জালালাবাদের যুদ্ধের পর মাস্টারদা সূর্য সেন যখন চট্টগ্রামে আত্মগোপন করে আছেন তখন শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে বলেছিলেন তিনি মাস্টারদাকে পুলিশের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিতে চান। কিন্তু মাস্টারদা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি, তিনি চট্টগ্রামে থেকেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। শরৎচন্দ্র বসু এরপর চট্টগ্রামে পৌঁছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বিপ্লবীদের পক্ষে মামলা লড়েছিলেন। ১৯৩২ সালে Regulation Act এ শরৎচন্দ্র বসু গ্রেফতার হয়েছিলেন, বহুদিন গৃহবন্দী ছিলেন। ১৯৩৫ এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৯৩৬ সালে পন্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী পার্টিতে Communal Award এর প্রতিবাদে যোগদান করেন। ১৯৩৮ এ সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে Congress Working Committeত্র এর সদস্য হন। কিন্তু মতবিরোধের জেরে ১৯৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন তিনি। শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন বাংলা ভাগের তীব্র বিরোধী। বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে নেতৃবৃন্দ স্বাধীন যুক্ত বাংলার প্রস্তাব করেন, সেই প্রস্তাবকদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন।

বাঙালি গবেষক

সে অনেকদিন আগের কথা, সম্ভবত ১৯২৯ সাল। সুদূর মীরাট থেকে এক বাঙালি অধ্যাপক চিঠি লিখলেন কলকাতার 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। চিঠিতে -It is indeed true that not only in our unfortunate land– but all over the world– self praise is sought by some by dispraise of others. But this is comparatively a trifling thing. It pales into insignificance when compared with the moral perversity involved in the violation of sacred trust by a cultured and honorable man if and when there is any. I sincerely pray– all scholars– young and old may outgrow this perversity । অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অখ্যাত এই অধ্যাপককে সেদিন চিনতেন না কেউই। কিন্তু উনি মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন দেশের তথাকথিত এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের। বাংলার বাঘের কথা শুনেছেন কিন্তু জানেন কি এই বাঙালি সিংহের উপাখ্যান। জন্মেছিলেন ১৮৯২ সালে বীরভূম জেলার এক গ্রামে । মেধাবী মানুষটি পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯১৫ সালে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক হন । অভূতপূর্ব ফলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ফিলিপ স্যামুয়েল স্মিথ ও ক্লিন্ট মেমোরিয়াল পুরস্কারে ভূষিত করে। স্নাতকোত্তর স্তরেও একই ভাবে রাখেন কৃতিত্বের নিদর্শন । অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে এরপর চলে যান সুদূর মীরাটে। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাস। তরুণ এই অধ্যাপকের নজরে এলো দেশের এক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের লেখা দ্য বেদান্ত অ্যাকর্ডিং টু শংকর অ্যান্ড রামানুজ গ্রন্থটি তার নিজের লেখা দুটি প্রবন্ধ থেকে হুবহু নকল করা হয়েছে। সিংহ মশাই ইন্ডিয়ান সাইকোলজি অব পারসেপশন নাম দিয়ে একটি বৃহৎ গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন যার প্রথম খণ্ড ১৯২২ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং সেই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কে এই গবেষণার পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিল। ১৯২৫ সালে তাঁর এই গবেষণা শেষ হয়ে যায় এবং উনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে যান। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই শিক্ষাবিদের সাড়া জাগানো বই ইন্ডিয়ান ফিলজফির দ্বিতীয় খণ্ড। সুদূর মিরাটে থাকার দরুন কলকাতার শিক্ষা জগতের সব খবর যথাযথ সময়ে পেয়ে উঠতেন না ঐ বাঙালি অধ্যাপক, ফলে তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পান নি যে তাঁর মৌলিক গবেষণাকর্মটি থেকে এই মহান শিক্ষক এক রকম পুকুরচুরি করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

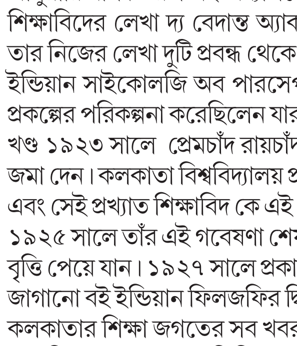

মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। কেউ পরাধীন হয়ে থাকতে ভালোবাসে না। সবাই স্বাধীন হয়ে থাকলে ভালোবাসে।

বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে ভারত এখনও জোটনিরপেক্ষ ও শান্তির পক্ষে রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বৈশ্বিক মঞ্চে মিত্র খুঁজে ফেরার তাগিদে দিল্লি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কখনও স্থির থাকে না। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতে কোনও দেশই একা টিকে থাকতে পারে না। বিশেষত আজকের বিশ্বে যেখানে ভূ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সেখানে কূটনৈতিক মিত্রতা গড়ে তোলা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দিল্লি যতই আত্মবিশ্বাসী হোক না কেন, বাস্তবতা হলো; ভারত আজ বৈশ্বিক মঞ্চে এক কঠিন মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে দিল্লির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য মিত্র।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস বলছে, এক সময় নিরপেক্ষতা ছিল নীতির মূল স্তম্ভ। ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে ভারত একদিকে আমেরিকা -নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে সমদূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। এই নন-অ্যালাইনমেন্ট নীতি ভারতকে একদিকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিলেও, অনেক সময় বাস্তব পরিস্থিতিতে তা দুর্বল করে তুলেছে। সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের অর্থনৈতিক সংস্কারের পরে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে বদলেছে। এখন দিল্লি আর একা নয়, বরং বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে চাইছে।

সাম্প্রতিক কয়েক বছর বিশেষ করে দেখিয়ে দিয়েছে, ভারত বৈশ্বিক মঞ্চে একা লড়তে পারবে না। চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, পাকিস্তানের জঙ্গি কার্যকলাপ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, আমেরিকা-চিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ; এসবের মোকাবিলায় দিল্লিকে বহুমুখী জোটে শামিল হতে হচ্ছে। একদিকে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহ্যগত সামরিক সহযোগিতা বজায় রাখা; একদিকে কোয়াডে (আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত) সক্রিয় ভূমিকা, অন্যদিকে ব্রিকসে (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা) সক্রিয় থাকা; এসবই প্রমাণ করে ভারত কৌশলগতভাবে একাধিক মিত্রতায় বিনিয়োগ করছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন দিল্লি এত মরিয়া মিত্র খুঁজছে? কারণ সরল; আজকের বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য একেবারেই পরিবর্তনশীল। চিন শুধু এশিয়ার নয়, বিশ্ব অর্থনীতিরও এক বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। তাদের সামরিক শক্তি, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প ভারতকে চারদিক থেকে চাপে ফেলেছে। পাকিস্তান বরাবরই চিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ বা মায়ানমারের মতো ছোট দেশগুলিকেও চিন অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রভাবিত করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত যদি একা থাকে, তবে আঞ্চলিকভাবে কোণঠাসা হয়ে

পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকাতেও ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তেল আমদানি থেকে শুরু করে প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা; সব ক্ষেত্রেই দিল্লিকে নির্ভর করতে হয় অন্য দেশের উপর। ফলে মিত্র ছাড়া ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কার্যত অচল।

তবে মিত্র খুঁজে পাওয়া যত সহজ মনে হয়, বাস্তবে ততটা নয়। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক খুব গভীর। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা বিশ্বের চাপ বেড়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপ চাইছে, ভারত রাশিয়া থেকে দূরে সরে যাক। অথচ ভারতের অস্ত্র ভাণ্ডারের বড় অংশই রাশিয়া থেকে এসেছে। আবার সস্তায় তেল কিনতে ভারতকে রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে মিত্রতার দোলাচলে ভারতকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আজ অনেক উষ্ণ হলেও, তা নিছক স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকা ভারতকে প্রয়োজন মনে করছে চিনকে ঠেকানোর জন্য। কিন্তু যদি আগামী দিনে আমেরিকার কৌশলগত প্রয়োজন বদলে যায়, তবে তারা ভারতকে তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, পশ্চিমা মিত্রতা মূলত স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই দিল্লির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ; কীভাবে এই সম্পর্ককে দীর্ঘমেয়াদি ও বিশ্বাসযোগ্য করা যায়।

এছাড়া মুসলিম বিশ্বের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক জরুরি। সৌদি আরব, ইউএই বা কাতারের মতো দেশ শুধু জ্বালানি সরবরাহকারী নয়, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের কর্মস্থল। এই দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে শুধু অর্থনীতিই নয়, সামাজিক দিক থেকেও ভারত সমস্যায় পড়বে। তাই দিল্লিকে কূটনৈতিক কৌশল সাজাতে হচ্ছে অত্যন্ত সাবধানে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ থেকে শুরু করে জি-২০ বা আসিয়ান; সব ক্ষেত্রেই দিল্লির সক্রিয় উপস্থিতি প্রয়োজন। কূটনৈতিক মঞ্চে সক্রিয়তা শুধু প্রতীকী নয়, বাস্তবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাভ এনে দেয়। গত বছর জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন ভারতের জন্য এক বড় কূটনৈতিক সাফল্য ছিল। এতে দিল্লি প্রমাণ করেছে, বৈশ্বিক মঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু এই নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে মিত্র দরকার।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দিল্লির কূটনৈতিক অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু কী হবে? একদিকে চিনকে প্রতিরোধ করা, অন্যদিকে আমেরিকা-রাশিয়া দ্বন্দ্বে ভারসাম্য রাখা, আবার পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা; সব একসঙ্গে সম্ভব কি? ভারতীয় কূটনীতিকে তাই এখন বহুমুখী মিত্রতার কৌশল নিতে হচ্ছে। এটি সহজ নয়, কারণ প্রত্যেক মিত্রেরই আলাদা আলাদা দাবি আছে। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় বিকল্প নেই।

এখন প্রশ্ন আসে, দিল্লি কীভাবে এই মিত্র খোঁজার লড়াইকে সফল করবে? প্রথমত, অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে হবে। বিশ্বে অর্থনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী দেশগুলিই আসল সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে, তবে কূটনৈতিক শক্তি অর্জন অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হতে হবে। কারণ বিদেশি অস্ত্র ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা থাকলে কূটনৈতিক স্বাধীনতা কমে যায়। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক সম্পর্ক মজবুত করতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলির আস্থা না পেলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শক্তি অর্জন কঠিন।

তবে সবকিছুর মধ্যে মূল শিক্ষা একটাই; আজকের বিশ্বে কোনও দেশ একা টিকে থাকতে পারে না। দিল্লিরও একার পক্ষে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই বৈশ্বিক মঞ্চে মিত্র খোঁজা শুধু কৌশল নয়, টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত। ভারত যদি সত্যিই বিশ্বশক্তি হতে চায়, তবে কূটনৈতিক মিত্রতার জাল আরও প্রসারিত করতে হবে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, দিল্লির সামনে পথ কঠিন, কিন্তু সুযোগও বড়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই অস্থির সময়েই ভারত প্রমাণ করতে পারে, তারা কেবল আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক শক্তি। কিন্তু সেই পথ ধরে এগোতে গেলে একটাই শর্ত; দিল্লিকে শক্তিশালী মিত্র খুঁজে পেতেই হবে। আর সেই প্রয়াস যত সফল হবে, ততই ভারতের অবস্থান দৃঢ় হবে বৈশ্বিক মঞ্চে। আসলে ভারত এখনও জোট নিরপেক্ষ নীতির ওপরে বিশ্বাস করে এগোতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে। সারা বিশ্ব জুড়ে একন যুদ্ধ এবং রঙ্গাগনের ক্ষেত্র তৈরি করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেচে. শক্তিশালী দেশগুলি। তারা পেশি শক্তির ওপরে বিশ্বাস করে বিশ্বকে জয় করার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারত শান্তিকে সমানে রেখে এগোতে শুরু করেছে। ফলে ভারতকে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে। পাকিস্তান জঙ্গি পুষতে শুরু করেছে। ভারত সেখানে জঙ্গিদের খতম করা ভূমিকা পালন করছে।

পাঠকদের কলমে
জগন্ময় মিত্র

ইন্দ্রানী সেন, কলকাতা

জগন্ময় মিত্র ছিলেন বাংলা কাব্য সঙ্গীতের শিল্পী। বাংলা আধুনিক ও নজরুল গীতির পাশাপাশি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা সহ সঙ্গীতের প্রায় সব প্রচলিত ধারায় তার ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারনা। অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গানের শিল্পী ছিলেন তিনি, তবে ১৯৪৮ সালে রেকর্ড করা 'চিঠি,তুমি আজ কত দূরে' গানটি তাকে অমরত্ব এনে দেয়। লক্ষ -কোটি শ্রোতা, রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গানটিকে যেন নিজেরই প্রেমপত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ফলে বাংলা আধুনিক / কাব্য সঙ্গীতের ইতিহাসে এটিই সর্বাধিক শ্রুত ও বিক্রীত একক সঙ্গীত হিসেবে অদ্যাবধি পরিগণিত (এইচ এম ভি-র হিসাবে, ৭৮ আরপিএম রেকর্ড থেকে ক্যাসেট যুগ পর্যন্ত গানটির ২৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে)। ভারতের হিন্দি সঙ্গীত জগতে তিনি 'জগমোহন' নামে পরিচিত।

কলকাতার এক সঙ্গীতমনস্ক পরিবারে ১৯১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জগন্ময় মিত্রের জন্ম। পরিবারটির জন্য সময়টি ছিল শোকের, কারণ তার মাত্র মাসাধিক কাল আগেই জগন্ময়ের বাবা, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মাত্র ২৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। পিতৃহারা, ভাই বোন হীন জগন্ময়, এক শোকাবহ পরিবেশে জীবনযাত্রা শুরু করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়ীতেই, তারপর এন্ট্রান্স পাস করেন ১৯৩৪ সালে। তবে এর মাঝেই শুরু হয় তাঁর সঙ্গীত সাধনা। জগন্ময় মিত্রের পিতামহ বিধুভূষণ মিত্র এবং কাকা পঞ্চানন মিত্র সংগীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কাকা চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতেন, ওস্তাদের কাছে রাগ-রাগিনীর তালিম নিতেন। সেই সময় জগন্ময় মিত্র পাশে বসে তা শুনতেন। ১০ বা ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম কেশব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা ইত্যাদির তালিম নেন। ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, রাগ প্রধান বাউল ও কীর্তনের প্রতিটি বিভাগে প্রথম হন। তবে কাব্য সঙ্গীতে তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে জগন্ময় মিত্র এইচএমভি তে গান রেকর্ড করার সুযোগ পান ও সেই সাথে শুরু হয় তাঁর জয়যাত্রা। প্রণব রায়ের কথায় কমল দাসগুপ্তের সুরে প্রিয় হতে প্রিয়তর এবং তোমার মতন কত না নয়ন গান দুটি তাকে প্রথম খ্যাতি এনে দেয়। এইচএমভিতে-ই যদি বাসনা মনে দিবে দহন জ্বালা গানটি জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে শুনে কাজী নজরুল ইসলাম মুগ্ধ হয়ে খুব তারিফ করেছিলেন। সে থেকেই কাজী দা-র সাথে জগন্ময় মিত্রের আজীবনের হৃদ্যতা শুরু।

অনেক নজরুল গীতি রেকর্ড করার পাশাপাশি, ১৯৪১ সালে কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতও গান জগন্ময় মিত্র। ১৯৪২-এর পুজোর রেকর্ড 'চিঠি' গেয়েই গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন জগন্ময় মিত্র। তার সাড়া জাগানো পুজোর আর একটি রেকর্ড ১৯৪৮-এ প্রকাশিত সাতটি বছর আগে পরে। রেকর্ড করেন দুটি অসামান্য কাব্য গীতি , সাতটি বছর আগে ও সাতটি বছর পরে। গান দুটি, পরবর্তীকালে গীত 'চিঠি' , তুমি আজ কত দূরে গানটির সাথে গড়ে তোলে এক অবিস্মরণীয় মরমী ট্রিলজি।

এরপর ১৯৪০, ১৯৫০-এর দশক জুড়ে ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে, আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়, যাদের জীবন ভরা শুধু আঁখিজল , তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন, ভুলি নাই ভুলি নাই , মেনেছি গো হার , আমি স্বপন দেখেছি, স্বপন সুরভী মাখা, গভীর নিশিথে ঘুম, প্রেমের তাজমহল, হৃদয় যেন কাহারে চেয়েছিল, তোমারে তো আজও ভুলি নাই, ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে , শাওনও রাতে যদি এমন অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গান গেয়ে জগন্ময় মিত্র শ্রোতাদের মনমুকুরে চিরস্থায়ী আসন গড়ে নেন।

১৯৮৮ সালে কিশোর কুমারের মৃত্যুর পরে ওঁর গাওয়া একটা গান রিলিজ করেছিল জ্যোতি চলচ্চিত্রে । সঙ্গীত নির্দেশক ছিলেন পুণ্যব্রত সেন এবং জগন্ময় মিত্র, জনপ্রিয় ভাবে যাঁদের জুটির নাম ছিল স্বপন-জগমোহন।

২০০৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জগন্ময় মিত্র কলকাতায় পরলোকগমন করেন। আর শ্রোতাদের জন্যে রেখে যান মর্মবেদনা ও গাঢ় রোমান্টিকতার এমন এক চিরায়ত ভুবন, যেখানে চিরকালের প্রিয়তম, চিরকালের প্রিয়তমার আশায় চিরকাল তপস্যা করে। বাংলা সঙ্গীত জগতে এমন সব প্রতিভাবান শিল্পীরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন খত সময়ে তাদের নাম শুধু মাত্র ইতিহাসের পাতার সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে তা নয়, মানুষ চরিকাল তাদেরকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে থাকে। জগন্ময় মিত্র সেই রকম একজন বিখ্যাত বাংলার সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন।

এশিয়াতে ডায়াবেটিক রোগ বৃদ্ধি হচ্ছে

শ্যামল জানা, ঢাকা

যে দেশ ও সমাজে সীমাহীন সার্বিক (অর্থনৈতিক, চিন্তাচেতনার, সহনশীলতার, সাধনার) দারিদ্র্যের কারণে বড় কিছু করা যায় না, মহৎ কিছু গড়ে ওঠে না এবং যেখানে চিন্তার দৈন্যতা LACK OF IMAGINATION, উদ্যম -উদ্যোগের অভাব Lack of Initiative এবং ত্যাগ শিকারে অনীহা Lack of Sacrifice অন্যতম প্রতিবন্ধকতা, সে দেশে জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমাণ করে দিয়েছেন উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবে স্বল্পোন্নত দেশেও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি তথা বারডেমের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। ১৯৫৬ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডায়াবেটিক চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রথম বছরে মাত্র ৩৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে এখন শুধু বারডেমই চিকিৎসাধীন নিবন্ধিত রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখের কাছাকাছি। শুধু ঢাকা শহর এবং এর উপকণ্ঠে নয়, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ডায়াবেটিক চিকিৎসাকেন্দ্র আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সততা থাকলে অঙ্কুর কি করে মহা মহীরুহের রূপ লাভ করতে পারে, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠান শাহবাগের বারডেম এটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বারডেম এখন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও বিস্ময়করভাবে সমাদৃত, এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি সহযোগী কেন্দ্র Collaborating Centre হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশন বাংলাদেশের ডায়াবেটিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাকে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিক চিকিৎসার মডেল বা অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য করে। আর ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার সঙ্গে আমেরিকার জসলিন, ইংল্যান্ডের লরেন্স ও বাংলাদেশের ইব্রাহিমের নাম জড়িয়ে রয়েছে।

রোগীর পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডা. ইব্রাহিম ছিলেন নৈপুণ্য ও সূক্ষ্মতার প্রতি অচঞ্চল; এর মধ্যেই তিনি তাঁর শিক্ষার্থী, সহ কর্মীদের শিখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতেন রোগীর রোগ পরীক্ষণ ও নির্ণয় বিষয়টি কত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম হওয়া উচিত এবং তিনি কিভাবে তা চান। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন

হাতে-কলমে শিক্ষাদাতা এবং একাধারে তাঁর চিকিৎসাদর্শনের মর্মসাধক। 'আমি নিজে একটা কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এবং আমার সহকর্মীদের এ কথাটা আমি সব সময় বলি যে আমরা জনগণের খাদেম, এ মনোভাব নিয়ে সেবা করব, তাদের প্রভু; এই মানসিকতা নিয়ে নয়। কারণ নিজেকে খাদেম মনে করলেই সেবাটা আন্তরিক হয়, মনের মধ্যে বিনয় আসে আর মানুষের প্রতি একটা মানবিক সহমর্মিতা জেগে ওঠে। আর একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, তা হলো আমাদের এই জনগণ হলো স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জনগণ। এরা ১৯৪৭ সালের আগের ব্রিটিশদের গোলাম জনগণ নয়। এরা ১৯৭১ সালের আগের জনগণ নয়। যখন এ দেশকে বলা হতো কলোনি। এরা স্বাধীন -সার্বভৌম একটি দেশের জনগণ।' ডা. ইব্রাহিম চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'ইমপ্যাথি' শব্দটির ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। ইংরেজি 'ইমপ্যাথি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো স্বীয় সত্তা অন্যের সত্তায় বিলীন করে দিয়ে, অন্যের শোক, দুঃখ ও ব্যথার অভিজ্ঞতা কল্পনায় নিজে অনুভব করার শক্তি। আর 'সিমপ্যাথি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, অন্যের শোক-দুঃখের সঙ্গে সমবেদনা বা সমব্যথিত হওয়া। অন্যের শোক, দুঃখ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা মনে না করলে যেমন দুঃখী বা আর্তপীড়িতের গভীরে যাওয়া যাবে না, ঠিক তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী সব ডাক্তার, সেবাকর্মী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তিনি সব সময় বলতেন, 'ইমপ্যাথি' শব্দটির অন্তর্নিহিত ভাবকে নিজের মনে প্রতিফলিত করে সেবাদানে মনোনিবেশ করতে। এরূপ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যখন কোনো সেবাদানকারী কোনো আর্ত পীড়িতের সেবায় নিজেকে প্রয়োগ করবে, সেই সেবাদানকারীই আর্তপীড়িতের সত্তার সঙ্গে বিলীন হতে পারবে আর সেবাদান তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে। পক্ষান্তরে ডা. ইব্রাহিম তাঁর সেবাদানকারী সহকর্মীদের বলতেন, তারা যেন রোগীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এ জন্য যে তারা (রোগীরা) এখানে আমাদের সেবা গ্রহণ করতে এসেছে এবং তারা না এলে আমাদের কাজ থাকত না। জাতীয় অধ্যাপক ইব্রাহিম চিকিৎসায় মানবসম্পদ তৈরির স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বারডেম একাডেমি এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট, আরভিটিসি ও বারটান গড়ে তোলেন। এরই সূত্র ধরে বা ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সমিতির ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ, নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতি মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস (বিইউএইচএস), বারডেম নার্সিং কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও চিকিৎসা ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কেননা তিনি মনে করতেন মানবিক গুণ এবং সামাজিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক নার্স ও টেকনিশিয়ান না থাকলে বা গড়ে না উঠলে কার্যকর ডায়াবেটিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ডায়াবেটিক চিকিৎসা কার্যক্রমের শুরু থেকেই পুষ্টিবিদ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন, ডায়াবেটিক রোগী তার লাইফ স্টাইল নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অর্ধেক চিকিৎসা শেষ। উপযুক্ত পরামর্শ পেলে খাদ্যমান বজায় রাখা এবং শৃঙ্খলা সহজসাধ্য হয়। ওষুধপত্র দেওয়ার সঙ্গে রোগীকে খাদ্যের তালিকা; কোন খাদ্যে কী পরিমাণ শর্করা ও ক্যালরি বা প্রোটিন আছে তার একটা সচিত্র স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। গাইড বইয়ে প্রতিটি রোগীর কী ধরনের খাবার কী পরিমাণ খেতে হবে তার নির্দেশনা চার্ট দেওয়া আছে। সমিতির প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে হেলথ এডুকেটরের পদ রয়েছে এবং রোগীকে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ডায়াবেটিক রোগীর পুনর্বাসনের বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাকে জাগ্রত রেখেছিলেন।

'দৃষ্টিকোন'
দু'টাকার মাস্টার

দুই টাকার মাস্টারমশাই ঃ যুবক বয়সেই স্বপ্ন দেখতেন শিক্ষার আলোয় সমাজের প্রতিটি কোণের অন্ধকারকে মুছে দেবেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই স্কুল শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে বেছে নেন। চাকরিতে অবসর হয়ে গিয়েছে। তবে শিক্ষকতা ছাড়তে পারেননি । তাই তো আজও মাত্র দুই টাকা বেতন নিয়ে কয়েকশো কিশোর-কিশোরী, তরুণ

-তরুণীদের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন 'ফকির মাস্টার' ওরফে 'সদাই ফকির'।

আসল নাম সুজিত চট্টোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের উত্তর রামনগর গ্রামের বাসিন্দা। ছোট বেলায় সুজিতবাবুর পড়াশোনা গ্রামেরই রামনগর জুনিয়র হাই স্কুলে। তারপর বোলপুরের বাঁধ গড়া হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে স্নাতক হন। বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন। জলপাইগুড়ি থেকে বিটি পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন। শিক্ষকতা শুরু হয় রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রায় ৪০ বছর স্কুলে পড়ানোর পর ২০০৪ সালে স্কুলের চাকরিতে অবসর নেন।

অবসরের পর স্কুলেরই একটি ঘরে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। ভেঙে পড়েননি। এলাকার দুঃস্থ পরিবারের অনেক ছাত্রছাত্রী তাঁর বাড়িতে চলে আসে প্রাইভেট টিউশন পড়ার জন্য। সেই শুরু 'সদাই ফকিরে'র পাঠশালা। মাত্র ২ টাকার বিনিময়ে সারা বছর শিক্ষাদান করেন তিনি। পাশাপাশি জেলার জঙ্গলমহল বলে পরিচিত এই এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করছেন। গত ১৮ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছেন তিনি। নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পাশাপাশি প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের পড়ান। তাঁর পাঠশালার ৮০ শতাংশই ছাত্রী।২০-২২ কিলো মিটার দূর থেকে পড়ুয়ারা পড়তে আসে। যাদের বেশিরভাগই তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের।পড়ুয়াদের যাদের মোবাইল আছে, লকডাউনের সময়ে তাদের পড়িয়েছেন মাস্টারমশাই। লকডাউনে কর্মহীন আড়াইশো পরিবারের হাতে চার দফায় তুলে দিয়েছেন ৭৫ হাজার টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। গ্রামের ৭ জন থ্যালাসেমিয়া রোগীর পাশেও আছেন সুজিত।

ফের আইন হাতে তুলে নিল সাধারণ মানুষ, শিশু খুনের সন্দেহে পিটিয়ে মারল ২ জনকে

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৬ সেপ্টেম্বরঃ এক নাবালককে খুনের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত নদিয়ার তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর। বেধড়ক মারধরে প্রাণ গেল আরও ২ জনের। শনিবার সকালে পুকুর থেকে ওই নাবালকের ত্রিপলে মোড়া দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেইসময়ই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। মারধরে গুরুতর জখম অবস্থায় ২ জনকে তেহট্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্বর্ণাভের মাথায় কাটার দাগ রয়েছে। নাক ও চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, এর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকজন স্কুলছাত্রকে পাচারের চেষ্টা

বেধড়ক মারধরে অভিযুক্ত প্রতিবেশী এবং আরও একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে খেলতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি তৃতীয় শ্রেণির স্বর্ণাভ বিশ্বাস। বাড়ির লোক চারদিকে খোঁজ করেন। কিন্তু, কোথাও পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে বাড়ির কাছেই পুকুরে ওই নাবালকের ত্রিপলে মোড়া দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবেশী উত্তম মণ্ডলের বিরুদ্ধে স্বর্ণাভকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরই ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তম এবং আরও একজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বাড়িতে করেছিলেন। তাদের নিয়ে পলাশী চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ধরা পড়েন। এবার স্বর্ণাভকে পাচারের ছক ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালকের দেহ উদ্ধারের পরই উম্মত্ত জনতা অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন। তাতেই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে নাবালকের মৃত্যুর পর স্থানীয় বাসিন্দারা এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। কয়েকদিন আগেই নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুনের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের তালদিতে। চোর সন্দেহে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়, গণপিটুনির পর যুবককে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরই মৃত্যু হয় যুবকের।

ঝুলছে জানলা, ভেঙে পড়ছে ছাদ! তাও দেওয়ালে কোনওমতে টিকে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণন-রবীন্দ্রনাথ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৬ সেপ্টেম্বরঃ যার জন্মদিনে শিক্ষক দিবস তাঁর ছবি কোনওমতে ঝুলছে ভাঙাচোরা স্কুল ভবনে। বারবার বন্যায় ডুবেছে এলাকা। গত বন্যায় ভেঙে গিয়েছে স্কুলের একাংশ। কিন্তু এখনও হয়নি সংস্কার। স্কুলের হাল বললেই চলে! সেই ঘরের দেওয়ালেই পাশাপাশি ঝুলছে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে চকচকে পিচের রাস্তায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন বন্যার হানায় যে রাস্তার অবস্থা কিছুদিন আগেও বেহাল

দেখে ক্ষোভ বেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিকে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পিচের রাস্তা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা সংস্কার হয়েছে। কিন্তু স্কুলের কী ‘দোষ’ তা জানা নেই কারও। শিক্ষক দিবসের দিনেও এলাকায় ঢুঁ মারলে দেখা গেল স্কুলে নিয়ে চাপা ক্ষোভ রয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ছবিটা আরামবাগের। এখানেই রয়েছে আরামবাগের তিলক চক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকায় গেলে দেখা গেল রাস্তার পাশে কোনওমতে দাঁড়িয়ে স্কুলের ভাঙাচোরা ঘর। একাংশ নেই ছিল। তাই এখন একেবারে ঝাঁ চকচকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বেহাল দশা সেই উত্তর নেই কারও কাছেই। রাস্তার ধারেই ঝুলছে জানলা, ছাদ থেকে খসে পড়েছে ইট, অর্ধেক দেওয়ার ভেঙেছে, বাকিটাও ভগ্নপ্রায়। সেখানেই কোনওমতে টিকে রয়েছে রাধাকৃষ্ণন-রবীন্দ্রনাথ! শিক্ষক দিবসে এই ছবি সামনে আসতেই নাগরিক মহলের পাশাপাশি চাপানউতোর শুরু হয়েছে শিক্ষা মহলেও। এখন দেখার দিনের শেষে কবে হাল ফেরে আরামবাগের তিলক চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

হাজার হাজার টাকার ক্ষতি, ধান চাষ না করেও ক্ষতি আটকাতে পারলেন না কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৬ সেপ্টেম্বরঃ গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার বৃষ্টি। বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনও উন্নতি হয়নি ঘাটালে। এই বন্যায় ক্ষতি হয়েছে ঘাটাল ব্লকের মনসুকা ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের, মনসুকা, দীর্ঘ গ্রাম, কামারডাঙা, বন হরিসিংপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের। এই সব অঞ্চলের কৃষকরা এই বন্যার জন্যই ধান চাষের বদলে পাট চাষকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তাতে বড় ক্ষতি। ঘাটালের কৃষকরা বলছেন, বন্যায় ধানের চরম ক্ষতি হয়, তাই তারা মূলত পাট চাষ করে থাকে। পাট চাষ করে লাভের মুখ

দেখে কৃষকরা। কিন্তু এই বছর পাট চাষেও বন্যার জেরে চরম ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। তাদের দাবি, বন্যায় এবার বিঘের পর বিঘে জমির পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুজোর মুখে পাট চাষের ক্ষতি নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছে কৃষক পরিবারগুলি। অন্যান্য জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে পাটের দামও। গত বছর ৩-৪ হাজার টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসেবে দাম প্রতি হলেও এ বছর পাটের দাম বেড়ে হয়েছে ৬-৭ হাজার টাকা করে প্রতি কুইন্টাল। পাটের দাম বাড়ালেও বন্যার কারণে বিঘের পর বিঘে জমি পাট চাষ করে ক্ষতির মুখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের পাট চাষিরা, সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। যদিও ঘাটাল ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পাটচাষিরা তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। বিষয়টি কৃষি দফতরের নজরেও আনা হয়েছে বলে ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিকাশ কর জানিয়েছেন।

সিঙ্গুরে হয়নি, কিন্তু হুগলিতেই ফের তৈরি হতে চলেছে একলাখের গাড়ি

দীপাবলি পরই লুক রিলিজ

দুরন্ত বার্তা, পোলবা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ অধরা থেকে গিয়েছে সিঙ্গুরের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হবে পোলবার সুগন্ধায়। টাটা ন্যানো না হলেও সুগন্ধায় একলাখি ইলেকট্রিক চারচাকা গাড়ি তৈরি হবে। বলে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে প্রোডাকশন। এদিন টিফোজের অন্যতম কর্ণধার শান্তনু ঘোষকে পাশে নিয়ে বলে দিলেন কুণাল। ১২ একর জমিতে সাইনোসোর সংস্থার টিফোজ বিএলডিসি পাখা তৈরি হচ্ছে দু’বছর আগে থেকেই। এদিন উদ্বোধন হয়ে গেল ব্যাটারিচালিত টোটোর। সেখানেই এদিন গিয়েছিলেন কুণাল। সেখানেই বারবার উঠে আসে সিঙ্গুর বিতর্ক। যদিও কুণালের সাফ কথা, ওটা জমি বিতর্ক ছিল শিল্প বিতর্ক ছিল না। তিনি বলেন, ‘‘এই হুগলিতে একসময় একটা গাড়ি তৈরির কথা ওঠে। কারখানা হয়নি। তা নিয়ে নানারকম কথা ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা যে দল এখন ক্ষমতায় রয়েছে তাঁরা কেউ শিল্পের

বিরুদ্ধে ছিল না। প্রশ্নটা ছিল জমি নিয়ে। তিন ফসলি কৃষি জমি সরকার জোর করে নিতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন একশোবার বলা হয়েছিল ন্যানো কারখানা হোক কিন্তু জোর করে কৃষি জমি নিয়ে নয়। ওটা জমি বিতর্ক ছিল শিল্প বিতর্ক ছিল না।’’ এরপরই টিফোজের অন্যতম কর্ণধার শান্তনু ঘোষের প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘শান্তন যখন আমাকে নিমন্ত্রণ করতে যান তখন কথায় কথায় এই আলোচনাটা আসে। আপনাদের হুগলির মাটিতে এত বড় ১২ একরের জায়গা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে। পেট্রোল-ডিজেল লাগছে না। ২০০৫ সালে যে ন্যানোর কথা বলা হয়েছিল সেটা তো জ্বালানি তেলে চলতো। আপনারা টিফোজ ফ্যান এনেছেন, তিন চাকা এনেছেন। আমি শান্তনুকে অনুরোধ করে হুগলির এই সুগন্ধা থেকে আপনার দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে এক লক্ষ টাকার টাকার চারচাকা চাই।’’ শান্তনু যদিও বলছেন তাঁরা এই চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। মঞ্চে উঠে বলেন, ‘‘আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই চারচাকা গাড়ি নিয়ে আসব।’’ কুণালের দাবি ন্যানোর থেকেও আধুনিক হবে এই গাড়ি। সুগন্ধার কারখানেতেই সব কিছু মেটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে। দীপাবলির পরেই লুক রিলিজ হয়ে যাবে। তিনি বলছেন, ‘‘সেদিনের আলোচনার পর উনি হোমওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের জন্য এই গাড়ি খুবই কাজের হবে।’

রক্তদান শিবিরের নামে তোলাবাজি! তৃণমূলের নামে থানায় গেল তৃণমূলই

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বরঃ রক্তদান শিবিরকেও কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। জানা যাচ্ছে, নন্দীগ্রামের ছাত্র নেতা আসিফ ইকবালের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন খোদ টিএমসিপি জেলা সভাপতি। আর তারপরই নন্দীগ্রাম ব্লক নেতৃত্ব বনাম জেলা টিএমসিপি নেতৃত্ব দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম ‘সীতানন্দ কলেজ’ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেই রক্তদান শিবিরের ব্যানার নন্দীগ্রাম সীতার আনন্দ কলেজের সামনে লাগানো হয়। এই ব্যানার লাগানোর পরেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দে নন্দীগ্রামের ছাত্রনেতা আসিফ ইকবালের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দে-র অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নাম করে টাকা তোলাবাজি করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘‘নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লোগো ব্যবহার করে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। আমি জেলা সভাপতি এবং রাজ্য টিএমসিপি-র সভাপতি সঙ্গে কথা বলে নন্দীগ্রাম থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেছি।’’ অপরদিকে, যেই ছাত্রনেতা আসিফ ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ইকবালের সঙ্গী নন্দীগ্রামের ছাত্র

নেতা শেখ বুলেট বলেন, ‘‘আমরা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সাহায্য নিয়ে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে কলেজ গেটের বাইরে প্রতি বছরের মতো এ বছরও রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে। উনি কী কারণে অভিযোগ করেছেন সেটা উনি ভাল করে বলতে পারবেন। আমরা স্থানীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই আয়োজন করেছি।’’ যদিও, বিষয়টি গোষ্ঠীকোন্দল মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেতা তথা নন্দীগ্রাম সীতার আনন্দ কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি আবু তাহের বলেন, ‘‘প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রক্তদান শিবির কলেজের গেটের বাইরে হচ্ছে কলেজের মধ্যে নয়। জেলা টিএমসিপির সভাপতি রাজনীতিতে পরিপক্ক নয় কারও কথায় এমন অভিযোগ উনি করেছেন।’’ যদি ও পুরো বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া ছাত্র সংগঠন। এবিভিপির ছাত্রনেতা সুজন ভূঁইয়া বলেন, ‘‘নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে টিএমসিপি তোলাবাজি করছে এটা আমরা অনেকদিন থেকেই অভিযোগ করে আসছি। আজ জেলা সভাপতি অভিযোগ করেছেন। তবে এটা ওদের তোলাবাজির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যার জন্য অভিযোগ হয়েছে।’’

শিলিগুড়িতে নবম শ্রেণির পড়ুয়ার ঝাঁপ!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ মাত্র ১৫ বছর বয়স। পড়াশোনার চাপ, বাবা-মায়ের প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারার যন্ত্রণা- সব মিলিয়েই কি শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নিল কদমতলার কিশোরী? শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির এক বহুতলের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় নবম শ্রেণির ছাত্রী সরলা ঠকচকের দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল মেয়েটি। সরলা কদমতলা বিএসএফ স্কুলের পড়ুয়া। মায়ের চাকরি বিএসএফে। পরিবার থাকে কদমতলা পাঁচ নম্বর গেটের কাছে বিএসএফ আবাসনে। এ দিনও স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরোয় সে। কিন্তু স্কুলে আর পৌঁছয়নি। স্থানীয় এক বহুতলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সরলা ঢুকছে সেই আবাসনে। তার পরেই ঘটে দুর্ঘটনা। বহুতলের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ ঠাকুর প্রথম রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে দেখতে পান। দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা সরলাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। চিঠিতে লেখা- ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বাবা-মায়ের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি। আমি পড়াশোনায় ভাল নই। আমার দ্বারা হল না।’ পুলিশের অনুমান, পড়াশোনার চাপেই চরম পদক্ষেপ করেছে কিশোরী।

৭ হাজার ফুট উচ্চতাতেও ডেঙ্গির আতঙ্ক! দার্জিলিং-লাভা-সুখিয়াপোখরিতে মিলল মশার লার্ভা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ডেঙ্গি কি শুধুই সমতলের ব্যাধি? এতদিন ধরে পাহাড়ি এলাকাকে নিয়ে প্রচলিত সেই ধারণা ভাঙল! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিং জেলার ঘুম হিল স্টেশন পর্যন্ত মিলেছে ডেঙ্গি ভাইরাসের অন্যতম বাহক ইডিস অ্যালবোপিকটাস মশার লার্ভা। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ সূত্রে খবর, এই প্রথম বাংলার এত উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে ডেঙ্গির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ল। বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জেরে পাহাড়ের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসছে। পাহাড়ে এখন আর কেবল ঠান্ডা নয়, উষ্ণতার ছোঁয়া। কখনও কখনও চালাতে হচ্ছে ফ্যানও। ফলে সমতলের মতোই পাহাড়েও ডেঙ্গু মশার বাড়বাড়ন্তের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। শুধু ঘুম নয়, দার্জিলিং জেলার আরও কয়েকটি জনপ্রিয় হিল স্টেশনেও এ বছর মশার লার্ভা মিলেছে। জেলার অন্যতম উঁচু

পর্যটনকেন্দ্র লাভা (৭২১৮ ফুট) এবং বাংলা-নেপাল সীমান্তের অফবিট ডেস্টিনেশন সুখিয়াপোখরিতেও (৭১৯৮ ফুট) মিলেছে ডেঙ্গি মশা। কালিম্পংয়ের মতো মাঝারি উচ্চতার পাহাড়ি শহরে আগেই লার্ভা ধরা পড়েছিল। এ বছরও সেখানে প্রচুর মশার জন্ম হয়েছে। এখনই শুরু হতে চলেছে পিক ট্যুরিস্ট সিজন। লাখো পর্যটক পাহাড়মুখো হবেন। হোটেল-হোমস্টে-ট্রেকার্স হাট ভর্তি হবে। এক স্বাস্থ্যকর্তার আশঙ্কা, দক্ষিণবঙ্গ বা কলকাতা থেকে অনেকে ডেঙ্গির ভাইরাস বয়ে নিয়ে পাহাড়ে যাবেন। সংক্রমণ রোখা না গেলে পরিস্থিতি খারাপ হতে সময় লাগবে না। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পাহাড়ি এলাকায় জলসংকট মোকাবিলায় বাড়িতে বা আবাসনে বড় পাত্রে জল জমিয়ে রাখার প্রবণতা আছে। সেখানেই লার্ভার জন্ম হচ্ছে। তাই পাত্রের মুখ কাপড় বা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পর্যটকদের জন্যও বার্তা-অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে রিপেলেন্ট, ক্রিম বা কয়েল। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে কলাগাছ, ওল বা কচুগাছের পত্রকক্ষ, কিংবা বাঁশগাছের গোড়ায় জমা জলও ডেঙ্গির অন্যতম আঁতুড়ঘর। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, হেঁসো দিয়ে গাছের পত্রকক্ষ ফুঁটো করে জল বের করতে হবে, বাঁশগাছের গোড়া চিরে দিতে হবে। এ বছর রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজারের কাছাকাছি। সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ (১০৯৭), উত্তর ২৪ পরগনা (৯৬৮) এবং হুগলি (৫১৮)। পাহাড়েও সংক্রমণের হানা এবার চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে।

জেমস কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০০৭
সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লু১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭৭৭, ওয়েবসাইটঃ www.gemscommercial.co.in
ইমেলঃ gemscom@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে

১. কোম্পানির সদস্যদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অর্থাৎ ২০১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ২য় তলা, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০৭-এ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখিত ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করা হবে।
২. বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে কোম্পানিতে উপলব্ধ তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com-এও উপলব্ধ থাকবে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ২০ এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪৪ নম্বর নিয়ম অনুসারে, সংশোধিতভাবে, কোম্পানি তার সকল সদস্যকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএলএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাতে তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত ব্যবসায় তাদের ভোট দিতে পারেন। এই বিষয়ে সদস্যদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যেঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০:০০টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এই সময় এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
খ. রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কাট-অফ তারিখে সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম থাকবে তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
গ. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর যদি কোনও ব্যক্তি শেয়ার কিনে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করেন, তাহলে helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত হন, তাহলে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান লগইন আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ঘ. ভৌতভাবে শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্য লগইনের জন্য তাদের ফোলিও নম্বর ব্যবহার করবেন।
ঙ. ই-ভোট সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ HELP বিভাগের অধীনে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs)/ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ১৮০০২০০৫৫৩৩ (টোল ফ্রি নম্বর) নম্বরে কল করতে পারেন।
৪. বই বন্ধকরণঃ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর নিয়ম ৪২ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

জেমস কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- রাজেন্দ্র সোনি
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০০৪১৮৯৩৩

তারিখঃ ০১.০৯.২০২৫
স্থানঃ নয়ডা

হার্ভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোং. লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০০৭
সিআইএনঃ এল২৮৯৩৯ডব্লু১৯৮২পিএলসি০৩৫০২৩, ওয়েবসাইটঃ www.hepcl.co.in
ইমেলঃ harvatex@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১১-২৫৭৬৯১১১

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে

১. কোম্পানির সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অর্থাৎ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০৭-এ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার সকাল ১০:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি সম্পন্ন করার জন্য।
২. বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে কোম্পানিতে উপলব্ধ তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hepcl.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com-এও উপলব্ধ থাকবে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ২০ এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪৪ নম্বর নিয়ম অনুসারে, সংশোধিতভাবে, কোম্পানি তার সকল সদস্যকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাতে তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত ব্যবসায় তাদের ভোট দিতে পারেন। এই বিষয়ে সদস্যদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যেঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০:০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এই সময় এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
খ. রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কাট-অফ তারিখে সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম থাকবে তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
গ. যে ব্যক্তি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর শেয়ার কিনে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ ডেট অনুসারে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত হন, তাহলে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান লগইন-আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ঘ. ভৌতভাবে শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্য লগইনের জন্য তাদের ফোলিও নম্বর ব্যবহার করবেন।
ঙ. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ HELP বিভাগের অধীনে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs)/ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ১৮০০২০০৫৫৩৩ (টোল ফ্রি নম্বর) নম্বরে কল করতে পারেন।

হার্ভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোং. লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- মোহানান থ্রাইল
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০৮৩১০২৩২

তারিখঃ ০১.০৯.২০২৫
স্থানঃ নয়ডা

দরজায় নক করেও সাড়া পাওয়া যায়নি, পরে যুবতীর অবস্থা দেখে আঁতক উঠল প্রতিবেশীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ কয়েকদিন ধরে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোননি। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত ফ্ল্যাট থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দিলেন প্রতিবেশীরা। তারপরই বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল যুবতীর পচাগলা মৃতদেহ। মৃতের নাম দীপশিখা জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। ঘটনার খবর পেয়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পৌষালী ভট্টাচার্য উপস্থিত হন। তিনি জানান, যুবতী একাই থাকতেন। গত মঙ্গলবার পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গি সংক্রান্ত খোঁজ নিতে ওই

গোস্বামী (২৯)। ঘটনাটি হুগলির বৈদ্যবাটি পৌরসভার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপশিখা একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। এক দিদি রয়েছেন। উত্তরপাড়ায় বিয়ে হয়েছে তাঁর। গত কয়েকদিন ধরে ওই যুবতীকে দেখা যাচ্ছিল না। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই যুবতীর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, ময়নাতদন্তের পর তা আবাসনে গিয়েছিলেন। তখন দরজায় নক করেও দীপশিখার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এখন আবাসনের অন্য বাসিন্দারা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। যুবতীর দিদিকেও ডাকা হয়। তাঁর সামনেই দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। যুবতী বাথরুমের মধ্যে পড়েছিলেন। ওই আবাসনের এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘ফ্ল্যাটটি ওই যুবতীর। একাই থাকতেন। আমরা পচা গন্ধ পাওয়ার পর সবাই মিলে গিয়ে ফ্ল্যাটে বেল বাজানো হয়। কিন্তু, কেউ দরজা খোলেননি। তখনই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।’’ ওই যুবতীর সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছিলেন কি না, তা অবশ্য বলতে পারছেন না প্রতিবেশীরা।

টিকিট দেখতে চাইতেই পরীক্ষকের মুখে গরম ঘুগনি ছুড়ে মারলেন মহিলা যাত্রী!

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৬ সেপ্টেম্বরঃ টিকিট দেখতে চাওয়ায় মহিলা টিকিট পরীক্ষকের মুখে গরম ঘুগনি ছুড়ে মারার অভিযোগ। অভিযোগ এক মহিলা যাত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে। ঘটনার পর অবস্থাতেও হাতছাড়া করেননি অভিযুক্ত মহিলাকে। কোনওভাবে চোখ-মুখ মুছে তাঁকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে আরপিএফের হাতে তুলে দেন। সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম সাইদা বিবি। বাড়ি সুভাষগ্রামে এলাকায়। তার কাছে সুভাষগ্রাম থেকে শিয়ালদহের বৈধ টিকিট

থেকেই তীব্র আতঙ্কে ওই মহিলা টিকিট পরীক্ষক। শনিবার অন্যান্য দিনের মতোই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর জংশনে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল আপ বারুইপুর লোকাল। আর সেই লোকাল ট্রেনে লেডিস কম্পার্টমেন্টে টিকিট চেক করতে যান মহিলা টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী। কিন্তু কে জানত তাঁর সঙ্গে ঘটতে চলেছে এই ঘটনা। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মহিলা যাত্রী ও তাঁর আরও এক সঙ্গী সেই সময় লেডিস কম্পার্টমেন্টে বসে গরম ঘুগনি খাচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে কিছু টিকিট চাইতেই আচমকা পূজা দেবীর মুখে গরম ঘুগনি ছুঁড়ে মারেন ওই মহিলা। শোরগোল পড়ে যায় ট্রেনে ভিতরে। মহিলা চেকারের চিৎকার শুনে অনেকেই ছুটে আসেন। ততক্ষণে জ্বালায় তিনি ছটফট করতে শুরু করেছেন। ওই থাকলেও, বারুইপুরে আসার কোন বৈধ টিকিট ছিল না। ইতিমধ্যেই বারুইপুর আরপিএফ এর পক্ষ থেকে অভিযুক্ত মহিলা রেলযাত্রী সাইদা বিবিকে বারুইপুর জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বারুইপুর জিআরপিতে অভিযোগও দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত মহিলা যদিও বলছেন তিনি ভুল করে ফেলেছেন। যদিও তাঁর শাস্তির দাবিতে অনড় পূজা দেবী।

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-১৮-এলএমজি-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ০১-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনে ওইএম দ্বারা বিভিন্ন স্টেশনে ৬০টি (ষাট) স্থানে স্থাপিত এলসি গেট ভয়েস রেকর্ডার সিস্টেম (ভিডিআরপিইউ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৭,২৬,৫৭৯.২০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৯৪,৫০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **২৩-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_৩২_২৫-২৬; তারিখ ঃ ০১-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল_টিআরডি_৩২_২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** বারসোইতে ইন্টারলকিংয়ের ইআই -সিস্টেমের মাধ্যমে উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৭,৫৫,৬৬৩.৬৪/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৫৮,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২৪-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৫৭ অফ ২০২৫, তারিখ: ২৯-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/I/লামডিংয়ের আওতাধীন গুয়াহাটি-ফরকাটিং সেকশনে বিজি টার্নআউট রিনিউয়াল -এর মাধ্যমে (স্লিপার ছাড়া) ১ ইন ১২ (ক্রসিং এবং সুইচেস) পানিখাইতি = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১০১এ, ১০৩এ, ১৫১এ এবং ১৫৩এ), ঠাকুরকুচি = ৮ সেট (পয়েন্ট নং ১০৩বি, ১০১এ, ১৫১এ, ১৫৩বি, ১০৩এ, ১০২এ, ১৫২এ এবং ১৫৩এ), পানবাড়ি = ২ সেট (পয়েন্ট নং ১০৩এ এবং ১০৩বি, ডিগারু = ৮ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১০৫, ১১৫, ১১১, ১০২, ১০৩, ১১২ এবং ১১৩), তেতেলিয়া = ১৩ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১৫৫, ১৫৩, ১০২, ১০৩, ১৩৫, ১৫৬, ১২১, ১১৫, ১১৩, ১০৫, ১০৬ এবং ১১৪), কামরূপ ক্ষেত্রী = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১১১, ১০২ এবং ১০৫), বারাহু = ৭ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১০৫, ১২৫, ১২১, ১০২, ১২৩ এবং ১২২), জাগিরোড = ১০ সেট (পয়েন্ট নং ১০২, ১০৩, ১০৯, ১২৭, ১২১, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১২৪ এবং ১২২), আজুরী = ৬ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১০৩, ১০২, ১০৫, ১১৫ এবং ১১২), ধরমতুল = ৮ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১০৫, ১১৩, ১১১, ১০২, ১০৩, ১১৫ এবং ১১২), ঠেকেরাগুড়ি = ৮ সেট, (পয়েন্ট নং ১০২, ১০৩, ১১৩, ১১২, ১০১, ১০৫, ১১৫ এবং ১১১), চাপরমুখ = ১২ সেট (পয়েন্ট নং ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১২৩, ১২২, ১২৭, ১২৬, ১২১ ও ১৩৪), কামপুর = ৭ সেট (পয়েন্ট নং ১০২, ১১৫, ১১২, ১০১, ১০৭, ১১৩ এবং ১১১), যমুনামুখ = ৭ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১০৩, ১১১, ১০২, ১০৫, ১১৩ এবং ১১২), যোগিজন = ৬ সেট (১০১, ১১১, ১০২, ১০৩, ১১৩ এবং ১১২), হোজাই = ৭ সেট (পয়েন্ট নং ১০৩, ১০২, ১১০, ১২৩, ১২২, ১০১ ও ১২১), ধলপুখুরি = ৬ সেট (১০২, ১১২, ১০১, ১০৫, ১১৫ এবং ১১১), লঙ্কা = ১০ সেট (১০৩, ১০৫, ১১৫, ১১৩, ১১২, ১০১, ১০২, ১০৪, ১১৬ এবং ১১১), হাবাইপুর = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১০১, ১১৩, ১১১ এবং ১০২), (মোট = ১৩৭ সেট) -এ এবং বিজি টার্নআউট রিনিউয়াল -এর মাধ্যমে (স্লিপার সহ) ১ ইন ১২ (ক্রসিং এবং সুইচেস) ল্যাংচোলিয়েট = ৪ সেট (পয়েন্ট নং. ১৩, ১১, ১২ এবং ১৪), ডিফু = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১১, ১৩, ১২ এবং ১৪), ধনসিরি = ৫ সেট (পয়েন্ট নং ১০২, ১০৪, ১১৬, ১১৪ এবং ১১১), রাঙাপাহাড় = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১৩, ১১, ১৪ এবং ১২), খটখটী = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১৩, ১১, ১২ এবং ১৪), বোকাজান = ৪ সেট (পয়েন্ট নং ১১, ১২, ১৩ ও ১৪), সরুপথার = ২ সেট (পয়েন্ট নং ১৩ ও ১৪) এবং জামুগুড়ি = ২ সেট (পয়েন্ট নং ১১ ও ১৩) (মোট = ৩২ সেট)। (মোট সংখ্যা = ১৬৯ সেট) **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৫,০২,১৭,১৮৭.২৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,০১,১০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২৪-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৫-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

খাবার-দাবার

পুজোর আড্ডা শুরুতেই জমিয়ে দেবে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক! রইল সহজ রেসিপি

পুজোয় ভিড় ঠেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই একেবারেই? বাড়িতে বন্ধুদের নিয়ে

হাউসপার্টির কথা ভেবেছেন। কিন্তু বাড়িতে পার্টি মানেই খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করার একটা বিষয় থেকেই যায়। বাতে বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে অতিথিদের জন্য কিন্তু ওয়েলকাম ড্রিঙ্কও মাস্ট। বিভিন্ন ফল দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন চটজলদি বেশ কিছু ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক। রইল তারই রেসিপি। অতিথিদের জন্য বানিয়ে ফেলুন ওয়াটারমেলন মোজিটো। এখন প্রায় সারা বছরই কমবেশি সব ফল বাজারে মেলে। না পেলেও বাজারে বিভিন্ন প্যাকেটজাত তরমুজ দিয়েও বানিয়ে ফেলতে পারেন।

উপকরণ- তরমুজ ২ কাপ, পুদিনা পাতা- ৬-৭টি, চিনি, ২-৩ টেবিল চামচ, লেবুর রস- ৩ টেবিল চামচ, স্প্রাইট বা সোডা ১ কাপ।

প্রণালীঃ প্রথমে তরমুজ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর এতে একে একে লেবুর রস, পুদিনা পাতা ও চিনি যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ছেঁকে নিন। এরপর সার্ভিং গ্লাসে আধ কাপ সোডা বা স্প্রাইট দিয়ে তাতে ব্লেন্ড করে রাখা তরমুজ দিয়ে উপর থেকে বরফের টুকরো ও পুদিনা পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। এই সময় যদিও কমলালেবুর সিজন নয় কিন্তু বাজারে যদি কোনওভাবে কমলালেবু পান অথবা প্যাকেটজাত অরেঞ্জ জুস কিনতে পারেন তাহলে পুজোর আড্ডায় অতিথিদের জন্য বানিয়ে ফেলতে পারেন অনায়াসে অরেঞ্জ লেমন মকটেল।

উপকরণঃ ১৫ কাপ ফ্রেশ কমলালেবুর রস, ৩৪ কাপ ফ্রেশ লেবুর রস, ৩৪ কাপ ভ্যানিলা সিরাপ, ১২ কাপ প্যাশন-ফ্রুট পিউরি

প্রণালীঃ একটা ককটেল শেকারে বরফ দিয়ে সমস্ত উপকরণগুলো মিশিয়ে দিন। ভালো করে ঝাঁকিয়ে একটা গ্লাসে ঢালুন। লেমন জেস্ট এবং কমলালেবুর খোসা সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

পুজোর আড্ডায় চায়ের সঙ্গে 'টা' হয়ে যাক? রইল চিকেনের রকমারি স্ন্যাকসের রেসিপি

পুজোর কদিন বাড়িতে অতিথি সমাগম হবেই। আর স্ন্যাকস না থাকলে কি আড্ডা জমে? অগত্যা হেঁশেলমুখো হতেই হয়। কারণ অনলাইন অর্ডার এসময়ে সময়সাপেক্ষ। তবে কুছ পরোয়া নেহি! ঝটপট চিকেনের এমন কয়েকটি স্ন্যাকসের রেসিপি জেনে নিন যেগুলো বানাতে সময় কম লাগলেও স্বাদে রেস্তরাঁকেও দশ গোল দেবে।

চিকেন পপকর্ন

ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ- চিকেন ব্রেস্ট (ছোট কিউব কাট) - ২ কাপ, আদাবাটা - ১ চা-চামচ, রসুনবাটা - ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো - ১ চা-চামচ, নুন পরিমাণমতো, লাল লঙ্কাগুঁড়ো - আধ চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনিগারলেবুর রস ৫ মিনিট রেখে বানানো)।

শুকনো উপকরণ- ময়দা - ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার - ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়ো - ১ চা-চামচ, মেশানো হার্বস- ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো- আধ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী- একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়োমশলা একসঙ্গে চিকেন ব্রেস্টের ভাল করে মিশিয়ে নিন। রেখে দিন ১ ঘণ্টা। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিন। চিকেন ব্রেস্টের টুকরোগুলো শুকনো ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গা।ানো টুকরো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছ ঃদমতো সস দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

টক-ঝাল শ্রেডেড চিকেন

উপকরণ-সেদ্ধ চিকেন (১ কাপ) (ঝিরি করে জুলিয়ান করে কাটা), পেঁয়াজ কুচি (১টি বড় পেঁয়াজ খুব পাতলা করে কুচানো), ক্যাপসিকাম কুচি (লাল, সবুজ) (২ টেবল চামচ), কাঁচা লঙ্কা কুচি লম্বা করে (২ টি), আদা কুচি (লঙ্কা করে ১ টেবল চামচ), নুন (স্বাদমত), লাইট সয়া সস (২ চা চামচ), আধভাঙা মরিচ গুঁ।া (১ চা চামচ), সাদা তেল (২ টেবল চামচ)।

প্রণালী-প্রথমে ননস্টিক প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে তাতে সেদ্ধ জুলিয়ান চিকেন দিন। এবার আঁচ কমিয়ে একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে স্টার ফ্রাই করে নিন। চিকেন ও সবজি মিলেমিশে গেলে নামিয়ে নিন। স্ন্যাকসের পাশাপাশি চাইলে চাইলে রুটি বা ব্রেডের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন।

চিকেন চিজ বল

উপকরণ-চিকেন (বোনলেস, ২০০ গ্রাম), গোলমরিচগুঁড়ো (আধ-চা চামচ), নুন (স্বাদ মতো), লাল লঙ্কা গুঁড়ো (১ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২ টি), আদা রসুন বাটা (২ চামচ), হলুদ গুঁ।া (১৪ চা-চামচ), পিজা চিজ (গ্রেটেড, ৫০ গ্রাম), সাদা তেল (ভাজার জন্য)।

প্রণালী-একটা মিক্সিতে চিকেন, নুন, কাঁচালঙ্কা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা ও গোলমরিচ দিন। ভালো করে ব্লেন্ড করুন যাতে মিহি হয়। আধঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিন। একটা বাটিতে বেসন, নুন, জল, বেকিং সোডা মেশান। ভালো করে ফেটিয়ে নিন যাতে দলা না থাকে। চিকেনের মিশ্রণ ফ্রিজ থেকে বের করে নিন। একটা বড়ো পাত্রে তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটা ছড়িয়ে রাখুন। তার উপর গ্রেটেড চিজ বিছিয়ে দিন। সেখান থেকে অল্প মণ্ড তুলে মুড়ে ছোট বল তৈরি করুন। প্যানে তেল গরম করুন। চিকেন বলগুলো বেসনের গোলায় ডুবিয়ে লালচে করে ভেজে তুলুন। চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।

'উৎসব-এর উদরপূর্তি' হোক জমিয়ে!

পুজোয় মাছ-মাংস মুখে তোলেন না? রাঁধুন পনির সালান

ভোজনরসিক বাঙালির পুজো মানেই পেটপুজো। আর সেই রসনা তৃপ্ত হলে, উদর ' থেকে বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হন না! উৎসবের প্রহর দুয়ারে কড়া নাড়লেই আনন্দের স্বাদ আরও বেশি করে চেটেপুটে নিতে চায় মন। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা পুজোর দিনগুলোয় মাছ-মাংস মুখে তোলেন না, কিংবা অনেকে আবার বছরভর নিরামিষাশী। তবে একপদ খেয়ে একঘেয়ে লাগলে, আপনাদের জন্য লোভনীয় এক পদ- পনির সালান। যা রান্না করলে পাত তো চেটেপুটে সাফ হবেই, অতিথিদেরও তারিফ পাবেন।উপকরণ- পনির ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম, বড় পেঁয়াজ আধখানা, হ্যালাপিনো ৪টে বড়, জিরে গুঁড়ো ১২ চা-চামচ, তিল তিন চামচ, সরষে গুঁড়ো ১২ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চামচ, শুকনো নারকেল ১৪ কাপ, কালোজিরে ১২ চা-চামচ, তেঁতুলবাটা ২ চামচ, রসুনের কোয়া ২টো, সাদা তেল ২ চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, কারিপাতা কয়েকটা, শুকনো লঙ্কা কয়েকটা, বাদাম ১৩ কাপ।প্রণালী-ছোট ছোট টুকরোয় কেটে রাখুন পনির। একটা কড়াইয়ে বাদাম, তিল আর নারকেল শুকনো ভেজে নিন দুই থেকে তিন মিনিট। কোনওভাবেই যেন পুড়ে না যায়। ঠান্ডা হতে দিন। এবার হ্যালাপিনোগুলোয় তেল মাখিয়ে সেগুলো কাঁটা চামচে আটকে আগুনে গ্রিল করে নিন যতক্ষণ না বাইরেটা পুড়ে-পুড়ে আসে। সেগুলো ঠান্ডা করে ছাল ছাড়িয়ে নিন। অর্ধেক করে কেটে নিন। ০কড়াইয়ে এবার এক চামচ সাদা তেল দিন। পনিরের টুকরোগুলো বাদামি হয়ে আসা পর্যন্ত তেলে সাঁতলে নিন। পেঁয়াজ আর রসুন ছাড়ুন পনিরের মধ্যে। ভালো করে ভেজে নিন।এবার আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম, তিল, নারকেল মিশিয়ে নিন। হলুদ এবং লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকুন। আরেকটা প্যানে বাকি সাদা তেল গরম করে তাতে সরষে, জিরে এবং কালোজিরে ঢালুন। কারিপাতা কুচিয়ে ছেড়ে দিন। তাতে তেঁতুল বাটা এবং পরিমাণ মত জল মেশান। জলের পরিমাণ চোখের আন্দাজে বাড়িয়ে-কমিয়ে নিতে পারেন। চার থেকে ৫ মিনিট নাড়ান। স্বাদমতো নুন-চিনি দিন। এবার এই মিশ্রণে পনির ও কেটে রাখা হ্যালাপিনো মেশান। ভালো করে কষিয়ে উপরে শুকনো লঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মেট্রো স্মার্ট কার্ড এবং 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ জনপ্রিয় করতে বিশেষ প্রচারণা

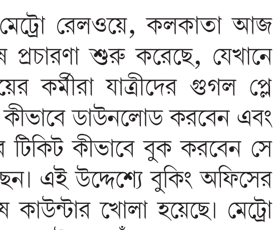

কলকাতা, ৬.সেপ্টেম্বর ঃ গ্রিন লাইন করিডোরের পুরো অংশটি খোলার পর, বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মেট্রো স্মার্ট কার্ড বিক্রি এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের স্মার্ট বুকিংয়ের জন্য আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ জনপ্রিয় করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা আজ থেকে সাত দিন ধরে একটি বিশেষ প্রচারণা শুরু করেছে, যেখানে মেট্রো রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়ের কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোরঅ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন এবং অ্যাপের সাহায্যে মোবাইল কিউআর টিকিট কীভাবে বুক করবেন সে সম্পর্কে সহাযতা এবং প্রদর্শন করছেন। এই উদ্দেশ্যে বুকিং অফিসের বাইরে বিভিন্ন প্রধান স্টেশনে বিশেষ কাউন্টার খোলা হয়েছে। মেট্রো স্মার্ট কার্ড ইস্যু বা রিচার্জের পরিমাণের উপর পাঁচ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড কিনতে বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কিনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রো রেলওয়ে প্রধান স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টারের ব্যবস্থাও করছে যাতে যাত্রীরা আরামে টিকিট বুক করতে পারেন।এই বিষয়ে হাওড়া, শিয়ালদহ, সল্টলেক সেক্টর ভি, দমদম এবং এসপ্ল্যানেডের মতো বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে এবং মূল্যবান সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করতে আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপ এবং মেট্রো স্মার্ট কার্ড খুবই সহায়ক। যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছানোর আগে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কিনতে এবং প্রতিটি টিকিটের ভাড়ায় ৫ ছাড় পেতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দালালদের বিরুদ্ধে আরপিএফ অভিযান

মালিগাঁও, ৬ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) প্রকৃত যাত্রীদের কাছে সংরক্ষিত টিকিটের সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করতে দালালি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তিনটি পৃথক অভিযানে, আরপিএফ তিনজন দালালকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এক লক্ষটাকারও অধিকমূল্যের মোট ৪৪টিপিআরএস টিকিট উদ্ধার করেছে।প্রথম ঘটনায়, ২সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে, নিউ জলপাইগুড়ির সিআইবি এবং নিউজলপাইগুড়ির আরপিএফ পোস্টের একটি যৌথ দল মাজাওয়ালি, জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) স্থিতসী তারাম অনলাইন সার্ভিস নামে একটি দোকানে অভিযান চালায। অভিযানের সময়, একজন দালালকে গ্রেপ্তার করা হয.এবং তার কাছ থেকে ৮৩০টাকা মূল্যের ২টিপিআরএস টিকিট উদ্ধার করা হয়। রেলওয়ে আইনের ধারা ১৪৩-এর অধীনে ৪সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ১০৭০২০২৫ নম্বরে একটি মামলা দায়ের করা হয়।দ্বিতীয় ঘটনায়, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আরপিএফ-এরনেতৃত্বে লামডিং-এর সিআইবির একটি দল পিআরএস ডিমাপুরে এক দালালকে গ্রেপ্তার হয়। অভিযানের সময়, ৩,৪৬৫ টাকা মূল্যের ২টি পিআরএস টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে আইনের ধারা ১৪৩-এর অধীনে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ২৭৮২০২৫ নম্বরে একটি মামলা দায়ের করা হয়।তৃতীয় ঘটনা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে, ডালখোলার আরপিএফ পোস্টের একটি দল পিআরএস কানকিতে একজন দালালকে গ্রেপ্তার করে। অভিযান কালে,১১,৮৮৯.০১ টাকা মূল্যের ৭টিপিআরএস টিকিট এবং ৯০,৮১৯.৪৬ টাকা মূল্যের ৩৩টি পুরনো পিআরএস টিকিট (মোট৪০টি পিআরএস টিকিট যার মূল্য ১,০২,৭০৮.৪৭- টাকা) উদ্ধার করা হয। রেলওয়ে আইনের ধারা ১৪৩-এর অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ২০৭২০২৫ নম্বরে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ দালালির সমস্যা রোধ করতে এবং প্রকৃতযাত্রীদের সংরক্ষিত টিকিটের উপলব্ধ তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

স্বর্গে যেতে চান ট্রাম্প! 'ভক্তদের' থেকে ১৫ ডলার 'অনুদান চাইলেন

৬ সেপ্টেম্বর ঃ তাঁর নোবেলের জন্য 'ঘ্যানঘ্যান' এখন আন্তর্জাতিক মহলের আলোচনার বিষয়। সম্ভবত সেই আলোচনাও এবার পিছনের সারিতে চলে যেতে পারে। জানা যাচ্ছে, এবার ট্রাম্প চাইছেন স্বর্গে যেতে! শুধু তাই নয়, রীতিমতো অনুদান সংগ্রহও শুরু করেছেন তিনি। 'ভক্ত' থেকে ১৫ ডলার চাইলেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। এই প্রসঙ্গে যে 'ফান্ডরেইজার' ইমেল পাঠানো হয়েছে ট্রাম্পের রাজনৈতিক গ্রুপ ' স্যারেন্ডার'-এর তরফে, সেখানে ট্রাম্পকে লিখতে দেখা গিয়েছে, ' স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই। গত বছর আমি মৃত্যুর থেকে কয়েক মিলিমিটারের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম যখন বুলেট আমার চামড়া ফুঁড়ে ঢুকে পড়েছিল। তাহলে আর আমার হোয়াইট হাউসে ফেরা

হত না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ভগবান আমাকে একটি কারণে পাঠিয়েছেন- আমেরিকাকে আবারও মহান করে তুলতে।' ট্রাম্পের এহেন বার্তায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক- দুই গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ট্রাম্পের মৃত্যুসংবাদ রটেছিল।

ওই মেলে ট্রাম্প পরিষ্কার লিখেছেন, 'এই উদ্দেশ্যে আমি একটি ২৪ ঘণ্টার তহবিল লঞ্চ করেছি। সকলের থেকে মাত্র ১৫ ডলার করে চেয়ে নিচ্ছি রেকর্ড বুকে নাম তুলতে।' ব্যাপারটা যতই বিস্ময়কর হোক, ট্রাম্পের মুখে এমন কথা নতুন নয়। এক মাস আগেই তিনি বলেছিলেন, আমি স্বর্গে যেতে চাই। কিন্তু শুনতে পাই আমি নাকি ভালো কাজ করিনি। এবার ফের তাঁর মুখে স্বর্গে যাওয়ার প্রসঙ্গ। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে নোবেল পাওয়ার মতোই স্বর্গে যাওয়া নিয়েও একই রকম আগ্রহী ট্রাম্প।

কানাডায় ফুলেফেঁপে উঠছে খলিস্তানিরা, মদত পাচ্ছে হামাস-হেজবোল্লাও!

৬ সেপ্টেম্বর ঃ কানাডা থেকে তহবিল সংগ্রহ করেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে খলিস্তানি সংগঠনগুলি। এমনটাই প্রকাশ্যে এল কানাডা সরকারের রিপোর্টে। এতদিন এটা মোটামুটি ওপেন সিক্রেট ছিল যে বব্বর খালসা, আন্তর্জাতিক শিখ যুব ফেডারেশন, শিখস ফর জাস্টিস-এর মতো খলিস্তানি সংগঠনগুলি কানাডাকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। সদ্যই কানাডার অর্থমন্ত্রকের একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, কানাডাতেই নিজেদের সংগঠনের জাল বিস্তার করছে খলিস্তানিরা। দেশ থেকে আর্থিক সাহায্যও পাচ্ছে তাঁরা। এমনকী কানাডাই একমাত্র দেশ নয়, আরও বেশ কিছু দেশ থেকেও চরমপন্থী শিখ সংগঠনগুলি অর্থ সংগ্রহ করছে বলে সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, খলিস্তানিদের পাশাপাশি হামাস এবং হেজবোল্লার মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গেও কানাডার আর্থিক যোগাযোগ রয়েছে। যে সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে। চরমপন্থী সংগঠনগুলি দাতব্য তহবিল, মাদক পাচার এবং গাড়ি চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করছে। খলিস্তানি সংগঠনগুলি এনজিও হিসেবেও টাকা সংগ্রহ করছে, এমনকী কানাডার প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ

থেকেও দান চাইছে তাঁরা।

উল্লেখ্য, মাসখানেক আগেই কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জানিয়েছিল, ভারতে নাশকতার পরিকল্পনা করতে কানাডার মাটিকে ব্যবহার করছে খলিস্তানি জঙ্গিরা। সংস্থা আরও জানিয়েছিল, খলিস্তানি চরমপন্থীরা তহবিল সংগ্রহের জন্যও কানাডাকেই নিজেদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। কানাডার অভ্যন্তরে বিদেশী হস্তক্ষেপ এবং চরমপন্থী কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটিকে উল্লেখ করা হয়েছিল গোয়েন্দাদের তরফে। বেশ কয়েক বছর ধরেই কানাডার মাটিতে খালিস্তানি চরমপন্থীদের তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে ভারত। যদিও কানাডা এই বিষয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে ভারত সরকারের কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও বৈরিতা এখন অতীত। কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড পরবর্তী কূটনৈতিক বিবাদের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের উপর জোর দেন উভয় রাষ্ট্র নেতা। দীনেশ কে পট্টনায়েককে কানাডায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে নয়াদিল্লি।

উত্তর-পূর্ব রেলের আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ০৩ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫৩০১০৫৩০২ মাউ-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট -মাউ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি গোরখপুর হয়ে ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার মাউ থেকে এবং ০৩ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিম্নোক্তভাবে ৯টি ভ্রমণের জন্য পরিচালনা করবে।০৫৩০১ মাউ-আম্বালা ক্যান্ট সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার মাউ থেকে ০৪.০০ টায় ছেড়ে বেলথারা রোডে ০৪.৪৪ টায়, ভাটনিতে ০৫.২২ টায়, দেওরিয়া সদরে ০৫.৪৭ টায়, গোরখপুরে ০৭.০০ টায়, খলিলাবাদে ০৭.৩৭ টায়, বাস্তিতে ০৮.১০ টায়, মানকাপুরে ০৯.০০ টায়, গোন্ডায় ০৯.৩৫ টায়, বুধওয়ালে ১০.৩৭ টায়, সীতাপুরে ০২.২৩ টায়, বেরেলিতে ০৫.৩৭টায়, মোরাদাবাদে ০৭.২২ টায়, গাজিয়াবাদে ০৭.৩৭ টায়, দিল্লিতে ০২.৩০ টায়, সোনিপতে ০২.১৪টায় এবং পানিপত জংশনে পৌঁছাবে। এটি আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাত ১২.০৭ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন ০০.৩০ মিনিটে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫৩০২ আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট -মাউ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ৩ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাত ১.৪০ মিনিটে ছেড়ে পানিপথ জংশনে পৌঁছাবে। এটি ০৩.০৭ টায়, সোনিপত ০৩.৪২ টায়, দিল্লি ০৫.১০ টায়, গাজিয়াবাদ ০৬.০৭টায়, মোরাদাবাদ ০৮.৩০ টায়, বেরেলি ০৯.৪২ টায়, সীতাপুর ০১.০০টায়, বুধওয়াল ০১.৫২টায়, গোন্ডা ০১.০০টায়, মানকাপুর ০১.২০ টায়, বাস্তি ০১.১৭টায়, খলিলাবাদ ০১.৪৭ টায়, গোরখপুর ০১.০০ টায়, দেওরিয়া সদর ০১.০৫ টায়, ভাটনি ০১.৩৪ টায় এবং বেলথরা রোড ০১.১৭ টায় ছেড়ে মাউ ০২.০০ টায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২২টি কোচে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ কোচ, ০৪টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ, ০৫টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ০২টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ, ০৬টি এসি থার্ড ক্লাস কোচ, ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস কোচ, ০১টি এসি ফার্স্ট কাম সেকেন্ড ক্লাস কোচ এবং ০১টি এল.এস.এল.আর.ডি. কোচ স্থাপন করা হবে।

প্রেয়াত ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সবচেয়ে বর্ষীয়ান সদস্য

৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সবচেয়ে বর্ষীয়ান সদস্য ডাচেস অফ কেন্ট ক্যাথরিন। বয়স হয়েছিল ৯২। শুক্রবার এক ঘোষণায় এমনটাই জানানো হয়েছে বাকিংহাম প্যালেসের তরফে। ক্যাথরিন ছিলেন রানি তৃতীয় এলিজাবেথের তুতো বোন। তাঁর স্বামী ডিউক অফ কেন্ট প্রিন্স এডওয়ার্ড।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ক্যাথরিন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ পরিবারে শোক পালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে বিয়ে হয় ক্যাথরিনের। সেই থেকেই তিনি রাজ পরিবারের সদস্য। উত্তর ইংল্যান্ডে মোতায়েন ছিলেন প্রিন্স এডওয়ার্ড। সেই সময় থেকেই তাঁদের প্রেমের সূত্রপাত। এরপর দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এদিন প্যালেসের তরফে যে বিবৃতি পেশ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, ' এবং রানি রাজপরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে কেন্টের ডিউক, তাঁর সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেন। এবং দাতব্যের প্রতি ডাচেসের আজীবন নিষ্ঠা, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আবেগ এবং তরুণদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা স্মরণ করেন।' ক্যাথরিন রেখে গেলেন তিন সন্তান ও দশ নাতি-নাতনিকে।

১৯৬৯ সাল থেকে উইলম্বডনে আসা শুরু করেন ক্যাথরিন। সেই সময় থেকেই তিনি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। প্রতিযোগিতার ট্রফি তিনিই তুলে দিতেন বিজয়ীদের হাতে। এর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয় ১৯৯৩ সালে। চেক খেলোয়াড় জানা নভোনা মেয়েদের ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন তাঁকে দেখা যায় ক্যাথরিনের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে। এমনকী রানার্স আপের ট্রফিও তিনি আনতে যান পাঁচ বছর পরে। পরাজিত নভোনাকে ক্যাথরিনের সান্ত্বনা দেওয়ার দৃশ্যটি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। যদিও ১৯৯৯ সাল থেকে উইলম্বডনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। সেবার তাঁকে বন্ধুপুত্রকে নিয়ে রয়্যাল বক্সে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তা নিয়েও জলঘোলা হয় বিস্তর। খেলার পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতিও প্রগাঢ় প্রেম ছিল ক্যাথরিনের। বহু বছর উত্তর ইংল্যান্ডের এক স্কুলে সঙ্গীতও শেখান তিনি।

রাজগীর স্পোর্টস অ্যাকাডেমি এশিয়ান হকি ফেডারেশনের অধিভুক্তি পেল

রাজগীর, ৬ সেপ্টেম্বরঃ রাজগীর স্পোর্টস অ্যাকাডেমি এশিয়যান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্তি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক এএইচএফএর সভাপতি তৈয়ব ইকরাম এই পদক্ষেপের ঘোষণা করেছেন। শুক্রবার রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে 'গ্রাসরুটস টু গ্লোরি ' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনার সময় এই ঘোষণা দেওয়া হয়। ইকরাম অ্যাকাডেমির মিশনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ প্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্বব্যাপী হকির পক্ষ থেকে, আজ আমি ঘোষণা করছি যে রাজগীর স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আজ থেকে এশিযান হকি ফেডারেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হচ্ছে, বিহার রাজ্য ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী আধিকারিকরা রবীন্দ্রন শঙ্করণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন। বিহারের নালন্দা জেলায় অবস্থিত ৯০ একর জমির বিস্তৃত রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হকি ছাড়াও আরও ২২টি খেলার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। হকি ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ভোলা নাথ সিং তরুণ ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করেন। অতীতে বীরেরা কী করেছেন তা ভুলে যান। আমরা এখন এক ভিন্ন সময়ে বাস করছি, তোমাদের সময। তেরঙ্গার কথা ভাবো এবং সততার সঙ্গে কাজ করো, তাহলে পদক আসবেই।

তেহট্টে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যু,প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

দেবাশিস কংশবণিক, তেহট্ট, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ নদিয়ার তেহট্ট থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার মাঠে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় বছর আটের স্বর্ণাভ বিশ্বাস নামক এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। দিনভর খোঁজ চালিয়েও ছেলের কোনও সন্ধান না পেয়ে রাতে তেহট্ট থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। পাশাপাশি ছেলের খোঁজ পেতে সমাজ মাধ্যমেও ছবি দিয়ে সন্ধান চালানো হয়। কিন্তু কোনও কিছুতেই নিখোঁজ স্বর্ণাভ বিশ্বাসের খোঁজ পাওয়া যায়নি। অপরদিকে শনিবার সকালে বাড়ির অনতিদূরে একটি পুকুরে প্লাস্টিকের মধ্যে মোড়া অবস্থায় ওই ছাত্রের মৃতদেহটি ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায় শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এমনই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। মৃত শিশুটির পরিবারের অভিযোগ,এটি একটি পরিকল্পিত খুন। তাদের অভিযোগের তির প্রতিবেশী উপল মণ্ডলের। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে প্রতিবেশী উপল মণ্ডল ও তার পরিবার। মৃত ছাত্রের পরিবারের দাবি,পূর্ব শত্রুতার জেরে উপল শিশুটিকে অপহরণ করে খুন করেছে এবং প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি পুকুরে ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হতেই গ্রামবাসীদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত উপল মণ্ডলের বাড়ি ঘিরে ফেলে। এরপর উৎপল মণ্ডলকে বেধড়ক মারধর করে ক্ষিপ্ত জনতা। অপরদিকে ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠলে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীন উত্তম ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেহট্ট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। কোনওক্রমে অভিযুক্ত উপল মন্ডলকে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় সরিয়ে নিলেও জনতার রোষ কমেনি। স্থানীয়দের একাংশ অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ বিষয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

Name Change
I AKHTAR JAHAN BEGUM W/O MOHAMMAD MAHASIN HIOSSAIN residing at Gurupally South P.O. Santiniketan P.S. Bolpur Dist Birbhum. W. Bengal PIN-731235 Shall henceforth be known as AKHTAR JAHAN BEGUM W/O MD. MAHASIN HOSSAIN as declared before Notary Public, Bolpur, Birbhum of W. Bengal Regn 064/2022 vide affidavit No-1508 dated 01-09-2025. AKHTAR JAHAN BEGUM W/O MOHAMMAD MAHASIN HIOSSAIN and AKHTAR JAHAN BEGUM W/O MD MAHASIN HOSSAIN both are same and identical person.

Name Change
I MOHAMMED MAHASIN HOSSAIN S/o Late ALI AHMED residing at Guru Pally South P.O. Santiniketan, Birbhum PIN-731235 West Bengal, India. P.S. Bolpur. Shall henceforth be known as MD. MAHASIN HOSSAIN S/O ALI AHAMMAD as declared before Notary Public, Bolpur Birbhum, West Bengal Regn- 064/2022 Vide affidavit No 1507 dated 01-09-2025. MOHAMMED MAHASIN HOSSAIN S/o ALI AHMED and MD. MAHASIN HOSSAIN S/o ALI AHAMMAD both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা
আমার মক্কেল ১) পাপিয়া মুখার্জী স্বামী- দেবাশীষ মুখার্জী, ২) স্নেহাশিস দোলুই, পিতা-গোপাল চন্দ্র দোলুই, উভয়ের সাং- আরুপাড়া, ধাড়সা নবপল্লী, পোষ্ট-জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, ৩) কৃপাসিন্ধু দোলুই, পিতা- হিরুলাল দোলুই, সাং-কোয়াটার নং ২১৪/ডি, সেক্টর-১০ শপিং কমপ্লেক্স কাছে, পোষ্ট+থানা-উক্কুনগরম, জেলা- বিশাখাপত্তনম অন্ধপ্রদেশ- ৫৩০০৩২। ১) নিবেদিতা প্রামানিক ওরফে নিবেদিতা দেব কুমার প্রামানিক, স্বামী-দেব কুমার প্রামানিক, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অর্ঘ্য ঘোষ, পিতা- শ্রী অশোক কুমার ঘোষ, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৪০৩১১৪/২০২৩ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- রাঘবপুর, জে.এল নং-৩৫, হাল খতিয়ান, ৪২০ নং, হাল ৩১৮ নং দাগে ০৯.৯০ শতক সম্পত্তি ADSR ডোমজুড় অফিসে ২১২৪/২৫, ২১২৩/২৫ ও ২২৬০/২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।
কৌশিক পাকড়ে
অ্যাডভোকেট

Name Change
I, Krishna Pada Shel (old name) son of Late Gurudas Shil, residing at 3/31, Jatin Das Nagar, Belghoria, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700056, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Krishna Pada Shil (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/09/2025. Krishna Pada Shel and Krishna Pada Shil both are same and one identical person.

Name Change
I, Krishna Pada Sil (old name) son of Late Gurudas Shil, residing at 3/31, Jatin Das Nagar, Belghoria, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700056, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Krishna Pada Shil (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/09/2025. Krishna Pada Sil and Krishna Pada Shil both are same and one identical person

Name Change
I, Swapna Rani Shel (old name) wife of Krishna Pada Shil, residing at 3/31, Jatin Das Nagar, Belghoria, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700056, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Swapna Rani Shil (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/09/2025. Swapna Rani Shel and Swapna Rani Shil both are same and one identical person.

Name Change
I, Swapna Rani Sil (old name) wife of Krishna Pada Shil, residing at 3/31, Jatin Das Nagar, Belghoria, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700056, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Swapna Rani Shil (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/09/2025. Swapna Rani Sil and Swapna Rani Shil both are same and one identical person.

Name Change
I, Sri Varun Agarwal(Old Name) S/o Sri Ramesh Dinodiya, residing at 5, Gokhale, L.R. Sarani, S.O. Kolkata-700020 West Bengal, Indian have changed my name and shall henceforth be known as Sri Varun Dinodiya(New Name), as declared before the Hon'ble First Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Pgs vide Affidavit No. 18926 on dated 19/08/2025. Sri Varun Dinodiya and Sri Varun Agarwal both are same and identical person.

Name Change
I, Mojammel Haque Molla (Old Name) S/o Nurul Haque Molla Residing at Chatta Kalikapur, Chata Kalikapur, P.o - Chatakalikapur Thakur pukur Mahestola, District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Hazi Mozammel Haque Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Mojammel Haque Molla (Old Name) and Hazi Mozammel Haque Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Barnali Mitra (Old Name) W/o Shibajyoti Mitra Residing at 31A, Ramananda Chatterjee Street, P.s - Amherst Street, District - Kolkata Pin - 700009, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Barnali Sarkar Mitra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2025. Barnali Mitra (Old Name) and Barnali Sarkar Mitra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ali Akbar Hussain (Old Name) S/o Anowor Hussain Residing at Guma Satyajit Park, P.o - Guma, P.s - Ashok Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743704, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Ali Akbar Hussain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Ali Akbar Hussain (Old Name) and Md Ali Akbar Hussain (New Name) both are same and one identical person.

নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো বিশ্বনবী দিবস

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হলো নানান অনুষ্ঠান। বিশ্বনবী হযরত মহম্মদ (সা:)এর জন্মদিন ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার হাজী ইসাহাক সিদ্দিকী সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৫৮গেটের মোল্লার মোড় হতে বাইক মিছিল শুরু হয় শেষ হয় উলুবেড়িয়ার আলিপোতার মাঠে, নেতৃত্বে ছিলেন পীরজাদা আলহাজ্ব জোবায়ের সিদ্দিকী,সেখ আব্দুস সালাম, ডাঃ আলামিন কাজী, ডঃ জাহাঙ্গীর সহ একাধিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দরা।

উলুবেড়িয়ার জগদীশপুরে আশিক এ রসুল আলমার্স সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রা,এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ বসু, সংগঠনের সম্পাদক সেখ সমিরুদ্দিন, উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর থেকে বিটি কলেজ মাঠ পর্যন্ত এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয় । মিছিলে অংশগ্রহণ করেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান,চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর সহ একাধিক বিশিষ্ট জন। অপরদিকে বাগনানে এক বিশাল মোটর সাইকেল র‍্যালী বের হয়।

বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কলেজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কলেজ তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে জমি চিহ্নিত করেছে গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর। গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানান, এখন পর্যন্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্তই শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তার পর আর উচ্চশিক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই। তিনি বলেন, এই কলেজ গড়ে তোলা হলে, দেশের বিভিন্ন সংস্থা এই ছাত্রছাত্রীদের চাকরিতে নিতে আগ্রহী। অন্য কোনও রাজ্যে এমন কলেজ নেই। মন্ত্রী ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কলেজ গড়ার অনুমোদন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। দফতর ব্লুপ্রিন্টও প্রস্তুত করেছে। তাঁর দাবি, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এই ছাত্রছাত্রীদের পারফরম্যান্স অসাধারণ। অনেক ক্ষেত্রে তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও ছাপিয়ে যায়। উচ্চশিক্ষা পেলে তারা স্বনির্ভর হতে পারবে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে এই দফতরের তত্ত্বাবধানে ২০২টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এদের অনেকেই আদিবাসী অঞ্চলের বাসিন্দা এবং আর্থিক অভাবের কারণে শিক্ষা খরচ বহন করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে দফতরই তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা দিচ্ছে।

শিলিগুড়িতে একটি বহুতল আবাসনের নীচে উদ্ধার হল এক ছাত্রীর দেহ

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন কদমতলা এলাকার একটি বহুতল আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার হল এক ছাত্রীর দেহ। শনিবার সকালে স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন স্কুল ড্রেস পরা অবস্থায় এক ছাত্রী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আবাসনের নীচে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ছাত্রীর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে।জানা গিয়েছে, কদমতলা বিএসএফ আবাসনের বাসিনন্দা এই ছাত্রী নবম শ্রেণীতে প।ত কদমতলা বিএসএফ স্কুলে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বহুতল আবাসনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। ঘটনাস্থল থেকে চারটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি জেলার খড়িবাড়িতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহতের নাম রঞ্জিত রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রঞ্জিত বাড়িতে একা থাকতেন। তিনি গত কয়েকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শনিবার বাড়িতে কোনও আওয়াজ না পেয়ে স্থানীযদের সংঃদহ হয়। স্থানীযরা বাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পান যে রঞ্জিত দড়িতে ঝুলছে। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার আওতাধীন পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

উত্তর-পূর্ব রেলের দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার মাউ থেকে গোরখপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন ০৫০১৭ / ০৫০১৮ মাউ-উধনা-মউ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার উধনা থেকে ৬টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৫০১৭ মাউ-উধনা সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার মাউ থেকে ০৫.৩০ মিনিটে ছেড়ে বেলথারা রোডে ০৬.১৭ মিনিটে, সালেমপুরে ০৬.৪২ মিনিটে, ভাটনিতে ০৭.০৫ মিনিটে, দেওরিযা সদরে ০৭.৩০ মিনিটে, গোরখপুরে ০৯.৩০ মিনিটে, খলিলাবাদে ১০.১০ মিনিটে, বাস্তিতে ১০.৪০ মিনিটে, গোন্ডায় ১২.০০ মিনিটে, বারাবাঁকিতে ১৩.২৭ মিনিটে, বাদশাহনগরে ২.০২ মিনিটে, আইশবাগে ২.৪০ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রালে ১৬.১০ মিনিটে, টুন্ডলায় ১৯.১০ মিনিটে, ইদগাহ আগ্রায় ২০.২০ মিনিটে, বাযানায় ২২.০৫ মিনিটে, গঙ্গাপুর সিটিতে ২৩.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। দ্বিতীয় দিন কোটা থেকে ০১.২৫ মিনিটে, ভবানী মান্ডি থেকে ০২.১৫ মিনিটে, শামগড় থেকে ০২.৪০ মিনিটে, নাগদা থেকে ০৪.৩০ মিনিটে, রতলম থেকে ০৬.২৫ মিনিটে এবং ভদোদরা থেকে ১০.৩০ মিনিটে ছেড়ে উধনা পৌঁছাবে এবং দুপুর ১২.০০ মিনিটে।ফিরতি যাত্রায, ০৫০১৮ উধনা-মাউ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার উধনা থেকে বিকাল ৩.০০ টায় ছেড়ে ভদোদরায .১৬.৪০ টায, রতলম ২.৪০ টায়, নাগদা ২২.৪২ টায়, শামগড় ২৩.৪০ টায়, ভবানী মান্ডি ২৩.৫৫ টায়, পরের দিন কোটা থেকে ০১.২৫ টায়, গঙ্গাপুর সিটি ০৩.৩০ টায়, বায়ানা ০৪.৩০ টায়, ঈদগাহ আগ্রা ০৭.০৫ টায়, টুন্ডলা ০৮.১৫ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল ১২.৪০ টায়, আইশবাগ ১৪.১৫ টায়, বাদশাহনগর ১৪.৪৭টায়, বারাবাঁকি ১৫.২২ টায়, গোন্ডা ১৭.০০ টায়, বাস্তিতে পৌঁছাবে। ১৮.২০ ঘন্টা, খলিলাবাদ। এটি দেরাদুন থেকে ১৮.৪৭ মিনিটে, গোরখপুর থেকে ১৯.৪০ মিনিটে, দেওরিয়া সদর থেকে ২০.৩৫ মিনিটে, ভাটনি থেকে ২১.০০ মিনিটে, সালেমপুর থেকে ২১.২২ মিনিটে এবং বেলথরা রোড থেকে ২১.৪৭ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং মাউতে রাত ২২.৩০ মিনিটে পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ সংযুক্ত থাকবে যার মধ্যে রয়েছে ০২টি কেএসএলআরডি, ০৬টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, ০৮টি স্লিপার ক্লাস, ০৩টি এসি তৃতীয় শ্রেণী এবং ০১টি এসি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ।

ত্রিপুরা রাজ্যে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের শাখা উদ্বোধন হলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থা নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ রামকৃষ্ণ অভেদানন্দ মিশন চিল্ড্রেন'স হোম, কুমারঘাটে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে তাদের নতুন ইউনিটের উদ্বোধন করে। দিনের শুরুতেই জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী আশীষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক তথা অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী শ্রীমতী অর্চিতা দে (কৈলাশহর) এবং রামকৃষ্ণ অভেদানন্দ মিশনের ইন-চার্জ ও বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী সাজলকান্তি দেব। অনুষ্ঠানে শিশুদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলে ব্যবহারের জন্য জুতো তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আয়োজিত হয় বিভিন্ন খেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা, যা শিশুদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। সাংস্কৃতিক পর্বে শিশুদের অংশগ্রহণে গান, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। উল্লেখ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে আসছে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। এটি ছিল সংস্থার ত্রিপুরায় প্রথম উদ্যোগ। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে তারা ত্রিপুরায় আরও বিস্তৃতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। অনুষ্ঠানে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এবং রামকৃষ্ণ অভেদানন্দ মিশনের নেতৃত্ব একযোগে ঘোষণা করেন, আগামী দিনে তাঁরা সহযোগিতার মাধ্যমে শিশু কল্যাণ ও সমাজোন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কুমারঘাটের মানুষের জন্য এই অনুষ্ঠান ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা, যেখানে শিশুদের মুখের হাসি ও প্রাণোচ্ছলতা প্রমাণ করে দিল সমাজসেবার প্রকৃত সার্থকতা।

রাতের অন্ধকারে মুর্শিদাবাদের লালগোলার বিডিও-র আবাসনে হামলা,গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদারঃ মুর্শিদাবাদের লালগোলার বিডিও-র সরকারি আবাসনে হামলা চালানোর অভিযোগে শুক্রবার গভীর রাতে লালগোলা থানার পুলিশ ২ যুবককে গ্রেপ্তার করলো। অভিযোগ উঠেছে গত দু'সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার বিডিওর সরকারি বাসভবনে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী হামলা চালিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন,' গত ৩ সেপ্টেম্বর লালগোলা বিডিও-র সরকারি বাসভবনে হামলার একটি অভিযোগ ওঠে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিডিও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে লালগোলা থানার পুলিশ রাধাকৃষ্ণপুর থেকে কামিরুল ইসলাম (২৩) ওরফে বাবু এবং রামনগর গ্রাম থেকে সেসময়েয়ামুদ্দিন (২০) ওরফে সেসম নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।' ধৃত যুবকদের শনিবার লালবাগ আদালতে পেশ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত লালগোলা বাজারের জনবহুল জলট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে পিএইচই ক্যাম্পাসের মধ্যে লালগোলার বিডিও-র সরকারি আবাসন। গত ৪ দিন আগে অভিযোগ ওঠে রাতের অন্ধকারে কমপক্ষে চারজন দুষ্কৃতী মুখ ঢেকে বিডিও-র সরকারি আবাসনের দরজা এবং কোয়ার্টার লক্ষ্য করে

একের পর এক বড় বড় ঢিল,পাথর এবং ইট ছুড়েছে। বিডিও-র বাসভবনে হামলার ভিডিওটি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যেতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। প্রশাসন সূত্র জানা গিয়েছে, শেষবার যেদিন বিডিওর সরকারি আবাসনে হামলা হয় সেদিন চারজন যুবক মুখ ঢেকে রাত দু'টো নাগাদ আবাসনের সামনে এসে দাঁড়ান। তারপর রাস্তার উপর পড়ে থাকা বড় বড় ঢিল এবং পাথর তুলে সরকারি আবাসনের ভেতরে এবং বন্ধ দরজায় ছুড়ে মারেন। কিন্তু ঠিক কী কারনে বারবার বিডিও-র সরকারি আবাসনে এই হামলা তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি পুলিশের শীর্ষকর্তারা। তবে স্থানীয় সূত্রের খবর, লালগোলার বিডিওর একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাতপ্রাপ্ত একাধিক কন্ট্রাক্টরের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন ঠিকাদার নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন , লালগোলায় নিম্নমানের কাজ করার জন্য 'ব্ল্যাক লিস্টেড' ঠিকাদারদের দিয়েও বিডিও সাহেব কাজ করান। বিডিও অফিসের একশ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে কিছু ঠিকাদারের 'দহরম-মহরম' নিয়েও অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে। ঠিকাদারি কাজ পাওয়াকে কেন্দ্র করে সপ্তাহ দুয়েক আগেই দুই কন্ট্রাক্টর বিডিও অফিসের মধ্যে প্রকাশ্য মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এইসব ঘটনা সঙ্গে বিডিও-র সরকারি আবাসনে হামলার কোনও যোগ রয়েছে কিনা পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে।

আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রদর্শনী ভিয়েতনাম ২০২৫-এ বিশ্বব্যাপী প্রচারণার নেতৃত্ব দিচ্ছে আইআরসিটিসি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০২৫ সালকে আসিয়ান-ভারত পর্যটন বছর হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং আসিয়ান দেশগুলির সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পর্যটন সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করেছেন। এই সাহসী ঘোষণায় ভারত ও আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং বন্ধুত্বের বন্ধন জোরদারে পর্যটনের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। সম্পর্ক বৃদ্ধির এই নতুন উদ্যোগের আওতায়, ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) কে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির সাইগন প্রদর্শনী ও কনভেনশন সেন্টারে (এসইসিসি) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অত্যন্ত সম্মানিত আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রদর্শনী (আইটিই) ভিয়েতনাম ২০২৫-এ ভারতীয়দের অংশগ্রহণ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইআরসিটিসি একটি এক্সক্লুসিভ আসিয়ান-ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন স্থাপন করছে যা ভারতের বিভিন্ন ধরণের পর্যটন পণ্য প্রদর্শন করবে যা বিশ্বের কাছে ভারতের অফার করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক ও সুস্থতা প্যাকেজ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, অ্যাডভেঞ্চার কার্যকলাপ এবং বিলাসবহুল ভ্রমণ পণ্য, যার মধ্যে রয়েছে আইআরসিটিসি বিলাসবহুল ট্রেন, যা বিশ্বের সেরা, যেমন মহারাজা এক্সপ্রেস, গোল্ডেন রথ এবং বৌদ্ধ সার্কিট বিলাসবহুল এসি ট্রেন, আসিয়ান দেশগুলির পর্যটন দৃশ্য এবং আকর্ষণ। ভারতের কনসাল জেনারেল শ্রী বিপ্রা পান্ডে হো চি মিন শহরে আসিয়ান ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে, হো চি মিন সিটির ভারতের কনসাল জেনারেল বিপ্রা পান্ডে।এই নতুন সহযোগিতা এবং ২০২৫ সালকে আসিয়ান-ভারত পর্যটন বর্ষ হিসেবে উদযাপনের সূচনা হিসেবে, আইআরসিটিসি বিদেশ মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় করে ব্যাংককে PATA ট্র্যাভেল মার্ট ২০২৫-এ ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির পর্যটন খাতের খেলোয়াড়দের একটি শক্তিশালী দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে, যা ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে আন্ত ঃসাংস্কৃতিক এবং পর্যটন সহযোগিতার এক নতুন সূচনা। থাইল্যান্ড রাজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী নাগেশ সিং ব্যাংককে অবস্থিত আসিয়ান-ভারত প্যাভিলিয়নটি উদ্বোধন করেন, যা ভারত-আসিয়ান সাংস্কৃতিক এবং পর্যটন সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে MEA এবং IRCTC-এর প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করে

তুলেছে। এই লক্ষ্যকে অব্যাহত রাখার জন্য ২৮শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে থাইল্যান্ডে একটি রোড শোও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন এবং এটিও একটি বিশাল সাফল্য ছিল। ITE ভিয়েতনামে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে IRCTC, এবং এতে শীর্ষস্থানীয় পর্যটন GSA, রাজ্য পর্যটন বোর্ডের কর্মকর্তা এবং ASEAN দেশগুলির প্রতিনিধিরা, পর্যটন বাণিজ্য এবং পর্যটন নীতি নির্ধারণী সংস্থা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির এই সম্মিলিত অংশগ্রহণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একসাথে বিকাশ এবং পর্যটন সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। আসিয়ান-ভারত প্যাভিলিয়ন স্থাপনের পাশাপাশি, IRCTC-কে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সম্পূর্ণ সরবরাহ পরিচালনার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, আইআরসিটিসি ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটিতে আসিযান-ভারত পর্যটন রোড শো আয়োজন করছে যেখানে বিভিন্ন ভ্রমণ বাণিজ্য সংস্থা, ট্যুর অপারেটর এবং শিল্প অংশীদারদের অংশগ্রহণে দর্শকদের সামনে ইন্দো-আসিয়ান পর্যটন পণ্যের বিস্তৃত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি রোড শোটি প্রতিনিধিদলকে শীর্ষ স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটরদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে এবং নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করার জন্য একটি সময়োপযোগী বৈঠক হবে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আসিয়ান-ভারত পর্যটন বর্ষ ঘোষণা বিভিন্ন গ্রাহক অংশের মধ্যে ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী পর্যটন গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আইটিই হো চি মিন সিটিতে আসিয়ান-ভারত প্যাভিলিয়নের সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠা ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে সংস্কৃতি এবং পর্যটন প্রচারের নতুন চ্যানেল তৈরি করেছে এবং ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এই উদ্যোগটি কেবল আঞ্চলিক সংযোগই বৃদ্ধি করেনি, বরং এটি পারস্পরিক বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার সম্পর্কও স্থাপন করেছে, এইভাবে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে যেখানে পর্যটন-ভিত্তিক উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন ভারত এবং আসিয়ান উভয়ই ভবিষ্যতে অর্জন করতে পারে।

তিস্তাপারের চা কথা, পাহাড়ে বিপুল উৎপাদন হলেও তরাই-ডুয়ার্সে রুগ্ন পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড় থেকে নামার পথে হু হু করে কমে যাচ্ছে চা উপাদন! এই তথ্য উঠে এসেছে টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। এতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে চা শিল্পে দুটি ভিন্ন ছবি। একদিকে পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পাহাড়ে কাঁচা চা পাতার উপাদন বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। আর ডুয়ার্স ও তরাইয়ে উৎপাদন হু হু করে উপাদন কমছে। তরাই ডুয়ার্সে চা উৎপাদনের ঘাটতি চা অর্থনীতিকে প্রভাব ফেলবে। কারণ ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলে চা উৎপাদনের উপর বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার তারতম্যে পাহাড়ি এলাকা ও তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানে উৎপাদনের বিপরীত পরিসংখ্যান ধরা পড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুন মাসে ডুয়ার্সে চা বাগানে উৎপাদন কমেছে প্রায় ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কেজি। তরাইয়ে কমেছে ১ লক্ষ কেজির বেশি। গতবছরের তুলনায় এই বছর ডুয়ার্সে চা উৎপাদন ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার কেজি থেকে নেমেছে ৫৮ লক্ষ কেজির ঘরে। তরাই অঞ্চলে ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার কেজির জায়গায় উপাদন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। পাহাড়ি এলাকার ছবি আলাদা। দৃশ্যপট একেবারেই আলাদা। গত বছর জুন মাসে চা উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ৭৭হাজার ৭৮৬ কেজি। এবারে বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪১ কেজি। অর্থাৎ, উৎপাদন বেড়েছে ১ লক্ষ ৭হাজার কেজির বেশি। কালিম্পং বাদে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের প্রায় সব এলাকায় দেখা গেছে এই বৃদ্ধি। জুন মাসে ডুয়ার্সে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫০৫

মিলিমিটার। গত বছর হয়েছিল ১২১৪ মিলিমিটার। বৃষ্টির দিন কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ থেকে ১৮ দিনে। তাপমাত্রা বেড়েছে ৩৪.৭ ডিগ্রি থেকে ৩৬.৯ ডিগ্রিতে। তরাইয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ। জুনে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৩২৯ মিলিমিটার, যা আগের বছরের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। এই কারণে চা উৎপাদনে ঘাটতি। পাহাড়ের ক্ষেত্রে একই রকম আবহাওয়া সত্ত্বেও চা উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ি চা বাগানগুলিতে উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা বেশি। যার ফলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের মধ্যেও উৎপাদনে প্রভাব পড়েনি। উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ চা বাগান বর্তমানে এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। ছত্রাকের সংক্রমণে চা পাতায় পচন ধরছে, ফলে চাষিরা হয়ে উঠছেন চরম দিশেহারা। বহু জায়গায় চা পাতার মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার জেরে উপাদনও ব্যাপক হারে কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েক মাস ধরে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা-অতিরিক্ত বৃষ্টি ও আর্দ্রতা-ছত্রাক বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।চা শিল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রধান ভরকেন্দ্র। হাজার হাজার শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রোগবালাইয়ের কারণে একদিকে চা পাতার ফলন কমছে, অন্যদিকে মান খারাপ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং ও দুয়ার্সের বেশ কিছু চা বাগানে প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের দাবি, উৎপাদন কমে গেলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ খরচ বাঁচাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে পারে। ফলে তাদের জীবিকাও বিপন্ন হতে চলেছে। চা বাগান মালিকরা বলছেন, হঠাৎ করে ছত্রাক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল খরচের প্রয়োজন। ওষুধ, কীটনাশক ও বৈজ্ঞানিক পরিচর্যা ছাড়া পরিস্থিতি সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান বাজারে চায়ের দাম স্থিতিশীল থাকায় সেই খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

জেলে অনশন শুরু অর্ণব দামের, কেন খাওয়া ছেড়েছেন?

দুরন্ত বাতা, বর্ধমান, ৬ সেপ্টেমম্বর ঃ তিনি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মাওবাদী নেতা। ঠিকানা বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। তার মধ্যেই বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন অর্ণব দাম। হাজার প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে গবেষণার কাজে অনুমতি পেয়েছেন। কিন্তু গবেষণা করলেও তার জন্য মিলছে না স্কলারশিপ। সেই স্কলারশিপের দাবিতে জেলেই অনশন আংঃদালন শুরু করেছেন অর্ণব। মাওবাদী এই নেতার অভিযোগ, তাঁর মেধাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না সরকার। এমনকী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ নিয়ে স্বজনপোষণেরও অভিযোগ উঠেছে। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও চিঠি লিখেছেন অর্ণব। তাতেও কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি তার। অর্ণব দামের পাশে দাঁড়িয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। স্কলারশিপের দাবিতে গতকাল(শুক্রবার) থেকে অনশন শুরু করেছেন অর্ণব। এই নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথ টেলিফোনে জানান, স্কলারশিপ দেওয়ার এক্তিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও স্কলারশিপ হয় না। সুতরাং আমরা শুধুমাত্র নাম পাঠাতে পারি। তবে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের মত করে সাহায্য করছি। অর্ণবকে প্রথমে লাইব্রেরি থেকে বই দেওয়া হচ্ছিল না। আমি সেটা বলে দিয়েছি। তিনি এখন বই পাচ্ছেন। উপাচার্য আরও বলেন, অর্ণবের ১০ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি আমরা মকুব করে দিয়েছি। বইপত্র, খাতা, পেন দিয়ে তাঁকে আমরা সাহায্য করছি। থিসিস পেপার জমা দেওয়ার সময় একটা ফি জমা দিতে হয়। সেটাও আমরা মকুব করে দেব। তাছা।ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী বৈঠকে আমরা অর্ণবকে একটি ল্যাপটপ দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে নেব। আমরা কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারি না। তবে ফি কমাতে পারি। অর্ণবকে মেধাবী ছাত্র বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ও গবেষণাটা কমপ্লিট করুক। মেইন স্ট্রিমে আসার চেষ্টা করছে। সেই স্বপ্ন যাতে পূরণ হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব সবার। এই প্রসঙ্গেই সমাজমাধ্যমে এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর লেখেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের জন্য দুই ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে। একটি নন-নেট বিবেকানন্দ স্কলারশিপ। অন্যটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপ। কিন্তু অর্ণবকে কোনওটিই দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সব পরীক্ষায় প্রথম অর্ণবেরই স্কলারশিপ পাওয়ার কথা। APDR-র সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, অর্ণব এই প্রতিবাদ অনশনের কথা বিশ্ববিদ্যালয়কেও জানিয়ে দিয়েছে। অনেকেই জানেন রাজনৈতিক বন্দি অর্ণব দাম জেলবন্দি অবস্থায় ইতিহাসে ৭০-৭৫ শতাংশ নম্বর সহ বিএ, এমএ পাশ করেছেন। ' পাশ করেছেন। পুলিশ যেতে দেয়নি বলে ' পরীক্ষায় বসতে পারেননি।

GOABERIA HIGH SCHOOL
P.O.-Danesh Sk Lane, Sub. Div.-Sadar, Dist.-Howrah, Pin- 711109

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: WB/HZP/GOABERIA/E-NIT01/25-26
LAST DT OF BID 15-09-2025 10:00 AM
TECH. OPENING DT 17-09-2025 10:00 AM
TENDER ID: 2025_DSE_898645_1 & 2025_DSE_898645_2

Electronic Tenders are hereby invited by the Headmaster, Goaberia High School, P.O.-Danesh Sk Lane, Sub.Div.-Sadar, Dist.-Howrah, Pin-711109 for implementation of Two(02) No. work within Goaberia High School, Howrah. Details are available in (http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.
Sd/- Headmaster, Goaberia High School

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০, www.hmcgov.in

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্বাচনী), এইচএমসি এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬ (ছয়)টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড সহ দরপত্র জমা দিতে হবে ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ৬.০০টা থেকে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ২৫.০৯.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। দয়া করে এখানে যানঃ https://wbtenders.gov.in.
১২২(৩)/২৫-২৬
০৬.০৯.২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the councilor
DHULIYAN MUNICIPALITY
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E-Tender, E- Quotation and off line NIT
Ref: DHLYN/D/7/2025-2026
E Quotation 8 (2025-2026) to 28(2025-2026)
NIT 01 (2025-2026)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender, e-quotation and off line NiT from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **22.09.2025 at 18:00 Hrs**. for **NIeT DHLYN/D/7/2025-2026** and E Quotation 8 (2025-2026) to 28(2025-2026). Last date of Application for NiT 01 (2025-2026) **Up to 15.09.2025, 3.00 P.M.** Date of auction **15.09.2025** of Notice No.01 to 05 (2025-26). For further details please visit **www.wbtenders.gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board.
Sd/- **Chairman/EO, Dhuliyan Municipality**

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল/ইএনজিজি/৭২ অব ২০২৫ (আইটেম নং. ১২, ১৩, ১৪ ও ১৮); তারিখঃ ০২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোন নং.১২/শিলচর - এসএসই/ডব্লিউ/বদরপুর জংশনের অধিক্ষেত্রে অধীনে চন্দ্রনাথপুর-বদরপুর জংশন (ব্যতীত), বদরপুর জংশন (ব্যতীত)-কাটাখাল জংশন, কাটাখাল জংশন-ভৈরবী-হোর্তকি সেকশনের সমস্ত রেলওয়ে কলোনি, সার্ভিস বিল্ডিং, এলসি গেট, রোড, ব্রিজ এবং আরইউবি/আরওবি। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৩৮,৬৫,৭৮৯.৯২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,১৯,৩০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ১৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোন নং.১৩/শিলচর - এসএসই/ডব্লিউ/বদরপুর জংশনের অধীনে বদরপুর জংশন (বিপিবি) স্টেশনে সমস্ত রেলওয়ে কলোনি, সার্ভিস বিল্ডিং, রোড, ব্রিজ এবং আরইউবি/আরওবি। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৩২,৮৭,৯৮৫.৮৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,১৬,৪০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ১৪। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোন নং.১৪/শিলচর - এসএসই/ডব্লিউ/শিলচর অধিক্ষেত্রে অধীনে কাটাখাল জংশন (ব্যতীত)-শিলচর, অরুণাচল-জিরিবাম (ব্যতীত) সেকশনের সমস্ত রেলওয়ে কলোনি, সার্ভিস বিল্ডিং, এলসি গেট, রোড, ব্রিজ এবং আরওবি/আরইউবি। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,০৮,১৯,৩৩৮.৯৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৫৪,১০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ১৮। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোন নং.১৮/শিলচর - এসএসই/ওয়ার্কস/শিলচরের অধিক্ষেত্রে অধীনে জিরিবাম-ভাঙ্গাইচুংপাও-খোংসাং সেকশনের সমস্ত রেলওয়ে কলোনি, সার্ভিস বিল্ডিং, এলসি গেট, রোড, ব্রিজ এবং আরওবি/আরইউবি। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৩,৩৮,৮৯৩.৪৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৮৬,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৪-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সঞ্জুকে খেলানো উচিত', বলছেন গাভাসকর

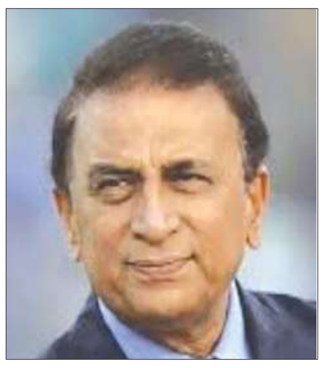

৬ সেপ্টেম্বর ঃ কয়েক দিন পর এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করবে ভারত। তার আগে বেশ কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে। গত কয়েকটা সিরিজে সঞ্জু স্যামসন আর অভিষেক শর্মা ওপেন করছেন। কিন্তু এশিয়া কাপের স্কোয়াডে শুভমান গিল থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সঞ্জু আদৌ সুযোগ পাবেন? অনেকেরই মনে হচ্ছে, টপ অর্ডারে যদি ব্যাটিংয়ের সুযোগ না আসে, তাহলে উইকেটকিপার হিসেবে জিতেশ শর্মাকে খেলানো হতে পারে। কারণ লোয়ার অর্ডারে জিতেশ অনেক বেশি কার্যকরী। সুনীল গাভাসকর অবশ্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সঞ্জুর মতো ক্রিকেটারকে যখন স্কোয়াডে রাখা হয়েছে, তখন তাঁকে প্রথম এগারোর বাইরে রাখার কোনও মানে হয় না। সঞ্জু তিন নম্বরে ব্যাট করতে পারে। প্রয়োজনে ওকে ছয় নম্বরেও পাঠানো যেতে পারে। জিতেশও আইপিএলে খুব ভালো পারফর্ম করেছে। যে কোনও নির্বাচক কমিটির কাছে একটা মাথাব্যথা। তবে এটা ভালো দিক।তাঁর সংযোজন, জিতেশের থেকে কিছুটা হলেও সঞ্জু এগিয়ে রয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে, প্রথম কয়েকটা ম্যাচে সঞ্জুই হয়তো সুযোগ পাবে। ওর ফর্ম কেমন থাকছে, তারপর সেটা দেখা হবে। যদি ভালো খেলতে না পারে, তখন জিতেশকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব ভারতীয় দল হয়তো তিন নম্বরে সঞ্জুকেই ভাবছে। তিলক (বর্মা) রয়েছে। ওর ম্যাচ ফিনিশিং ক্ষমতা খুব ভালো। পাঁচ-ছয় নম্বরে তিলককে ভাবুক। হার্দিক পাণ্ডিয়াও আছে। ওর ম্যাচ শেষ করার ক্ষমতা আছে।

জকোভিচকে ওড়ালেন আলকারাজ, কঠিন জয় সিনারের

৬ সেপ্টেম্বর ঃ ১ নম্বর বনাম ২৫ নম্বরের লড়াই। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইয়ানিক সিনারের সামনে তুলনায় আনকোরা ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমে। অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল একপেশে হতে চলেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, লড়াই একেবারেই একপেশে নয়। বরং ফাইনালে খেলতে বেশ কাঠখ। পো।াতে হল সিনারকে। ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে ৪ সেটের লড়াই। শেষ হাসি অবশ্য বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাই হাসলেন। প্রথম সেট সিনার জিতেছিলেন একপেশে ভাবেই। দ্বিতীয় সার্ভিসই হারান আলিয়াসিমে। ষষ্ঠ সার্ভিসও তাই। প্রথম সেটে ৬-১ ব্যবধানে জয় সিনারের। তখন মনে হয়েছিল খেলা হয়তো একপেশে হবে। সিনার জিতবেন অনায়াসে। কিন্তু ছবিটা বদলে যায় দ্বিতীয় সেটে। খানিকটা চোট সমস্যাও ভোগায় সিনারকে। ফলশ্রুতি ৩-৬ ব্যবধানে হার সিনারের। দ্বিতীয় সেট জেতার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে তুলনায় ভালো ল।াই করেন আলিয়াসিমে। তবে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। সেটদুটি সিনার জেতেন ৬-৩, ৬-৪ ব্যবধানে। এমনিতে এই ম্যাচের আগে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন সিনার। এই ম্যাচের আগে হার্ড কোর্টে টানা ২৬টি ম্যাচ জিতেছিলেন তিনি। এদিন খানিক বেগ পেলেও আলিয়াসিমেকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পেলেন বর্তমান বিশ্বের সেরা টেনিস তারকা। এই নিয়ে টানা পাঁচ গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে খেলবেন সিনার। এবারেও তাঁর প্রতিপক্ষ কার্লোস আলকারাজ। সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচকে একেবারে স্ট্রেট সেটে উ।ায়ে দিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যান তিনি। একমাত্র দ্বিতীয় সেট ছাড়া আলকারাজকে সেভাবে ল।ইয়েই ফেলতে পারেননি জকোভিচ। খেলার ফল ৬-৪, ৭-৬, ৬-২।

চলতি বছর ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডনের পর আরও এক গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে সিনার বনাম আলকারাজ ল।াই দেখা যাবে। এর আগে ফরাসি ওপেনে জিতেছেন আলকারাজ। আবার উইম্বলডনে জিতেছেন সিনার। অর্থাৎ দুই তারকার মধ্যে চলতি বছরের মেগা ফাইনাল হতে চলেছে ইউএস ওপেন। বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর সিনার ও দু'নম্বর আলকারাজ এখনও পর্যন্ত ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছেন। এগিয়ে আলকারাজ। ন'বার জিতেছেন স্প্যানিশ তারকা। সিনার পাঁচ বার। এবার দেখার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে কে বাজিমাত করেন।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কা মুখোমুখি হবেন অ্যানিসিমোভার

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ টানা তৃতীয়বারের মতো ইউএস ওপেনের মহিলা এককের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন বেলারুশিয়ান তারকা অ্যারিনা সাবালেঙ্কা। শুক্রবার নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা পেগুলাকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ সেটে হারান তিনি। আর অন্য সেমিফাইনালে আমান্ডা অ্যানিসিমোভা নাওমি ওসাকাকে ৬(৪)-৭(৭), ৭(৭)-৬(৩), ৬-৩ গেমে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। এবারও শিরোপা জিততে পারলে সাবালেঙ্কা সেরেনা উইলিযাম্সের পর প্রথম খেলোযাড় হবেন যিনি টানা দুইবার ইউএস ওপেন জিতবেন। সেরেনা ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ২৪ বছর বয়সী অ্যানিসিমোভার সামনে সুযোগ ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের। আর সাবালেঙ্কার লক্ষ্য চতুর্থ সিঙ্গেলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা।

মেঘালয়'কে ৭ গোলে হারিয়ে বাংলার জয়জয়কার

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার জয়। মেঘালযকে ৭ গোলে হারিয়ে দিয়েই বাংলা দল প্রথম খেলাতে জয় ঘরে তুলে নিয়েছে। শনিবার নদীয়া'তে প্রথম খেলায় ওই ফলাফল। ৩০ তম সিনিয়ার জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ - রাজমাতা জিজাবাই ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলার জয়জয়কার। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এদিন বাংলার মহিলা ফুটবল দলের কাছে ০-৭ গোলের ব্যবধানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্টেডিয়ামে হেরেছে মেঘালয়।

আই এফ এ সূত্রে জানা গেছে যে, গ্রুপ ডি - তে শনিবার সকাল ৯ টায় উদ্বোধনী খেলার সূচনা হয়। প্রথমার্ধের খেলায় ০-৫ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে বাংলা দল। যদিও বাংলার মেয়েরা ট্রফি জিততে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বরাবর দাপট বজায় রাখতে সাহায্য করে দলের সমস্ত খেলোয়াড়। অধিনায়িকা সুলঞ্জনা রাউল এর নেতৃত্বে এরপর দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আরো ২ টি গোল করে বাংলার মেয়েরা। এর ফলে সহজে ব্যবধানে বাড়ে। ৭-০ ব্যবধানে মেঘালয় পিছিয়ে পড়লেও ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্যের ফুটবলাররা। কাজেই তাদের হজম করতে হয়েছে গোলের ওই মালা। যদিও বাংলার গোলকিপার মামণি দাস'কে সেই অর্থে বিব্রত করতে পারে নি মেঘালয়। এদিকে, ওই জয়ের সুবাদে ৬ জন খেলোয়াড় হাফ টাইমের পর বদল করে বাংলা দল। উল্লেখ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেঘালয়ের বিরুদ্ধেই প্রথম জয়, গোলদাতারা - রিম্পা হালদার, সুস্মিতা লেপচা, মৌসুমী মুর্মু, মমতা হাঁসদা প্রমুখ। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট ওই গ্রুপে রয়েছে-যথাক্রমে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ও সিকিম। দ্বিতীয় খেলায় মুখোমুখি হবে এদিন পরস্পর ওই দুই দল।

আগামী মরশুমে পুরোপুরি চোটহীন ফিট দল নিয়ে নামতে চান অস্কার

৬ সেপ্টেম্বর ঃ হিজাজি মাহের যে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি আর গায়ে চাপাবেন না সেটা আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সরকারিভাবে জর্ডনের ডিফেন্ডারকে বিদায় জানাল লাল-হলুদ শিবির। ক্লাবের তরফে সোশাল মিডিয়ায় হিজাজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের খবর জানিয়ে দেওয়া হল।

হিজাজি ২০২৩ সালে ইস্টবেঙ্গলে সই করার পর প্রথম মরশুমে বেশ ভালোই খেলেন। বিশেষ করে ডুরান্ড কাপে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কাড়ে। কিন্তু গত মরশুমে চোট আঘাতের জন্যই বেশিরভাগ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়। এই মরশুমে তাঁকে রাখা হবে না আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার রাতের দিকে সরকারিভাবে তাঁর বিদায়ের বার্তা জানানো হয়। সোশাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গলের তরফে বলা হয়েছে, আমরা হিজাজিকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছা জানাই। ইস্টবেঙ্গলের জন্য যে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা

দেখিয়েছ, সেসবের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে হিজাজি ৪২টি ম্যাচে খেলেছেন এবং ৪টি গোল করেছেন। এই সময়েই তিনি জর্ডন জাতীয় দলে ডাক পান। ব্যাকলাইনে তাঁর শক্তিশালী শারীরিক উপস্থিতি সত্ত্বেও, গত মরসুমে তার পারফর্মেন্স গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সমালোচনার মুখে পড়ে। তাছাড়া গত মরশুমের শেষের দিকে চোটের কবলে পড়েন তিনি। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে হাঁটুর চোটের জন্য তিনি ২০২৪-২৫ মরশুমে আর খেলতেই পারেননি। এখনও তিনি পুরোপুরি ফিট নন। নতুন মরশুমে আনফিট ফুটবলার নিয়ে নামতে চাননি কোচ অস্কার ব্রুজো। ইতিমধ্যেই হিজাজির পরিবর্তে অন্য বিদেশি ডিফেন্ডারও সই করিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। হিজাজিও নিজের দেশের ক্লাবে সই করছেন বলে খবর।

সদ্যই দিমিত্রি দিয়ামান্তাকোসকে বিদায় জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার বিদায় হিজাজিকেও। আগামী দিনে চোটগ্রস্ত মাদিহ তালালকেও ছাড়বে লাল-হলুদ শিবির। আসলে আগামী মরশুমে পুরোপুরি চোটহীন ফিট দল নিয়ে নামতে চান অস্কার।

ছন্দে ফিরবে নীরজ', মন্তব্য করলেন প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার

৬ সেপ্টেম্বর ঃ জুরিখের ডায়মন্ড লিগে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়াকে। লেজিগ্রান্ড স্টেডিয়ামে শেষ প্রচেষ্টায় ৮৫.০১ মিটার থ্রো করার পর কোনওরকমে দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তবে ফের পুরনো রূপে দেখা দেবেন ভারতের সোনার ছেলে, বিশ্বাস করেন প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। জেবিজি কলকাতা ম্যারাথনের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জাতীয় প্যারালম্পিক কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্র-সহ একঝাঁক প্যারা অ্যাথলিট। সেখানে এথেন্স এবং রিও প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ারের মুখে শোনা গেল নীরজের প্রশংসা। দেবেন্দ্র বলছিলেন, ২০২২ সাল পর্যন্ত আমি আর নীরজ একসঙ্গে অনুশীলন করতাম। ও খুবই ভালো অ্যাথলিট। আর তার চেয়ে ভালো মানুষ। আমি নিশ্চিত, ও অনেকদূর যাবে। এবার থেকে নিয়মিতভাবে ও ৯০ মিটারের থ্রো করবে বলে আমি আশাবাদী।

প্যারিসে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের কাছে সোনা হাতছাড়া

হয়েছিল নীরজের। আগামী বছর কমনওয়েলথ গেমসে টোকিও অলিম্পিকের সোনাজয়ী প্রতিবেশী দেশের থ্রোয়ারকে টেক্কা দেবেন বলে প্রত্যয়ী দেবেন্দ্র। কমনওয়েলথ গেমসে নীরজ আবার সোনা জিতবে। আর সেটা অলিম্পিকের আগে ওকে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী করবে, বলে দিয়েছেন তিনি।

আগামী ১৩-২১ সেপ্টেম্বর টোকিওতে বসতে চলেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। তার আগে জুরিখের পারফরম্যান্স হয়তো খুশি করতে পারেনি নীরজকেও। ইভেন্টের পর তিনি ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের পারফরম্যান্স সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, দিনটা কঠিন ছিল। মাঝেমাঝেই এমন দিন আসে। ফাইনালের দিনটাও আমার জন্য হয়তো তেমনই ছিল। শেষ প্রচেষ্টায় আমার থ্রো ৮৫ মিটারেরও বেশি দূরত্বে অতিক্রম করেছে। তবে আজকে আমার সেরা ফর্ম ছিল না। এমনকী রান-আপও ঠিকঠাক হয়নি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে এখনও তিন সপ্তাহ আছে। সেখানে আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন দেখার, আসন্ন ইভেন্টে চেনা ছন্দে পাওয়া যায় কি না তাঁকে।

জল্পনার অবসান, শ্রেয়স আইয়ারকেই অধিনায়ক ঘোষণা বিসিসিআইয়ের

৬ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের দলে জায়গা হয়নি তাঁর। অথচ ব্যাট হাতে আইপিএলে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন। ১৭ ম্যাচে করেছিলেন ৬০৪ রান। ১৭৫ স্ট্রাইক রেট, ৫০.৩৩ ব্যাটিং গড় ছিল তাঁর। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেও বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে 'পুরস্কৃত' হতে চলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হল শ্রেয়স আইয়ারকে।

শ্রেয়স এখন দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে খেলছেন। যদিও মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৫ রান করে খলিল আহমেদের বলে আউট হন তিনি। তবে, দল নির্বাচনের উপর এই ইনিংসের প্রভাব পড়েনি। শেষমেশ তাঁকেই ভারতীয় এ দলের নেতৃত্বভার দেওয়া হল।

১৬ সেপ্টেম্বর থেকে লখনউয়ে রয়েছে ভারত এ এবং অস্ট্রেলিয়া এ দলের মধ্যে প্রথম বেসরকারি চার দিনের ম্যাচ। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে লখনউয়ের একানায় দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ। এরপর কানপুরে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচও অনুষ্ঠিত

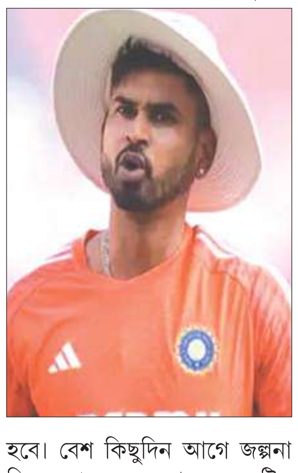

হবে। বেশ কিছুদিন আগে জল্পনা ছিল, শ্রেয়সকে ওয়ানডেতে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক করতে পারে বিসিসিআই। তবে এবার, অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাবে শ্রেয়সকে।

জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য ভারত এ দলের সুযোগ দেওয়া হবে কেএল রাহুল এবং মহম্মদ সিরাজকে। তবে কাদের জায়গায় তাঁদের নেওয়া হবে, সেই তথ্য গোপন রেখেছে বিসিসিআই। ভারত এ দলে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, দেবদত্ত পড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং খলিল আহমেদের মতো ক্রিকেটারদের ডাকা হয়েছে। ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পর আয়ুষ বাদোনিও ডাক পেয়েছেন। দলে রাখা হয়েছে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকেও।

ভারত এ স্কোয়াড

শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিমন্যু ঈশ্বরণ, এন জগদীশন (উইকেটরক্ষক), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), দেবদত্ত পড়িক্কল, হর্ষ দুবে, আয়ুশ বাদোনি, নীতীশ কুমার রেড্ডি, কৃষ্ণা গুরু, কৃষ্ণ কোর, তনুশ আহমেদ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, খলিল আহমেদ, মানব সুথার, যশ ঠাকুর।

এশিয়া কাপে ভারতের সাফল্যের ধারেকাছে নেই কোনও দল

দুবাই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আর কয়েক দিন বাদে ৯ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। এটি এশিয়া কাপের ১৭তম সংস্করণ । এবারের এশিয়া কাপ টি-২০ ফর্ম্যাটে খেলা হবে। এই নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার এশিয়া কাপের আসর হবে টি-২০ ফর্ম্যাটে। বাকি ১৪টি এশিয়া কাপ হয়েছে ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে ভারত । এরপর শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের স্থান।

এশিয়া কাপের সূচনা ১৯৮৪ সালে হয়েছিল । সেই সময় ভারত শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে। ভারত মোট ৮ বার এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে । ভারত ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯০-৯১, ১৯৯৫, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে।

ভারতের পর শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপের সবচেয়ে সফল দল । শ্রীলঙ্কা ৬ বার এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে । শ্রীলঙ্কা ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০২২ সালে এশিয়া কাপের খেতাব জিতেছে।

পাকিস্তান এশিয়া কাপের ইতিহাসে মাত্র দু'বার খেতাব জিতেছে । ২০০০ সালে এশিয়া কাপে পাকিস্তান জিতেছিল। এরপর পাকিস্তানকে ১২ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল । পাকিস্তান পুনরায় ২০১২ সালে এশিয়া কাপের খেতাব জেতে । এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার দাপট রয়েছে । এই তিনটি দল ছাড়া আর কোনও দল এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপের ট্রফি জিততে পারেনি । বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান ও এশিয়া কাপ জিততে পারেনি। এছাড়া নতুন দলগুলি যারা টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তারাও এশিয়া কাপের খেতাব জিততে ব্যর্থ।

তারকা ফুটবলারের গোলের পর আরও এক বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে চর্চা শুরু

৬ সেপ্টেম্বর ঃ আবার ফিরল 'র‍্যামসে অভিশাপ'! বিশ্বফুটবলে বহুল প্রচলিত এক ধারণা নিয়ে ফের হইচই শুরু হয়েছে। সেটা কী? অনেকে দাবি করেন, ওয়েলসের ফুটবলার অ্যারন র‍্যামসে গোল করলেই নাকি বিশ্বের কোনও পরিচিত মানুষ মারা যান। নেটিজেনরা এই 'তত্ত্বের' সমর্থনে প্রমাণও খাঁড়া করেন। এবার জর্জিও আর্মানির প্রয়াণের পর সেই 'র‍্যামসে অভিশাপ' নিয়ে চর্চা শুরু। ৩৪ বছর বয়সি মিডফিল্ডার আর্সেনাল, নটিংহ্যাম সিটি, জুভেন্টাস, কার্ডিফ সিটিতে খেলেছেন। দেশের হয়ে ২১টি গোলের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে ৭৮টি গোল করেছেন গ্যারেথ বেলের প্রাক্তন সতীর্থ। তার মধ্যে ২২টি গোল নিয়ে ফুটবলমহলে অন্য ধরনের 'চর্চায় রয়েছে। যার সূত্রপাত ২০১১-র মে মাসে একটি গোল থেকে। তার একদিন পর মারা যায় ওসামা বিন লাদেন। তারপর স্টিভ জোবস, মুয়াম্মর গদ্দাফি, পল ওয়াকার, রবিন উইলিয়ামস, অ্যালান রিকম্যানদের মৃত্যুতে 'সন্দেহ' আরও দানা বাঁধে। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচিত মানুষদের মৃত্যুর একদিন, দুদিন, ব।জোর তিনদিন আগে গোল করেছেন অ্যারন রামসে। তাহলে কী? সেই থেকেই শুরু হয় 'র‍্যামসে অভিশাপে'র গল্প। সম্প্রতি ইটালির কিংবদন্তি ফ্যাশান ডিজাইনার জর্জিও আর্মানি প্রয়াত হয়েছেন। তাতে অনেক ফুটবল সমর্থক আবিষ্কার করেছেন, আর্মানির প্রয়াণের তিনদিন আগে গোল করেছেন র‍্যামসে। তিনি বর্তমানে মেক্সিকোর ক্লাব ইউনিভার্সিদাদ ন্যাশিওনাল এসি'তে খেলেন। সংক্ষেপে যাকে ' বলে ডাকেন ভক্তরা। সম্প্রতি অ্যাটলাস এফসি'র বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচে গোল করে দলকে জেতান র‍্যামসে। তার তিনদিন পর আর্মানির প্রয়াণে নেটিজেনরা ' গল্প ফিরিয়ে আনছেন। অনেকেই লিখছেন, ' অভিশাপ ফিরল নাকি?'

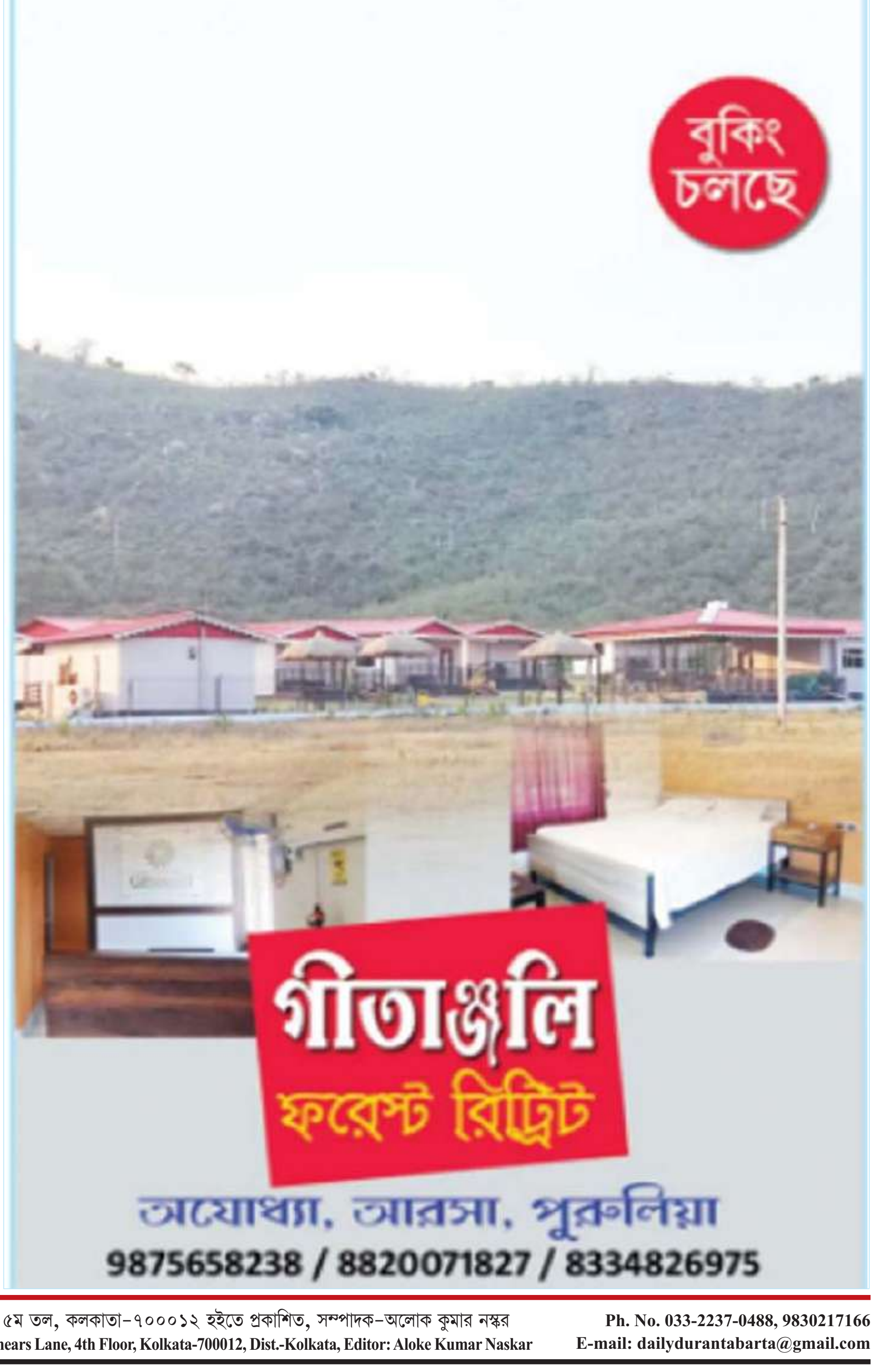

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের দায়িত্বে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড
বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কেউ থাকবেন না

৬ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৫ সালের আইসিসি নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না পাকিস্তান। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সূত্র মারফত গতকাল পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল। নারী বিশ্বকাপের মূল আয়োজক দেশ ভারত, সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশ্বকাপ। ড. ভূপেন হাজারিকা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপের আসর। তার আগে থাকবে রঙিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া দলগুলোর অধিনায়কেরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। হবে একসঙ্গে প্রেস কনফারেন্স, ট্রফির সঙ্গে ফটোসেশন-যেমনটা আইসিসি টুর্নামেন্টে সাধারণত হয়ে থাকে। সূত্রের বরাত দিয়ে জিও সুপার জানিয়েছে, পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফাতিমা সানা কিংবা দলের কোনো

প্রতিনিধি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারতে যাবেন না। জিও সুপার আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের কারও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না থাকার পেছনের কারণ ' ফর্মুলা' (সমঝোতা চুক্তি)। এই ফর্মুলা অনুযায়ী, আগামী তিন বছর ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের দেশে কোনো আইসিসি টুর্নামেন্টে অংশ নেবে না। এ বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত ছেলেদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে সমঝোতা চুক্তি মেনে চলছে দুই দল।

এই ফর্মুলার কারণেই পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। আগামী ২ অক্টোবর কলম্বোয় বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান। এমনকি যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে (২৯ অক্টোবর) বা ফাইনালে (২ নভেম্বর) ওঠে, সেই ম্যাচগুলোও হবে কলম্বোয়। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্কের কারণে ২০০৮ সালে ছেলেদের এশিয়া কাপের পর ভারতের ক্রিকেট দল আর পাকিস্তান সফরে যায়নি। পাকিস্তানের ছেলেদের ক্রিকেট দল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে সর্বশেষ ভারত সফরে গিয়েছিল ২০১২ সালে।

গত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এ ঘটনার পর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিল দুই প্রতিবেশী দেশ। যার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেদের এশিয়া কাপে ভারত প্রাথমিকভাবে আয়োজক দেশ হিসেবে থাকলেও পরে টুর্নামেন্টটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, সেই সমঝোতা চুক্তির অধীনে পাকিস্তান দল যেহেতু ভারতে যাবে না, তাই এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। আগামী মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com